উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৩,৬০৬.৪৬ (-৪৫২.৪৪)
নিফটি : ২৫,৫১৭.০৫ (-১২০.৭৫)

কল্যাণ, মহুয়াকে সতর্কবার্তা অভিষেকের
কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য করায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্রকে সোমবার সতর্ক করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ▸▸ ৭

ভারতকে বাদ দিয়ে জোট উপমহাদেশে
ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতকেই একঘরে করার চেষ্টা করছে চিন। সম্প্রতি চিন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের বৈঠকে নয়া জোট গঠনের চেষ্টা চলে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ▸▸ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৬°	২৫°

রেলভাড়া বাড়ছে আজ থেকে
ভারতীয় রেল যাত্রী পরিষেবায় ১ জুলাই থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি, টিকিট বুকিংয়ের নিয়মের পরিবর্তন ইত্যাদি। ▸▸ ৮

১৬ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 1 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 44

ভোটাধিকারের বিজ্ঞপ্তি বদল

কমিশনের নির্দেশে চর্চায় মমতার আপত্তি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : ভোল বদল নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকা সংশোধনে নিবিড় সমীক্ষার শর্তগুলি কার্যত প্রত্যাহার হয়ে গিয়েছে। সোমবার কমিশনের প্রকাশ করা নতুন বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পর জন্ম নিলেও কাউকে অতিরিক্ত নথি দিয়ে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় থাকবে না। বিহার বিধানসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে আগের অবস্থান থেকে নির্বাচন কমিশনের সরে আসা স্পষ্ট।

কমিশনের আগের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার দিঘায় সাংবাদিক বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। সেই আপত্তির জায়গাগুলিই সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে বদলে গিয়েছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে বলা হয়েছিল, ওই তালিকায় নাম না থাকলে শুধু জন্ম নয়, জন্মস্থানের সরকারি নথি জমা না দিলে ভোটাধিকার থাকবে না।

সোমবার বিহারের জন্য প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তিতে সেই বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে শুধু ভোটারের জন্য আবেদনকারীর নয়, তাঁর বাবা অথবা মা, কোনও ক্ষেত্রে তিনজনের জন্ম ও জন্মস্থানের শংসাপত্র পেশ বাধ্যতামূলক ছিল। সেই নিয়মও তুলে নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সোমবার দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপেই কমিশন সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে প্রথম সরব হয়েছিলেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ এগিয়ে আসেননি। ওঁর আন্দোলনের জন্য সারা দেশ একসময় সচিত্র পরিচয়পত্র পেয়েছিল। সেই ধারা এখনও বহাল রয়েছে বোঝা গেল।'

যদিও তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন কিছুটা ভিন্নকথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, আগেরটির সঙ্গে সোমবারের বিজ্ঞপ্তির খুব বেশি ফারাক নেই। তাঁর কথায়, 'বিহারের কথা বলা হলেও নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে বিজেপি বাংলা দখলের কাজ করাচ্ছে।' বিজেপির রাজ্যসভা সদস্য শমীক ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা তাদের ব্যাপার। তবে ভুয়ো ভোটারের নাম যাতে না থাকে, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে।'

তৃণমূলের দাবি

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপেই কমিশন সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে প্রথম সরব হয়েছিলেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ এগিয়ে আসেননি। ওঁর আন্দোলনের জন্য সারা দেশ একসময় সচিত্র পরিচয়পত্র পেয়েছিল। সেই ধারা এখনও বহাল রয়েছে বোঝা গেল।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়।' সোমবার কমিশনের ওয়েবসাইটে নতুন যে বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বিহারের ৪.৯৬ কোটি ভোটারের নাম তালিকায় রাখতে তাঁদের বাবা-মায়ের কোনও নথি জমা দিতে হবে না। ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় কারও নাম না থাকলেও আলাদা করে কোনও নথি দিতে হবে না। অর্থাৎ বিহারের প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটারের আর নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, পুরোনো তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের শুধু ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিলেই হবে।

সহপাঠীদের কথা

মনোজিতের কাছে কেউ নিরাপদ নন

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : গণধর্ষণের শিকার প্রথম বর্ষের ছাত্রী শুধু নয়, ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের কাছে নিরাপদ ছিলেন না কলকাতার ওই আইন কলেজের কোনও ছাত্রীই। বয়সে বড় হোন বা ছোট, সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার নির্বিশেষে অনেক তরুণী মনোজিতের হেনস্তার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এরকম অভিযোগ কম জমা পড়েনি। এতদিন অভিযোগপত্রে শুধুই ধুলো জমত। সুরাহা কিছু হত না। অভিযোগকারিণীরা একসময় পাশ করে বেরিয়ে যেতেন। সব ধামাচাপা পড়ে যেত।

মনোজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার উদ্যোগই কলেজ কর্তৃপক্ষের ছিল না বলে মনোজিতের এক সহপাঠী জানালেন। ২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ (যে অভিযোগপত্রের কপি উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে আছে) জানিয়েছিলেন ওই আইন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, এমনকি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

মনোজিতের ওই সহপাঠী জানান, 'নতুন কেউ কলেজে আসার পর থেকেই মনোজিৎ র‍্যাগিং করত, তোলাবাজি চালাত। ওর চোখ থেকে সিনিয়ার, জুনিয়ার কেউ ছাড় পেত না। তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলে আজ এই ঘটনা ঘটত না।' ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই কলেজে মনোজিতের ওই সহপাঠীর অভিযোগ, ২০১৩ সালে চেতলা ব্রিজের ওপর কেটারিং কর্মীদের আঙুল কেটে দেওয়া, মারধর ইত্যাদির জন্য ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তিন বছর গা ঢাকা দিয়ে থেকে ২০১৬ সালে ফের কলেজে গিয়ে দাপট দেখাতে শুরু করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আবার ভর্তি হন মনোজিৎ। তারপর তাঁর কুকীর্তি বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

পহলগাম হামলার পর ছাপ্পা-ভদ্রবা ট্রেকিংয়ের রাস্তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল। সোমবার ডোডায়। -পিটিআই

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গে নেই

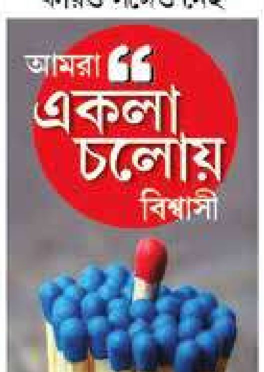

এডিশন স্পেশাল

আইএমএ'র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত নেতা
▸▸ দুইয়ের পাতায়

ছাড়া পেলেন ১৯ পরিযায়ী শ্রমিক
▸▸ তিনের পাতায়

পরিদর্শনে গিয়ে প্রশ্নের মুখে মন্ত্রী
▸▸ চারের পাতায়

অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী গ্রেপ্তার

সিপিএম নেতাকে জুতোপেটা

চিত্ত মাহাতো ও রিমি শীল

খড়্গপুর ও কলকাতা, ৩০ জুন : প্রবীণ সিপিএম নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে জুতোপেটার সাক্ষী থাকল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খরিদা এলাকা। ওই ঘটনার ভাইরাল ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী বেবি কোলে ও তাঁর সহযোগীদের অনিলকে রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করতে দেখা গিয়েছে। ওই নেত্রীর একজনের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ করেছিলেন ওই সিপিএম নেতা। তার জেরে সোমবার ওই হামলা বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। তৃণমূল নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত ওই নেত্রীর পাশে দাঁড়ায়নি। বরং আক্রান্ত সিপিএম নেতার পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকেও অভিযোগ জানানো হয় থানায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক অজিত মাইতি বলেন, 'দল কোনও অনৈতিক কাজ সমর্থন করে না। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে। রাজ্য নেতৃত্ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুজন হাজরা বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী তিনদিনের মধ্যে ওঁকে এই অশোভনীয় আচরণের জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'তৃণমূলের সংস্কৃতি এটা। তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে।' পুলিশ অবশ্য দেরি না করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নিয়েছে।

আক্রান্ত সিপিএম নেতা অনিল দাস বলেন, 'ওরা প্রাণে মেরে দিত। পুলিশ কড়া ব্যবস্থা না নিলে খড়্গপুর শহরে আর কেউ কোনও লোককে সহযোগিতা করবে না।' খড়্গপুর শহরের খরিদা এলাকায় সম্প্রতি ওই তৃণমূল নেত্রী একটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ফেলেন। ওই বাড়ির জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। শৌচাগারের পাইপ নষ্ট করেন। ঘটনাটি জানতে পারেন স্থানীয় বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অনিল দাস। তিনি পরিবারটিকে থানায় অভিযোগ দায়ের এবং সাংবাদিকদের জানানোর পরামর্শ দেন।

এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে বেবি কোলে নামে ওই তৃণমূল নেত্রী সোমবার রাস্তায় ফেলে জুতোপেটা করেন অনিলকে। প্রাণে বাঁচতে অনিল একটি রঙের দোকানে আশ্রয় নিলে বেবি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা দোকানে ঢুকে তাঁকে টেনে বের করে মারধর করেন। তাঁর গায়ে রং ছুড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা ওই প্রৌঢ়কে উদ্ধার করার পর থানায় অভিযোগ জানান তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএম কর্মীরা খড়্গপুর সদর থানায় বিক্ষোভ দেখান।

নিগৃহীত হওয়ার পর বিধ্বস্ত অবস্থায় মোবাইলে কথা বলছেন অনিল দাস।

কথায় কথায়

'আ মরি বাংলা ভাষা' এখন বিপদ ভিনরাজ্যে

আশিস ঘোষ

মোদের গরব মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা।

স্বাধীনতার এত বছর পরে সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি আমার মাতৃভাষা আমার গর্ব, আমার আশা! হয়তো ছিল এককালে। এখন বাংলা বলা আর আশা-ভরসা নয়। বরং চরম অগৌরবের, চূড়ান্ত হেনস্তার। এখন, এই অমৃতকালে বাংলা বললে অন্য রাজ্যে ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়। শুনতে হয়, তুমি বাংলাদেশি। তোমার বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দো পুরুষের এই ভিটেতে তোমার ঠাঁই হবে না। তুমি বেরিয়ে যাও। এ দেশ তোমার নয়। মুসলিম হলে তো কথাই নেই। পত্রপাঠ ঘাড়ধাক্কা।

তারপরেও হেনস্তা। দুই দেশের সীমান্তে ঠেলাঠেলি। এ বলে এরা আমাদের নয়, ও ঠেলে পাঠায় এপারে। শুধু বাঙালি বলে, শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলাবলি করেন বলে। এখন ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে এই বিতাড়নপর্ব। হাজার প্রমাণ দেখালেও রেহাই নেই, হাতে-পায়ে ধরলেও না। সোজা ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যে, যেখান থেকে তাঁরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কখনও বা রাজ্য সরকারকে থোড়াই কেয়ার, সরাসরি তুলে দেওয়া হচ্ছে বিএসএফের হাতে। তারাই পুশ ব্যাক করছে বাংলাদেশে।

যেমন কোচবিহারের আটজন। বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছিল যাঁদের। পরে একজনকে ছেড়ে দিলেও বাকি সাতজন এখনও আটক।

এরপর দশের পাতায়

বহু কোটি নিয়ে ফেরার ৪ কর্তা

ফের 'চিটফান্ড'-এ লুট মালদায়, গ্রেপ্তার ম্যানেজার

মুরতুজ আলম

সামসী, ৩০ জুন : বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে চম্পট দিলেন চিটফান্ড সংস্থার ৪ কর্তা। সংস্থার চার পরিচালকের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন উপভোক্তারা। চিটফান্ড সংস্থাটির হেড অফিস সামসীতে। অভিযোগ, মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাঁচটি শাখা খুলে প্রতারণা চালিয়েছে ওই চিটফান্ড সংস্থা। এই ঘটনায় এক ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংস্থার এক কর্মী বলেন, 'সামসীর রতনপুরের বাসিন্দা রামপ্রসাদ পাসোয়ান নামে এক তরুণ একটি চিটফান্ড সংস্থা খোলেন ২০১৭ সালে। রামপ্রসাদ পাসোয়ান ছাড়াও এই সংস্থার আরও তিন পরিচালক রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী রুম্পা সরকার, বাবা সত্যনারায়ণ সরকার ও আরোজিত সাহা নামে এক তরুণ।' সামসী ঘাসিরাম মোড়ে সংস্থাটির হেড অফিস রয়েছে। সামসী হেড অফিসের অধীন আরও চারটি শাখা অফিস রয়েছে। সেগুলি হল গাজোল, মালতীপুর, তুলসীহাটা ও দুর্গাপুর। এই সংস্থায় ব্যাংকের মতো লেনদেন প্রক্রিয়া চলে। দেওয়া হয় ঋণও। প্রতিদিন অর্থসংগ্রহ করা হত। গ্রাহকদের চার শতাংশ সুদ প্রদান করা হত।

সামসী হেড অফিসে প্রায় বারোশোর মতো গ্রাহক রয়েছেন। মালতীপুরে প্রায় আটশো গ্রাহক, দুর্গাপুরে প্রায় এক হাজার গ্রাহক, তুলসীহাটা ও গাজোল মিলিয়ে প্রায় এক হাজার গ্রাহক রয়েছেন। সামসী হেড অফিসে প্রায় দেড় কোটি টাকা, মালতীপুরে প্রায় এক কোটি, দুর্গাপুরে প্রায় এক কোটি, গাজোলে প্রায় চল্লিশ লক্ষ ও তুলসীহাটাতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, সব মিলিয়ে প্রায় চার কোটি টাকা আমানত অর্থ জমা ছিল। এদিকে, সংস্থার কর্মী রয়েছেন ৫০ জনের মতো।

তালাবন্ধ চিটফান্ডের দপ্তর।

২৩ জুন রাত থেকে ফেরার রয়েছেন সংস্থার মূল পরিচালক রামপ্রসাদ পাসোয়ান। আর বাকি তিন পরিচালকও আত্মগোপন করে রয়েছেন। সংস্থার মূল পরিচালক রামপ্রসাদ পাসোয়ান ফেরার হয়ে যেতেই সোমবার থেকে সংস্থার পাঁচটি দপ্তর তালাবন্ধ রয়েছে। সংস্থার মূল পরিচালকের ফেরার হওয়ার বিষয়টি জানাজানি হতেই সংস্থার হেড অফিস সামসী সহ আরও চারটি শাখায় শয়ে-শয়ে আমানতকারী তাঁদের জমানো টাকা ফেরতের দাবিতে ভিড় জমান। কিন্তু কোনও কর্মচারীর দেখা না পেয়ে বিমুখ হয়ে ফিরতে হয় তাঁদের।

এরপর দশের পাতায়

জমি বিবাদে বোমাবাজি, জখম ৭

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৩০ জুন : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত নন্দনপুর। গ্রামবাসীদের দু'পক্ষের সংঘর্ষের জেরে আহত সাতজন। অভিযোগ, এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে রাতের অন্ধকারে বোমা ছোড়া হয়েছে দুটি জায়গায়। ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার ৬ অভিযুক্ত।

গঙ্গারামপুর ব্লকের নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কবীরপুর গ্রামে একটি মসজিদের অধীনে প্রায় ৮ বিঘা জমি রয়েছে। সেই জমিটি স্থানীয় কয়েকটি পরিবার দীর্ঘদিন ধরে চাষবাস করে আসছে। মসজিদের সেই জমিতে চাষ করতে দেওয়ার দাবি জানায় গ্রামের কয়েকটি পরিবার। ঘটনার জেরে এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই অশান্তি ছড়িয়েছিল। তবে সেই বিক্ষিপ্ত অশান্তি সংঘর্ষের রূপ নেয় রবিবার রাতে। রবিবার রাত সাড়ে নয়টার পর থেকে গ্রামবাসীদের দু'পক্ষের মধ্যে কয়েক দফায় সংঘর্ষ বাধে। দুটি গোষ্ঠী লাঠি, ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। সংঘর্ষে মোট ৭ জন আহত হয়েছেন। বর্তমানে চারজন গুরুতর জখম অবস্থায় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুধু তাই নয়, এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে, সোমবার ভোররাতে দুটি বাড়ির সামনে বোমা ফাটায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনার পর এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

সংঘর্ষে আহত এক তরুণের মা মঞ্জু বিবি বলেন, 'আমাদের গ্রামে চারজন স্থানীয় মসজিদের জমিতে দীর্ঘদিন ধরে চাষ করে আসছেন। সম্প্রতি গ্রামের বেশকিছু পরিবার মিলে সেই জমিতে চাষ করবার দাবি জানিয়েছিলাম। তারপরে এলাকায় অশান্তির পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার রাতে ভাড়াটে গুন্ডাদের দিয়ে আমার ছেলে সহ বেশ কয়েকজনকে মেরে জখম করা হয়েছে। গ্রামে বোমা ছোড়া হয়েছে। এই ঘটনায় আমরা চরম আতঙ্কে রয়েছি।

এরপর দশের পাতায়

নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কবীরপুরে টহলদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

মা-সন্তানের মৃত্যু, নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল

কালিয়াচকের নার্সিংহোম পরীক্ষা না করেই অন্তঃসত্ত্বাকে সিজার করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারফলে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় মায়ের। পরে শিশুও মারা যায়। প্রশাসন এ নিয়ে তদন্ত করে। তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই নার্সিংহোমের সিই লাইসেন্স বাতিল হচ্ছে।

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩০ জুন : প্রসবের পরই মৃত্যু হয়েছিল মায়ের। তিনদিনের মাথায় প্রাণ হারিয়েছিল সদ্যোজাত শিশুও। এই ঘটনায় কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছিলেন ঝাড়খণ্ডের এক বাসিন্দা। অবশেষে ওই নার্সিংহোমের সিই (ক্লিনিকাল এস্টাবলিশমেন্ট) লাইসেন্স বাতিল বা সাসপেন্ড করার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে নির্দেশ দিল জেলা প্রশাসন। ওই নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

গত ১৫ জুন ঝাড়খণ্ডের মির্জাপুরের বাসিন্দা মিজান শেখ কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসায় গাফিলতিতে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, গত ১২ জুন তিনি স্ত্রী ফুলটুসি খাতুনকে নিয়ে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করতে আসছিলেন। এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক তাঁকে ভুল বুঝিয়ে কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেদিন রাতেই সিজারে ফুলটুসি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কোনও পরীক্ষা না করেই খুব অল্প সময়ে সিজার করে। রাতেই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁর ছেলেকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করতে বলে। সেই পরামর্শমতো তিনি ছেলেকে মেডিকেলে ভর্তি করেন। পরদিন সকালে নার্সিংহোমে ফিরে যেতেই তিনি দেখেন, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁর স্ত্রীর দেহ অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দিয়েছে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর কোনও নথিপত্রও নার্সিংহোমের তরফে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তুলেছিলেন তিনি।

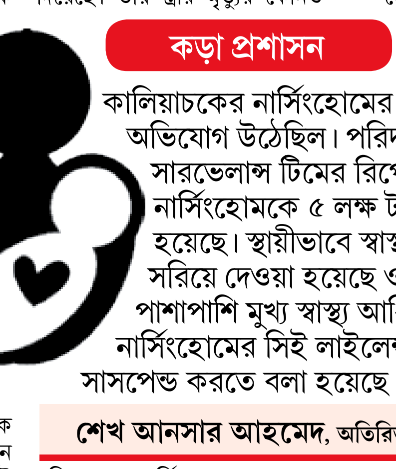

কড়া প্রশাসন

কালিয়াচকের নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। পরিদর্শনের পর ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের রিপোর্ট অনুযায়ী ওই নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যসাথী তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই নার্সিংহোমকে। পাশাপাশি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ওই নার্সিংহোমের সিই লাইলেন্স বাতিল অথবা সাসপেন্ড করতে বলা হয়েছে।

শেখ আনসার আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা শাসক

সেই সময় নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, জন্ম হওয়ার পর থেকে বাচ্চার শারীরিক অবস্থা ভালো না থাকায় রাতেই শিশুকে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়েছিল। সকালে মহিলার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকেও মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছিল। নার্সিংহোমে ওই মহিলার মৃত্যু হয়নি। নথিপত্র না দেওয়ার অভিযোগও পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে কর্তৃপক্ষের তরফে দাবি করা হয়েছিল।

ঝাড়খণ্ডের ওই বাসিন্দার অভিযোগের ভিত্তিতে পরদিনই কালিয়াচকের ওই নার্সিংহোমে হানা দেয় ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিম। তদন্তে একাধিক গাফিলতি নজরে আসে ওই প্রতিনিধিদলের সদস্যদের। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ভর্তি হওয়া রোগীদের নথিপত্রেও একাধিক গরমিল ধরা পড়ে। ওই টিমের রিপোর্টের ভিত্তিতে শুনানিতে ডাকা হয় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে।

অবশেষে ওই নার্সিংহোমকে জরিমানা করে সিই লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক। অতিরিক্ত জেলা শাসক শেখ আনসার আহমেদ বলেন, 'স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে আমরা কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করছি না। কালিয়াচকের একটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। পরিদর্শনের পর ডিস্ট্রিক্ট সারভেলান্স টিমের রিপোর্ট ও নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী ওই নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যসাথী তালিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই নার্সিংহোমকে। পাশাপাশি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে ওই নার্সিংহোমের সিই লাইলেন্স বাতিল অথবা সাসপেন্ড করতে বলা হয়েছে।'

নাবালিকা উদ্ধার : কুমারগঞ্জ থানার তৎপরতায় মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ নাবালিকা। ১৪ বছর বয়সি ওই নাবালিকা গত ৯ জুন কুমারগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তদন্তে জানা যায় ওই নাবালিকা পুনেতে আছে। এরপর মহিলা পুলিশ সহ চার সদস্যের একটি টিম পুনে পৌঁছে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী এবং সংযোজনী

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং (**০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত**) এবং নন-ইন্টারলকিং (**০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত**) কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, **১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫)** আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি-দমদম জং. হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। অন্যান্য সকল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যাত্রীগণকে স্টেশনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
Chhabbisay, Darjeeling, West Bengal - 734214

WALK-IN-INTERVIEW

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhabbisay, Darjeeling (West Bengal) invites application (from Female candidates only) for walk in interview for the post of Matron on contract basis on session 2025-26.

SI.NO.	Job Responsibility & Eligibility Criteria
1	Educational Qualification of Minimum Class X (Higher Education Preferred)
2	**No. of Post-01(One)**
3	Married Female, which includes windows or divorces with encumbrances
4	Age between 35 to 55 as on the date of interview
5	Minimum wages rate of Govt. (Unskilled)
6	Free boarding and lodging with girls students and Medical facilities available in the M.I. Room of the Vidyalaya
7	The matron will have to reside with the girls students in the dormitory
8	The tenure of contract appointment shall be for a period of **10 Months**

Interested candidates should report for the walk-in-interview on **09.07.2025 at 10:00 A.M.** with relevant original documents as well as one set of self attested copy at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhabbisay, Mirik, Darjeeling (W.B). Helpline No: 8918467983, 8016494381

Sd/-
PRINCIPAL

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ ৭ শ্রমিকের পরিবার

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩০ জুন : দিল্লি পুলিশের হাতে ৫ দিন আগে আটক হয়েছিলেন সাবেক ছিটমহলের ৭ জন বাসিন্দা। তাঁরা দিল্লিতে কাজের সূত্রে গিয়েছিলেন। এখনও ফেরেননি কেউ। দিশেহারা অবস্থায় আটকদের পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসন, কারও কোনও হেলদোল নেই। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র আবার বলছেন, 'দিল্লির শালিমার বাগ থানার স্টেশন হেড অফিসারের অফিশিয়াল নম্বরে আটক হওয়া বাসিন্দাদের সমস্ত বৈধ কাগজপত্রের ছবি পাঠিয়ে এসএমএস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়াই পাওয়া যায়নি।' এবার পরিবারের সদস্যরা চাইছেন বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করুন। সোমবার এবিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে একটি দাবিপত্রও দেন আটক হওয়া পরিবারের সদস্যরা।

আসমা খাতুন নামে এক পরিবারের সদস্য বলেন, 'ভাই গত পাঁচদিন থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক। দিনহাটা থানার পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। এখানেও দাবিপত্র দিতে এসে সেই একই কথা শুনলাম। কিন্তু, আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখুন। যাতে আমার ভাই সহ বাকি যারা আটক রয়েছে সকলে দ্রুত মুক্তি পেয়ে যায়।' আরেক আটক সামসুল হকের স্ত্রী আজিনা বেগম মহকুমা শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, 'কী করে আশ্বস্ত হব? আজ পাঁচদিন হয়ে গেল কাউকে ছাড়া হল না। তাই আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন। এবং সকলকে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।' এদিন সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের সঙ্গে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়েছিলেন দিনহাটা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুমা খাসনবিশও।

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরি অবশ্য এদিন বলেন, 'আমরা বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।' এদিন দিল্লিতে আটক শ্রমিকদের প্রসঙ্গে উওরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'বিষয়টি নবান্নে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও কথা হয়েছে।'

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিচ্ছেন আটক শ্রমিকের আত্মীয়রা।

> ভাই গত পাঁচদিন থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক। দিনহাটা থানার পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখুন।
>
> **আসমা খাতুন** পরিবারের সদস্য

শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্য

দলনেতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন কর্নেল রজনীশ যোশি।

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন ১২ জন পর্বতারোহী। তাঁদের মধ্যে কেউ নতুন, আবার কেউ অভিজ্ঞ। পেশা বা অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন সকলের লক্ষ্য এক। ভারতের পতাকা নিয়ে শৃঙ্গ জয় করা। সোমবার জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে এই সফরের উত্তরবঙ্গের দলনেতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্নেল রজনীশ যোশি। ২০,৯৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পোলোগংকা শৃঙ্গে দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানোর আশা নিয়ে মঙ্গলবার দলটি রওনা দেবে।

সোমবার কর্নেল রজনীশ সকল পর্বতারোহীদের সফল অভিযানের জন্য শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই অভিযানের কনভেনার সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের কর্মকর্তারা।

সাবিনার অস্ত্রোপচার

কালিয়াচক, ৩০ জুন : সোমবার দুপুরে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা সেচ, জলপথ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের অপারেশন হয়েছে। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। দুপুর দুটো নাগাদ তাঁর সফল অস্ত্রোপচার হয়। তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। গত ২৫ জুন প্রেশার, হিমোগ্লোবিনের সমস্যা ও কিছু গাইনিকলজিক্যাল সমস্যার কারণে তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ২৭ জুন তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল কলকাতায়। প্রথমে পিজিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সাবিনার স্বামী নিলাম শেখ বলেন, 'অস্ত্রোপচার হয়েছে। সকলের দোয়ায় উনি সুস্থ আছেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

eNIT NO :- 03/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 534/WBSRDA/DD, Dated : 20.06.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No :- 03/WBSRDA/DD/2025-26 (1ST Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION) on 30.06.2025 at 16.00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. : ৮৪ তারিখ: ২৭.০৬.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. : ৮৪-এমএলডিটি -২৫-২৬; স্থান সহ কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার /I/মালদার অধিক্ষেত্রে এইএন/মালদার অধীনে আইজিওটি ট্রেনিং সেন্টার তথা কমপিউটারভিত্তিক পরীক্ষা-কেন্দ্র সম্পর্কিত সিভিল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,৫৬,৫২,২৮৩.৪৬ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২১.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩.০০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/ মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিগুলি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-104/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় ড্রাইভার চাই। M : 90919 17122. (C/116863)

●

Job Opening for School in Gangtok, 1. PE Teacher Male/ Female). 2. Music Teacher (Keyboard/Drums). 3. Phonics Teacher. 4. Pre-Primary Teacher. 5. Site Incharge. 6. Dance Teacher. Email : sakhaacademicfoundation@gmail.com (C/116863)

●

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন ১৩০০০/- ইন্সেনটিভ,কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা, 8th পাশ। Ph: 8250106017. (C/116862)

●

Siliguri-তে Courier Service-এ Official কাজের জন্য Computer জানা লোক চাই। Cont- 9832061242. (C/117250)

●

A Computer Tally knowing English Medium background Female Teacher is required. Contact : 9434075541. (C/113535)

●

শিলিগুড়ি সেবক রোডে মল-এর পার্কিং-এর জন্য দিনের গার্ড চাই। স্যালারি-10,800/- এবং দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্লাট-এর জন্য নাইটগার্ড চাই-9933119446. (C/117251)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No.338/13-14/NT)-এ আমার নাম ভুল থাকায় ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমি Arati Sarkar থেকে Aroti Sarkar হলাম। (C/117014)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
(ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B++)

Applications are invited within 7 days from the date of publication of this advertisement from eligible candidates for the post of Project Fellow (Junior)-I in UGC-DAE CSR project under the supervision of Dr. Swamendu Roy, Department of Botany, University of North Bengal. For details, visit www.nbu.ac.in

Advt. No. 12/R-2025 Joint Registrar
Dated : 01.07.2025

কলকাতা লিগে দলগাঁওয়ের উত্তম

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : ছোটবেলায় দাদার হাত ধরে প্রথম মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া শুরু। দাদা নিজেও ফুটবলার। মাঠের ধারে বসে দাদার অনুশীলন খুব মনোযোগ সহকারে দেখত সে। তখন থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইনের বাসিন্দা উত্তম কুজুরের। সেখান থেকে বর্তমানে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে সাদার্ন সমিতির প্রতিনিধিত্ব। এই কাহিনী হয়তো রূপকথাকেও হার মানাবে। ইতিমধ্যে ওই দলের হয়ে একটি ম্যাচও খেলে ফেলেছে সে। এর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলার অনেকেই কলকাতা ফুটবল লিগে খেলে সুনাম অর্জন করেছে। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে উঠে এসে এই জায়গায় পৌঁছানোয় জেলায় ফুটবলের সংগঠক থেকে শুরু করে ফুটবলার, পরিবারপরিজন সকলেই খুবই খুশি

এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দাদা-বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে খেলতে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে ফুটবলে ভর্তি হয়। সেখানে ১-২ বছর খেলার পর ডিটিওয়াইডিএফ-এ যোগদান। এরপর জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি ট্রায়ালে সুযোগ পেয়ে যায় উত্তম। এরপর সাইয়ের হয়ে খেলো ইন্ডিয়া ও সুব্রত কাপে খেলে শুনাম অর্জন করে। আবার সেই সময় অনূর্ধ্ব-১৭ ন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্টেও সাইয়ের হয়ে খেলার সুযোগ পায়। সেখানে ভালো পারফরম্যান্স করে সকলের নজর কাড়েন। তারপর, কেরল ফুটবল লিগেও একটি ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তারপরই এক মাস আগে কলকাতার সাদার্ন সমিতিতে ট্রায়াল দিয়ে সুযোগ। মিডফিল্ডার উত্তমের স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলা। সে টনি ক্রুজ এবং মদ্রিচের ভক্ত। দিনে পাঁচ ঘণ্টা নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখে।

উত্তমের বাবা আলোক কুজুর ও মা পুনম কুজুর পেশায় চা শ্রমিক। দাদা আশিস ফুটবলার। সে জানায়, ভাই খুব ভালো খেলছে, খুবই মনোযোগী। ও আরও এগিয়ে যাক, আমরা ওর পাশে আছি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'খুবই ভালো খবর। ওকে দেখে ফুটবল শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে। ওর ফুটবল ক্যারিয়ার সফল হোক।'

আইএমএ'র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত চিকিৎসক নেতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : যাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এত বিরোধ, রাস্তায় নেমে আন্দোলন, কনভেনশন ডেকে সমূলে উপড়ে ফেলার হুংকার, সেই ডাঃ সুশান্ত রায়কে নিয়েই রবিবার ডক্টরস ডে পালন করল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখা। যা নিয়ে আইএমএ-র সদস্য চিকিৎসকদের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা, আরজি কর মামলায় জেরার মুখে পড়া এই চিকিৎসককে কেন সংগঠনের কর্মসূচিতে ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাঃ সুশান্ত রায়কে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি। আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন বলেন, 'সুশান্ত রায়ের উপস্থিতি নিয়ে আমি কিছু জানতাম না। তাঁকে আমন্ত্রণের বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। এবিষয়ে সংগঠনের সভাপতি বলতে পারবেন।'

আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা বলেন, 'সুশান্ত রায়কে আমরা আমন্ত্রণ করিনি। তিনি তো রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি। সেই হিসাবে খবর পেয়ে হয়তো এসেছেন। এটা নিয়ে বিতর্কের কী আছে?' সুশান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমন্ত্রণ পেয়েই শিলিগুড়ির ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।'

অভিযোগ, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জাঁকিয়ে বসেছিল উত্তরবঙ্গ লবি। চিকিৎসকদের পোস্টিং থেকে শুরু করে ডাক্তারি পরীক্ষার প্রায় পুরোটারই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছিল এই গোষ্ঠী। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলেরও দখল এই গোষ্ঠীর হাতেই রয়েছে। গতবছর আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ে বেশ চর্চা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এই গোষ্ঠীর একাধিক কর্তাব্যক্তি ঘটনার পরের দিন সকালেই ওই মেডিকেল কলেজে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে। উত্তরবঙ্গ লবিকে সমূলে উপড়ে ফেলার দাবি উঠেছে। এই দাবিগুলি নিয়ে লাগাতার রাস্তায় থেকেছেন চিকিৎসকরাও। শিলিগুড়িতেও রাতের পর রাত মিছিল, পথসভা, কনভেনশন করেছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি ছিল, শুধু আরজি করের ঘটনার বিচার নয়, উত্তরবঙ্গ লবির মাথা সহ পুরো টিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিলিগুড়িতে যে চিকিৎসকরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আইএমএ-র বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বই রয়েছে।

অথচ এই নেতৃত্বের আয়োজনে রবিবার অনুষ্ঠিত ডক্টরস ডে-র অনুষ্ঠানে ডাঃ সুশান্ত রায়ের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রবিবার সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে অন্যান্য কর্মসূচি, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শ্রুতিনাটক চলাকালীন আচমকা সেখানে সুশান্ত-র প্রবেশ ঘটে। আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা সহ অন্যরা আলাদা সোফা এনে তাঁকে বসতে দেন। পরে মঞ্চে তুলে তাঁর হাত দিয়ে শ্রুতিনাটকে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের হাতে পুষ্পস্তবকও তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সুশান্ত কীভাবে সেখানে এলেন, তা নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলেই ফিশফাশ শুরু হয়ে যায়। তিনি ফিরে যাওয়ার পর কমিটির নেতৃত্বকে চেপে ধরেন একাধিক চিকিৎসক।

আইএমএ-র বক্তব্য, এই অনুষ্ঠান বিশেষ করে সিএমই করা হলে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে জানাতে হয়। কেননা সংগঠনেরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ক্রেডিট পয়েন্ট এই মেডিকেল কাউন্সিলই দেয়। ফলে সিএমইগুলিতে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে একজন পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। কিন্তু সেটা সিএমই-র জন্যই। সুশান্ত রায় রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক হিসাবে এলে সিএমইতে আসতে পারতেন। এই ঘটনার পিছনে চিকিৎসকদের একাংশ আইএমএ-র রাজ্য শাখার আগামী নির্বাচনের ঘুঁটি সাজানোর অঙ্ক খুঁজতে শুরু করেছেন।

উঠছে প্রশ্ন

- আরজি কর মামলায় জেরার মুখে পড়া এই চিকিৎসককে কেন সংগঠনের কর্মসূচিতে ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
- আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাঃ সুশান্ত রায়কে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি

NIT NO-DDP/N-12/2025-26

e-Tenders for 07 (Seven) nos. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-12/2025-26 is 07.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NIT NO-DDP/N-14/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-14/2025-26 is 08/07/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-09 of 20254-26 SL No- 1,6,7,9 & 12

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-09 of 20254-26 SL No- 1, 6, 7, 9 & 12 Closing date extended upto 04/07/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR,
POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR - 736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
Admission Notice for Class XI & XII Science

Date : 30/06/2025

All concerned are informed that some seats are vacant in **class 11th & 12th Science.** For **Class 11,** all interested and eligible candidates from all service categories and for **Class 12,** the children studying in **CBSE board** of parents belonging to service **Category 1 and 2 (Central Government Employees)** can submit their applications to the Admission dept. between **09.00 am to 11.00 am** from **30/06/2025 to 30/07/2025.**

For more information please visit the school website - **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**

Or you can call this number : **03582291709**

Principal

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভাগিনী, দুপুর ২.০০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ আক্রোশ, ১.০০ তিন ইয়ারি কথা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ অন্নদাতা, দুপুর ১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৩.৪৫ বাংলার বধূ, সন্ধে ৭.১০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.২৫ অন্ধ বিচার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমাবদ্ধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৫ অখণ্ড, দুপুর ১.৫০ জানোয়ার, বিকেল ৫.১৫ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি ৭৮৬

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২৪ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়েডিং, বিকেল ৩.০৭ মিউন, ৫.৫৬ পেনেলোপ, সন্ধে ৭.২৪ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, রাত ১০.৩৪ বিগ মমাজ হাউস-টু

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৭ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৩.২৭ চাইল্ডস প্লে, সন্ধে ৬.৫৩ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, রাত ৯.৪৬ ইভিল ডেড, ১১.০৩ রেড ডন

সীমাবদ্ধ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ভালোবাসি তোমাকে
বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে **স্প্যানিশ ব্রেকফাস্ট** তৈরি শেখাবেন ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস। রাঁধুনি দুপুর **১.৩০ আকাশ আট**

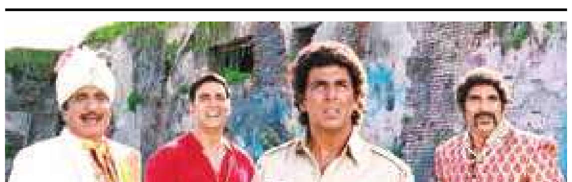

খিলাড়ি ৭৮৬ রাত ১০.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১০ আষাঢ়, ১ জুলাই ২০২৫, ১৬ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় সুদি, ৫ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।২৮। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১১।৩৮। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।২৮। তৈতিলকরণ দিবা ১২।২৮ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১১।৩৮ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৬।৩ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১১।৩৮ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।২৮ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১২।২৮ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৯ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গতে ৯।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রাস্তার বারবার শিলান্যাসে প্রশ্ন

কুমারগঞ্জে উদয়ন গুহর সফর ঘিরে চর্চা

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ৩০ জুন : এর আগে দু'বার শিলান্যাস হয়েছে কুমারগঞ্জের একটি রাস্তার। তবে এখনও সেই রাস্তার কাজ শেষ হয়নি। তবে অবাক করা বিষয় হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ফের একবার ওই অসম্পূর্ণ রাস্তার শিলান্যাস করতে চলেছেন। ২ জুলাই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকে আসছেন উদয়ন। তাঁর সফর ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রশাসনিক মহলে। সেসময় তিনি কুমারগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত প্রায় বারোটি রাস্তার মধ্যে কয়েকটির শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করবেন বলে জানা গিয়েছে। একই মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি তিনি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

কুমারগঞ্জের এই রাস্তা নিয়ে বিতর্ক।

এখনও কাজ বাকি, তবে ফের মন্ত্রীর সফরের দিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে

কোথায় বিতর্ক

- ছয় বছর আগে প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়
- সেসময় প্রথম শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়েছিল ঘটা করে
- এরপর মাঝপথে ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে চলে যান
- চলতি বছরের শুরুতে নতুন টেন্ডারের মাধ্যমে শুরু হয় কাজ
- তখন একবার শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়

তবে গোটা সফরের কেন্দ্রে এখন কুমারগঞ্জের দিওর থেকে ঝাড়া প্রায় ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ ওই রাস্তা। ফলে একই রাস্তার তৃতীয়বার শিলান্যাসের আয়োজন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নেতা মানস সরকারের কথায়, 'মেলা আর খেলা দিয়ে ভাঁওতাবাজি চলছে। নয়তো একই রাস্তার তিনটি অনুষ্ঠান হয়? এখনও অর্ধেক কাজ বাকি!' যদিও তৃণমূল বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল বলেন, 'মন্ত্রী শুধু ওই একটি রাস্তার অনুষ্ঠান করতে আসছেন না। গোটা বিধানসভার দশ-বারোটি রাস্তার শিলান্যাস-উদ্বোধন করবেন। আমি আরও কিছু নতুন প্রস্তাব তাঁকে দেব। সরকার প্রচুর কাজ করছে।'

প্রায় ছয় বছর আগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আওতায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দে শুরু হয়েছিল ওই পাকা রাস্তা তৈরির কাজ। সেসময় প্রথম শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়েছিল ঘটা করে। এরপর মাঝপথে ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে চলে যান। রাস্তার পাথর ছড়ানো এবড়োখেবড়ো পথে চলাচলে গত ছয় বছরে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছিল বাসিন্দাদের। এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি 'দিদিকে বলো'-তেও বারবার সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

শেষমেশ চলতি বছরের শুরুতে নতুন টেন্ডারের মাধ্যমে আবার শুরু হয় কাজ। তখন ফের একবার শিলান্যাস অনুষ্ঠান হয়। বর্তমানে ওই রাস্তায় দিওর বাজার থেকে সরঞ্জাবাড়ি পর্যন্ত তিন কিলোমিটার অংশের কাজ শেষ হলেও বাকি তিন কিলোমিটার অর্থাৎ গোয়ালকুড়ি থেকে মাস্টারপাড়া হয়ে ঝাড়া স্কুল পর্যন্ত এখনও অসম্পূর্ণ। ঠিক এই অবস্থাতেই মন্ত্রীর সফরের দিন ফের একবার শিলান্যাস অনুষ্ঠান ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এতেই জোর চর্চা চলছে।

সিপিএমের জেলা নেতা মোফাজ্জল হোসেনও তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। আর তারও সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা ব্লক কুমারগঞ্জ। এখানকার মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষ এর জবাব দেবে।'

এখন দেখার বিষয়, তৃতীয়বারের শিলান্যাস বিতর্কের আবহে প্রশাসনিক এই সফর উন্নয়নের বার্তা বয়ে আনে, নাকি রাজনৈতিক তর্জায় তীব্র হয় প্রশ্নের ঝড়।

জাল লটারি সহ গ্রেপ্তার ৩

হরিরামপুর, ৩০ জুন : রবিবার গভীররাতে জাল লটারি টিকিট সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত হওয়া জাল লটারি টিকিটের বাজারমূল্য চার হাজার টাকা। ধৃতরা হলেন হরিরামপুর থানার মুষন গ্রামের জয়ন্ত রায় ও কালিয়াগঞ্জ থানার ফরিদপুর এলাকার ভোলা রায় ও অমরজিৎ সরকার। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ অভিযান চালিয়ে একটি বড় গাড়ি থেকে ওই জাল টিকিট বাজেয়াপ্ত করে হরিরামপুর থানার পুলিশ। সঙ্গে ল্যাপটপ, কিবোর্ড এবং নোটবুকও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সোমবার তিনজনকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

যাত্রী প্রতীক্ষালয় নেই স্ট্যান্ডে

সামসী, ৩০ জুন : সামসীর পার্শ্ববর্তী ভগবানপুরের বাস স্ট্যান্ড এখন যাত্রী প্রতীক্ষালয়হীন। একসময় প্রতীক্ষালয় ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে গাজোল-সামসীর মাঝে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের সময় যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি ভাঙা পড়ে। তারপর ভগবানপুর বাস স্ট্যান্ডে নতুন করে যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মিত হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সেখানে প্রতীক্ষালয় তৈরি করা হোক। সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনীষা দাস বলেন, 'যদি জায়গা পাই, তাহলে যাত্রী প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করার বিষয়টি ভাবা হবে।' ফলে বিষয়টি যে অনিশ্চিত, তা পরিষ্কার।

নববধূর রহস্যমৃত্যু

তপন, ৩০ জুন : তপন ব্লকের চন্দ্রাইল গ্রামে সোমবার সকালে এক নববিবাহিতার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ল এলাকায়। মৃতের নাম পলি সরকার (২৬)। ২৭ দিন আগেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল গঙ্গারামপুর ব্লকের কাটাবাড়ির এক তরুণের সঙ্গে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে পলি বাপের বাড়িতে এসেছিলেন। এদিন সকালে পলিকে ঘরের ভিতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন পলি। সেই অবসাদ থেকে এই কঠিন পদক্ষেপ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তপন থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধার মৃত্যু

বালুরঘাট, ৩০ জুন : অগ্নিদগ্ধ এক গৃহবধূর মৃত্যু হল। রিম্পা কর্মকার (২৮) নামে ওই মহিলা হিলি থানার বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়াতের তিওর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। জামাইষষ্ঠীর দু'দিন আগে নিজের বাড়িতে রান্না করতে গিয়ে তিনি অগ্নিদগ্ধ হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বালুরঘাট জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রায় এক মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার গভীর রাতে তিনি সেখানে মারা যান। মৃতার আত্মীয় অতীন কর্মকার জানান, রান্নাঘরে আগে থেকেই গ্যাস লিক করছিল। ওই মহিলা বুঝতে পারেননি। ওভেন জ্বালাতে গেলে তাঁর গায়ে আগুন লেগে যায়।

ভয়ে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরছেন অনেকে

ছাড়া পেলেন ১৯ পরিযায়ী শ্রমিক

কল্লোল মজুমদার ও সৌরভকুমার মিশ্র

মালদা ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ জুন : টানা ৭ দিন পর অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে হরিশ্চন্দ্রপুরের ১৯ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। সোমবার মালদা জেলা প্রশাসনের তরফে ওড়িশায় আটকে থাকা শ্রমিকদের ভারতীয় নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র ওই রাজ্যের প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়। এদিন বিকেলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'জেলা প্রশাসনের তরফে ওড়িশা প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় নথি পাঠানো হয়েছে। আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন।'

মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করতে যান। সেই সংখ্যাটা প্রায় ১০ লক্ষের কাছাকাছি। কিছুদিন আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালগাছি, ভৈরবপুর, মোহনপুর সহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু শ্রমিক ওড়িশায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ৭ দিন আগে হঠাৎই তাঁদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে আটক করা হয়। যদিও কয়েকজন পালিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু ধরা পড়ে যান ১৯ জন শ্রমিক। অভিযোগ, জেল হেপাজতে না রেখে সংশোধনাগারের পাশে একটি পরিত্যক্ত সরকারি আবাসনে থাকতে দেওয়া হয় তাঁদের। সিটুর জেলা সম্পাদক দেবজ্যোতি সিনহার দাবি, 'ওই বাড়িটি কার্যত অলিখিত ডিটেনশন ক্যাম্প। আমাদের প্রশ্ন, কেন পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি এই অবিচার?

> জেলা প্রশাসনের তরফে ওড়িশা প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় নথি পাঠানো হয়েছে। আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন।
>
> **নীতিন সিংহানিয়া**
> জেলা শাসক, মালদা

ওড়িশায় আমাদের সংগঠনের তরফে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করে আটকে রাখা শ্রমিকদের মুক্তির দাবি করা হয়েছিল। এব্যাপারে আমাদের দলের নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছেন।'

এর আগেও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তরফে ওড়িশা প্রশাসনের কাছে আটকে থাকা শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় নথি পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ওড়িশা প্রশাসন সেই নথি মানতে রাজি হয়নি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিজিয়া সুলতান বলেন, 'ওড়িশায় আটকে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে ত্রাণসামগ্রী এবং রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে।' এদিকে, ওই ঘটনার পর বহু শ্রমিক ভয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। অনেকে জিনিসপত্র সেখানেই রেখে এসেছেন। ইতিমধ্যে ১০০ থেকে ১৫০ জন ফিরে এসেছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। শ্রমিকরা জানিয়েছেন, ওই ভবন করোনার সময় কোয়ারান্টিন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হত। ফিরে আসা এক শ্রমিক নুরুল ইসলাম বলেন, 'আমি কটকের অন্য একটি জায়গায় থাকতাম। যখনই আমি এই খবর জানতে পারি যে আমার গ্রামের ১৯ জনকে আটকে থানায় নিয়ে গিয়েছে, আর বিলম্ব করিনি। লুকিয়ে রেলস্টেশনে এসে জেনারেল টিকিট কেটেই ট্রেনে চড়ি। আমার মতো অনেকেই এইভাবে বাড়ি ফিরেছে।'

দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বারংবার মালদা ও মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই নিয়ে আমরা আন্দোলনে নামছি।'

পুড়ে ছাই পাঁচটি বাড়ি

সামসী, ৩০ জুন : সোমবার বিকেলে চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতমুনি গ্রামে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পাঁচটি বাড়ি। মহানন্দা নদীর ওপারে অবস্থিত ওই গ্রামে যাওয়ার জন্য নদীর ওপর সেতু নেই। তাই এদিন চাঁচল থেকে দমকল পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ থেকে দমকলবাহিনী রওনা দিলেও গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় ততক্ষণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বাসিন্দা আবদুল হকের বাড়িতে শর্টসার্কিট থেকে আগুন ছড়ায়। এরপরই গ্রামবাসীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী বলেন, 'জোতমুনি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হবে।' এদিকে, জোতমুনি গ্রামের পশ্চিমে রয়েছে মহানন্দা। সেতু না থাকায় চাঁচল দমকলবাহিনী পৌঁছানো কখনোই সম্ভব নয়। তাই এলাকার বাসিন্দারা মহানন্দা নদীতে সেতুর দাবি জানিয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। জোতমুনি গ্রামে।

বাঁশ কাটায় বাধা দিয়ে খুন মহিলা, ধৃত তিন

সামসী, ৩০ জুন : জমি বিবাদে বাঁশ কাটায় বাধা দিয়ে খুন হতে হয়েছিল এক আদিবাসী মহিলাকে। ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করল চাঁচল থানার পুলিশ। অভিযুক্ত বাকিদের খোঁজেও পুলিশি তল্লাশি চলছে। চাঁচল-২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চোড়লমুনি (লম্বা টোলা) গ্রামে গত বুধবার জমি বিবাদে দুইপক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। ঘটনায় মৃত্যু হয় দুলহান বাস্কের (৫৫)। জখম হন আরও দুজন। ওই ঘটনায় গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগিয়াপাড়ার মুন্সি মুর্মু, বিহারের হানজু মার্ডি ও মুন্সি মার্ডিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

দু'পক্ষের মধ্যে জমি বিবাদ দীর্ঘদিনের। জানা গিয়েছে, ওইদিন বাঁশ কাটাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। মৃতার জামাইবাবু পবন সোরেন পুলিশে যে অভিযোগ দায়ের করেছেন, তাতেও বাঁশ কাটার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বুধবার সকালে তাঁর বাড়ির পাশের বাঁশ বাগানে কয়েকজন মিলে বাঁশ কাটছিলেন। প্রত্যেকের হাতে দা, লোহার রড, হাঁসুয়া, বল্লম ছিল। তাঁর বাগানের বাঁশ কাটায় তিনি বাধা দেন। বাধা দিতে এগিয়ে যান তাঁর স্ত্রী রূপনি বাস্কে ও শ্যালিকা দুলহান বাস্কে। তাঁরা বাঁশ কাটতে নিষেধ করেন। বাঁশ কাটতে বাধা দিলেই তাঁদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন সোনেলাল, হানজুরা। প্রচুর মারধরও করা হয় তাঁদের। তাঁরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলে তিনজনকে অজ্ঞান হয়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক দুলহানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার পরই গা-ঢাকা দেন অভিযুক্তরা। এদিকে, কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ১১ জনের বিরুদ্ধে চাঁচল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পবন। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই মৃত দুলহানের বাপের বাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়। দুলহানের বোন রূপনি জানান, ওইদিন তাঁর পিসির ছেলে মুন্সি, সোনেলাল, শিবা মুর্মু, বিটিও মুর্মুরা ধারালো অস্ত্র সহ দলবল নিয়ে হাজির হন। জমি দখলের জন্য তাঁদের প্রত্যেককে খুন করার চেষ্টা করা হয়।

শিশুদের নিম্নমানের খাবার, বিক্ষোভ

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ৩০ জুন : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নিয়ে বিস্তর অভিযোগ। কেউ বলছেন নিয়মিত খোলা হয় না কেন্দ্র। আবার অনেকে বলছেন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয় শিশুদের। আর পড়াশোনা তো একেবারে লাটে উঠেছে। বারবার বিষয়টি বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজলিঘাট এলাকার ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণিকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে সোমবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারী মিলন প্রামাণিকের কথায়, 'অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না করা হয়। সরকারি নিয়ম মেনে, কোনও খাবার পরিবেশন করা হয় না। অন্যান্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যেভাবে চলছে, সেভাবে এই কেন্দ্রটি যাতে চলে সেই দাবি জানাচ্ছি।'

এদিন বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও ব্লকের সিডিপিও। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে পরে তাঁরা বিক্ষোভ তুলে নেন।

গঙ্গারামপুর ব্লকের সিডিপিও শাহীন খন্দকার বলেন, 'এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারের গুণগত মান নিয়ে গ্রামবাসীরা কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মূলত সহায়িকা না থাকার কারণে মূল সমস্যা তৈরি হয়েছে। সহায়িকা নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে, ফলপ্রকাশ হয়নি। আশা করছি দ্রুত নিয়োগ হলে এই সমস্যার সমাধান হবে।' গঙ্গারামপুর ব্লকের ২/১ বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজলিঘাট এলাকার স্থানীয় একটি ভাড়াবাড়িতে চলছে অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রটি। গত প্রায় তিন বছর আগে কেন্দ্রের সহায়িকা চলে যাওয়ার পর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত দিদিমণি ঠিকমতো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি পরিচালনা করছেন না বলে অভিযোগ। অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, সরকারি নিয়মকে উপেক্ষা করে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। এমনকি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি ঠিকমতো আসেন না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ঝর্ণা প্রামাণিক। তাঁর কথায়, 'পাঁচ-সাতদিন পরপর আসেন দিদিমণি। কখনও কাঁচা খাবার, কখনও পোকাযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। পড়াশোনা, খেলাধুলা কিছুই হয় না সেখানে।' এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বাসিন্দারা। দ্রুত এই পরিস্থিতির বদল চাইছেন তাঁরা। যদিও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমণি রেবা মণ্ডল রায় বলেন, 'অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব কোনও ঘর নেই। ভাড়াবাড়িতে কেন্দ্রটি চলছে। ফলে আমরা যেমন বাড়ি পেয়েছি, তেমন জায়গাতেই রান্নাবাড়ি করতে হচ্ছে। সহায়িকা চলে যাওয়ার পর অস্থায়ী সহায়িকাকে দিয়ে প্রতিদিন খাবার রান্না করা হয়। কোনওদিন অসুস্থতার জন্য না আসতে পারলে, পরদিন সমস্ত খাবার শিশুদের দেওয়া হয়।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাইরে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

মাদক সহ ধৃত

মালদা, ৩০ জুন : ব্রাউন সুগার সহ এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতকে সোমবার ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ধৃতের নাম আলম (৩৮)। বাড়ি কালিয়াচকের উত্তর দারিয়াপুরে। গত রবিবার ইংরেজবাজারের বাধাপুকুর এলাকায় নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় আলমের হেপাজত থেকে আটটি প্যাকেট উদ্ধার হয় এবং সেসব প্যাকেট থেকে মোট ৮১৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকা। ধৃত ব্যক্তি ব্রাউন সুগার কালিয়াচক থেকে ডালখোলার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

নিয়োগ দাবি

বালুরঘাট, ৩০ জুন : দ্রুত নিয়োগের দাবিতে বালুরঘাট শহরে ফের আন্দোলনে নামলেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সোমবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের রঘুনাথপুর থেকে মিছিল শুরু হয়ে ডিআই অফিসের দিকে যায়। এদিন ডিআইয়ের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের ডাকে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি স্মারকলিপিও দেন তাঁরা। এদিন যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশের দাবির পাশপাশি উচ্চ আদালতে মামলা চলাকালীন ওবিসি প্রার্থীদের বাদ দিয়েই নোটিফিকেশন এবং ফর্ম পূরণের বিরোধিতাও করেন।

সারাই হয়নি পাইপ

সামসী, ৩০ জুন : সময় পেরিয়ে গিয়েছে ৯ মাস। কিন্তু পানীয় জল সরবরাহ পাইপের ফুটো মেরামত করেনি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর। ফলে পানের জল প্রবাহিত হচ্ছে রাস্তায়। জমা জলে দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এমন ঘটনা সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের ছবিলপাড়ায়। পরিস্থিতির পরিবর্তনে স্থানীয় প্রশাসন কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও।

জল সংরক্ষণ নিয়ে সর্বত্র যখন সচেতনতা গড়ে তোলায় জোর দেওয়া হয়েছে, তখন জীবনের জল ভেসে যায় রাস্তায়, সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতে। যে কারণে ছবিলপাড়া মহামায়া মন্দির থেকে মোস্তফা ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত, প্রায় দুশো মিটার রাস্তায় জল জমে রয়েছে টানা ৯ মাস ধরে। স্থানীয় বাসিন্দা ভজন চক্রবর্তী বলেন, 'রাস্তার পাশেই জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের প্রকল্প রয়েছে। এখানকার পাইপ ফুটো হয়ে যাওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রশাসনকে বলার পরেও ফুটো পাইপ মেরামতের কোনও বালাই নেই প্রশাসনের।' রাস্তায় জল জমে থাকায় পথ চলতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণকে। রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো বলেন, 'ছবিলপাড়া গ্রামের পিএইচই প্রকল্পের ফুটো পাইপ মেরামতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। ড্রেন সংস্কারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেওয়া হবে।'

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretarywbbpe.ptti@gmail.com / Website: https://wbbpe.wb.gov.in

No. 433/WBBPE/D.El.Ed./2025/95P-06/25 Date: 30/06/2025

NOTIFICATION

(Regarding Admission to the 2-year D.El.Ed. Course under Regular/Face to Face Mode for the Session 2025-2027 in D.El.Ed. Institutes Affiliated with West Bengal Board of Primary Education)

Online applications are invited from the intending eligible candidates (As per NCTE Regulations-2014) for admission to the **2-year D.El.Ed. Course (Regular/Face-to-Face Mode) for the Session 2025-2027** in D.El.Ed. Institutes recognized by the NCTE and affiliated with WBBPE **on and from 4 July, 2025 (Friday) to 20 July, 2025 (Sunday).**

The details regarding eligibility criteria, admission procedures and list of Institutions (Medium-wise & District-wise) will be available in the official website of the WBBPE : https://wbbpe.wb.gov.in

Sd/-
Secretary
WBBPE

পড়ুয়াদের প্রশ্নের মুখে মন্ত্রী তজমুল

নিরাপত্তা দাবি হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ জুন : অধ্যক্ষকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পরেও শোকজের বাইরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি অভিযুক্ত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) নেতার বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে কসবা কাণ্ড। এমন পরিস্থিতিতে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে একই প্রশ্ন তুলে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়নের দাবি তুলেছেন টিএমসিপির কলেজ ইউনিটের সহ সভাপতি। সোমবার কলেজে এসে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেন মন্ত্রী তজমুল হোসেন।

কসবা কাণ্ড বা আইন কলেজের এক ছাত্রীর ধর্ষণের ঘটনায় এখন তোলপাড় রাজ্য। রাজ্যের কলেজগুলি কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি, মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে আলোচনায় তৃণমূলের এক ছাত্র নেতার অধ্যক্ষকে দেখে নেওয়ার হুমকিও। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সিমেস্টারের পরীক্ষা চলাকালীন নকল করায় চাঁচল কলেজের এক পড়ুয়ার খাতা ১০ মিনিটের জন্য আটকে রেখেছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের এক অধ্যাপক। যার জেরে পরবর্তীতে সদলবলে কলেজ অধ্যক্ষ সুমিত নন্দীর ঘরে ঢুকে তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিমান ঝা'র বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত অধ্যক্ষ, অধ্যাপক এবং কর্মীরা। ঘটনার পরই তদন্তের নির্দেশ দেন মালদার জেলা শাসক। পাশাপাশি, কলেজে আসে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল। কিন্তু শোকজ ছাড়া এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অনেকের বক্তব্য। এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে কসবা কাণ্ড।

হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে মন্ত্রী তজমুল হোসেন। সোমবার।

অভিযোগ

- অধ্যক্ষকে হুমকি দেওয়া টিএমসিপি নেতার বিরুদ্ধে শুধু শোকজ কেন, উঠছে প্রশ্ন
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় কসবা কাণ্ডের পর অনেক ছাত্রী কলেজে আসতে চাইছেন না
- নিরাপত্তারক্ষী না থাকায় যখন-তখন বহিরাগতরা কলেজে ঢুকছে বলে অভিযোগ
- অধ্যক্ষর সঙ্গে আলোচনা, হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে নিরাপত্তার আশ্বাস মন্ত্রী তজমুলের

ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য, কলেজে নিরাপত্তারক্ষী নেই। বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ ঘটছে প্রত্যেকদিনই। এমন পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও তাঁরা আতঙ্কিত। পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে শাসকদলের ছাত্র ইউনিটের সহ সভাপতি পুতুল সাহানি বলেন, 'কলেজে নিরাপত্তারক্ষী নেই। ছাত্রীরা চরম নিরাপত্তাজনিত সংকটে ভুগছেন। কলেজে ক্লাস করতে ভয় লাগে। কলেজে বহিরাগতরাও প্রবেশ করছে। কসবায় যে কাণ্ড হয়েছে, তার জন্য অনেক ছাত্রী কলেজ আসতেই ভয় পাচ্ছে।'

মঙ্গলবার কলেজের নতুন একটি ভবনের উদ্বোধন করার কথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর। যার জন্য সোমবার কলেজে এসেছিলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি ও মন্ত্রী তজমুল হোসেন। তাঁর কাছেও পড়ুয়ারা নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, 'প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রশাসনকেও কলেজে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতে বলেছি। কলেজে এ ধরনের কর্মকাণ্ড মেনে নেওয়া হবে না।' নিরাপত্তার দিকগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীর কথা হয়েছে বলে জানান কলেজ অধ্যক্ষ। তবে এলাকার সাংসদ খগেন মুর্মু মনে করেন, রাজ্যজুড়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী তাণ্ডব করছে।

শ্রীমতীতে সেতু নেই, সাঁকোয় যাতায়াত

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ৩০ জুন : পশ্চিমপাড়ে কানাইপুর, পূর্বপাড়ে জগনৈল, ইটাখোর এবং মহেন্দ্র গ্রাম। মাঝখানে বয়ে চলেছে শ্রীমতী নদী। সৈয়দপুরে হরিরামপুর ব্লকের কানাইপুর পঞ্চায়েতে শ্রীমতী নদীর ওপর সেতু নেই। নদী পেরোতে বাসিন্দারা নিজেদের টাকায় এখানে কোনওমতে একটি বাঁশের সাঁকো বানিয়েছেন। স্থানীয় মহেন্দ্র হাইস্কুল এবং ইটাহার কলেজের পড়ুয়ারা এই সাঁকোর ওপর দিয়ে কোনওমতে যাতায়াত করেন। সেই সাঁকোয় বাঁশের বাতায় পা বেকায়দায় ঢুকে যাওয়ায় অনেকে জখম হয়েছেন। কানাইপুর গ্রামের বাসিন্দারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কানাইপুরে শ্রীমতী নদীর উপর সেতু তৈরি হলে তবেই তাঁরা ভোট দেবেন। নইলে নয়।

সৈয়দপুর পঞ্চায়েতের প্রধান মনোয়ারা খাতুনকে ফোনে পাওয়া না যাওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রেমচাঁদ নুনিয়া বললেন, 'কানাইপুর গ্রামে ঢোকার জন্য শ্রীমতী নদীর ওপর ব্রিজ তৈরির দাবি জানানো হয়েছে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের ক্রেতা এবং সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর কাছে।' সেতুর বিষয়ে বিডিও অত্রী চক্রবর্তী কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

ভোটের আগে রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রীরা কানাইপুরে আসেন। তাঁরা কানাইপুরে পাকা সেতুর প্রতিশ্রুতি দিলেও তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। গ্রামবাসীরা বছরের পর বছর আশায় বুক বেঁধে শেষপর্যন্ত বিফল হয়েছেন। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, সেতু তৈরি নিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে দরবার করবেন না।

নদীর পূর্বপাড়ের মাঠে কাজ সেরে ব্রিজের উপর দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় একদণ্ড দাঁড়ালেন কানাইপুরের বাসিন্দা সুবিতা দেবশর্মা। তিনি বললেন, 'রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের চক্ষুলজ্জা বলতে কিছু নেই। তারা নিজেদের কথা রাখে না।' কানাইপুর থেকে মহেন্দ্র হাইস্কুলে সাইকেল নিয়ে আসতে সাঁকো পেরোচ্ছিলেন পপি সরকার। পপি বললেন, 'সাঁকোর বাতার মধ্যে পা হড়কে দু'বার পড়ে গিয়েছি।' গ্রাম থেকে জগনৈল, ইটাখোর কিংবা মহেন্দ্র হয়ে হরিরামপুর হাসপাতাল কিংবা বিডিও অফিস যাওয়ার ওই একটাই রাস্তা।' গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক ভগীরথ দেবশর্মা বললেন, 'আমরা বিরাট কোনও দাবি জানাচ্ছি না। সেতুর দাবি জানাচ্ছি।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- রাজ্যের ক্রেতা এবং সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর কাছে সেতুর দাবি জানানো হয়েছে
- বহু আবেদন-নিবেদনেও কাজ হয়নি, বাসিন্দারা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন
- বাসিন্দারা নিজেদের টাকায় এখানে কোনওমতে সাঁকো বানিয়েছেন

বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, পথ অবরোধ

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : ওভারলোডেড গাড়ি চলাচল বন্ধের দাবিতে রবিবার রাতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন রায়গঞ্জের বাসিন্দারা। অতিরিক্ত মালবোঝাই করে লরিটি যাওয়ার সময়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে যায়। এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপরই রাস্তা অবরোধ করেন বাসিন্দারা। শেষপর্যন্ত পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। বিদ্যুৎকর্মীরা গিয়ে পরিষেবা স্বাভাবিক করেন।

রবিবার রাতে রায়গঞ্জ থানার কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরস্বতী মোড় এলাকায় ওই অবরোধের জেরে অনেকক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজ্য সড়ক দিয়ে প্রায়শই ওভারলোডেড গাড়ি যাতায়াত করে। সবকিছু জানা সত্ত্বেও প্রশাসনিক স্তরে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এর আগে একাধিকবার এই ঘটনা ঘটলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

কমলাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দুলাল সরকার বলেন, 'গাড়িগুলি ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করে। পুলিশ ও প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।' তবে পুলিশ জানিয়েছে, বিদ্যুতের তার নীচে থাকার কারণেই এই বিপত্তি ঘটেছে। একটি লরিকে আটক করা হয়েছে।

লো ভোল্টেজ সমস্যা স্কুলে

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : দীর্ঘদিন ধরে লো ভোল্টেজের ফলে লাইট, ফ্যান এবং কম্পিউটার চালাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রায়গঞ্জ ব্লকের বামনগ্রাম হাসিমুদ্দিন হাইস্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। সোলার প্যানেল থাকলেও কোনও কাজে আসছে না।

সোমবার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন শিক্ষক রায়গঞ্জের বিডিও শ্যারন তামাংয়ের কাছে এই সমস্যার প্রতিকার চেয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। সমস্যা সমাধানে নতুন ট্রান্সফর্মার বসানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, ট্রান্সফর্মার বসানোর জন্য যে পর্যাপ্ত জমির প্রয়োজন, তা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে বিপাকে পড়েছে বিদ্যুৎ দপ্তর। বুধবার বিদ্যুৎ আধিকারিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলে বিডিও জানিয়েছেন।

কসবার গণধর্ষণে দোষীদের শাস্তি দাবি

পথে বিজেপি ও কংগ্রেস

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৩০ জুন : কসবা ল' কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডের বিচারের দাবিতে সোমবার দুপুরে বালুরঘাটে পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। পরে সেখানেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে দলীয় নেতৃত্ব। এদিনের ঘেরাও বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, বিজেপির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার প্রমুখ। আন্দোলনকারীরা কসবা কাণ্ডে দ্রুত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থার দাবি জানান। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের নারীরা কোনওভাবেই সুরক্ষিত নয়। কসবায় আইন কলেজের ভেতরে ছাত্রীকে গণধর্ষণ কাণ্ডে তা ফের পরিষ্কার হয়ে গেল।' একই দাবিতে এদিন দুপুরে এআইএলইউ'র ডাকে বালুরঘাট জেলা আদালতের সামনে আইনজীবীরা বিক্ষোভ দেখান।

বালুরঘাটে বিজেপির বিক্ষোভ। সোমবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

অন্যদিকে, মশাল হাতে ধিক্কার মিছিল এবং বিক্ষোভ হল বুনিয়াদপুরে। বুনিয়াদপুর বিজেপি শহর মণ্ডলের তরফে রবিবার সন্ধ্যায় মিছিলটি বুনিয়াদপুর শহর পরিক্রমা করে ট্রাফিক মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা কমিটি বালুরঘাট থানার সামনে সন্ধ্যায় মশাল হাতে বিক্ষোভ দেখায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেত্রী পূর্ণিমা মহন্ত। সোমবার বিকালে কুশমণ্ডি ব্লক কংগ্রেসের তরফে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় ১০ নম্বর রাজ্য সড়কে। ব্লক সভাপতি আইনুল বারিও দোষীদের শাস্তি চেয়ে সরব হয়েছেন।

তাঁর কথায়, 'ছাত্রীকে গণধর্ষণে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিন পথে নামতে বাধ্য হচ্ছি।'

আইন কলেজের পড়ুয়াকে গণধর্ষণের প্রতিবাদের পাশাপাশি কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে ছাত্রীর মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার তপনে বিক্ষোভ মিছিল এবং পথসভা করল আরএসপি। মিছিলটি তপন সদর পরিক্রমার পরে চৌরঙ্গি মোড়ে হয় পথসভা। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য আজিজুর রহমান, নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের জেলা সম্পাদিকা চঞ্চলা ঘোষ, লোকাল কমিটির সম্পাদক মমিন মিয়াঁ প্রমুখ।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর শহিদ মোড়েও বিজেপি বিক্ষোভ দেখিয়েছে। এলাকার বিজেপি নেতা অজয় পাসওয়ান বলেন, 'তৃণমূলের রাজত্বে রাজ্যজুড়ে নারীনিগ্রহ ক্রমে বেড়ে চলেছে। অবিলম্বে নারীনিগ্রহকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নাহলে বিজেপি আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে।'

টুকরো খবর

হস্টেল দাবি

বালুরঘাট, ৩০ জুন : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ছাত্রীদের জন্য আরও হস্টেল, এসসি-এসটি ছাত্রীদের হস্টেলের বেহাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সরকারি বাসে যাতায়াতের ভাড়ায় ছাড় সহ একাধিক দাবি নিয়ে জেলা স্কুল পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) সঙ্গে বৈঠক করল এআইডিএসও-র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটি। সোমবার জেলা স্কুল পরিদর্শক দেবাশিস সমাদ্দারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরে সমস্যা মেটাতে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক তড়িৎ বসাক জানান।

প্রস্তুতি সভা

কুশমণ্ডি, ৩০ জুন : ২১ জুলাই উপলক্ষ্যে কুশমণ্ডি ব্লকের তৃণমূলের মাইনরিটি সেল সোমবার কমিউনিটি হলে একটি সভার আয়োজন করে। সভায় ব্লক তৃণমূল সভাপতি করিমুল ইসলাম, বিধায়ক রেখা রায়, মাইনরিটি সেলের ব্লক সভাপতি আজিবুল হক, সাধারণ সম্পাদক রেজা জাহির আব্বাস উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক বলেন, 'এবছর ১০ হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থককে ২১ জুলাই উপলক্ষ্যে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

নতুন রাস্তা

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : রায়গঞ্জের রামপুর এলাকায় সোমবার নতুন একটি রাস্তার শিলান্যাস করেন রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তাটি তৈরি হবে। ৭৫০ মিটার লম্বা রাস্তাটি কর্মকারপাড়া থেকে মহুয়াপাড়া পর্যন্ত যাবে। প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় রাস্তাটি তৈরি নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

ছাত্রীর অপমৃত্যু

বামনগোলা, ৩০ জুন : সোমবার বিকেলে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। পাকুয়াহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সালালপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বৃষ্টি সরকার (১৭) নামে ওই ছাত্রী দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। এদিন সে স্কুলে যায়নি। বাবা রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন। মা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পরে ওই ছাত্রীকে ঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছে।

ব্যবসায়ীকে ছুরি মেরে টাকা লুট

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ জুন : ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুরগি ব্যবসায়ী। তাঁকে রক্তাক্ত করে ৯৬ হাজার টাকা লুট করে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। রবিবার রাতে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিদ্যানন্দপুর এলাকায় ওই ঘটনায় আহত ব্যবসায়ীর নাম কালু মোহাম্মদ।

রবিবার গভীর রাতে ব্যবসার কাজ সেরে, মুরগি বিক্রির টাকা সঙ্গে নিয়ে কালু বাইকে বাড়ি ফেরার সময় বিদ্যানন্দপুর এলাকায় প্রতিবেশী মিঠুন আলি এবং তাঁর সহযোগী রাস্তা আটকে দাঁড়ান বলে অভিযোগ। কালুকে তাঁরা রাস্তার পাশে গিয়ে কথা বলতে বলেন। মোটর সাইকেল থেকে নেমে কথা বলতে গেলে ধারালো অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা ওই ব্যবসায়ীর উপর চড়াও হয়।

ধারালো ছুরি দিয়ে শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করে তারা। কালু মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাঁর সঙ্গে থাকা ৯৬ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুই দুষ্কৃতী। কালুর চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কালুকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি এখনও চিকিৎসাধীন।

হাসপাতালে শয্যায় শুয়ে কালু জানিয়েছেন, বিদ্যানন্দপুর এলাকায় কেনা একটি জমি নিয়ে অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের গণ্ডগোল। জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ঝামেলা শুরু। বছরখানেকের বেশি চলছে এই তিক্ততা। বিদ্যানন্দপুর গ্রামেই অভিযুক্তদের বাড়ি। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ লুটের টাকা উদ্ধারে এবং দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

স্মারকলিপি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ জুন : আদিবাসী সিঙ্গল অভিযান হরিশ্চন্দ্রপুর শাখা কমিটির তরফ থেকে সোমবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কমিটি সূত্রে খবর, ৩০ জুন রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা, সিধো মুর্মু এবং বিরসা মুন্ডার নামে ১০০ কোটি টাকার ট্রাস্ট গঠন, রামেশ্বর মুর্মু হত্যা মামলার ন্যায়বিচার প্রভৃতি একাধিক দাবিতে এদিন তারা বিক্ষোভ দেখায়। পাশাপাশি বিডিওকে তারা দাবিপত্র তুলে দেয়।

ধামসা-মাদলের তালে হুল উৎসব উদযাপন

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৩০ জুন : সোমবার গোটা গৌড়বঙ্গজুড়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই বীর শহিদ যোদ্ধা সিধো ও কানহোর স্মরণে পালিত হল 'হুল উৎসব'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে মালদা জেলার হবিবপুর জিতু মঞ্চে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটি উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সিধো ও কানহোর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। রাইস মিল হাট থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত একটি র‍্যালি বের হয়। চলে আদিবাসী নৃত্য সহ নানা অনুষ্ঠান। মালদা রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির সদস্য অমল কিসকু বলেন, 'জেলার বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী সমাজের কৃতীদের হাতে আম্বেদকর পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ধামসা মাদল। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুটবল ও তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা।'

গাজোলে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান, বিআর আম্বেদকর পার্টি অফ ইন্ডিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চের পক্ষ থেকে হুল দিবস পালিত হয়। বামনগোলায় বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মাল্যদান করে বিভিন্ন সংগঠন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশে। পতিরামে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

রায়গঞ্জের বাজে বিন্দোলে আদিবাসী মিলন সংঘের উদ্যোগে হুল দিবস পালন করা হয়েছে। লক্ষ্মীয়া, ভাটল মোড়, মহারাজা, বলাইগাঁও এবং রামপুর লহন্ডাতেও দিনটি পালন করা হয়। করণদিঘি হাইস্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য মেনে তির ছোড়েন বিধায়ক গৌতম পাল। গোয়াবাড়িতেও তিরন্দাজি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বুনিয়াদপুরে সুকান্ত ভবনে আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হুল দিবস পালিত হয়। কুশমণ্ডি-চণ্ডীপুর গ্রামে আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ও হরিরামপুর ব্লকের আদিবাসী সংঘও দিনটি পালন করেছে। রামচন্দ্রপুরে আদিবাসী সিধো-কানহো ক্লাব, সারাভারত কৃষকসভা, সারাভারত খেতমজুর ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের তরফে দিনটি পালিত হয়েছে। পতিরাম ও কুমারগঞ্জ থানার পথসাথী চত্বর, বর্ষাপাড়া, গোপালবাটী, পলাশি সহ বিভিন্ন এলাকায় দিনটি পালিত হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চেনা পথ।। হলদিবাড়ির রাঙ্গাপানিতে ছবি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

স্মারকলিপি

হেমতাবাদ, ৩০ জুন : বাম-কংগ্রেস জোটের তরফে সোমবার হেমতাবাদ ব্লক অফিসে ৯ দফা দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীদের এক প্রতিনিধিদল বিডিও সুজিত পালকে স্মারকলিপি জমা দেয়। আবাস যোজনা দুর্নীতি, একশো দিনের কাজ চালু, পাশাপাশি বয়স্কদের ভাতা দেওয়াসহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সংস্কারের দাবিতে সরব হন তাঁরা।

রক্তের ভুল রিপোর্ট, কাঠগড়ায় প্যাথ ল্যাব

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৩০ জুন : ব্লাড গ্রুপ সংক্রান্ত ভুল রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরির বিরুদ্ধে। সোমবার কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরেও এসেছে। সংশ্লিষ্ট ল্যাবের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস। অবৈধ ল্যাবের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে অভিযান চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি অনন্তপুরের মুদাফত এলাকার বাসিন্দা শুক্লা সরকার রক্তের গ্রুপ নির্ধারণ করতে একটি বেসরকারি ল্যাবে যান। রিপোর্টে রক্তের গ্রুপ এবি পজিটিভ আসে। কিন্তু কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যখন ওই মহিলার ফের রক্ত পরীক্ষা করানো হয়, তখন দেখা যায়, শুক্লার ব্লাড গ্রুপ বি পজিটিভ। এখন শুক্লা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বেসরকারি ল্যাবে ব্লাড গ্রুপের রিপোর্টে ভুল ধরা পড়ার পর সেই ল্যাবটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ওই ল্যাবের কর্ণধার শ্যামাপদ সিংহ বলেন, 'বাইরে থেকে রক্তের নমুনা এসেছিল। গ্রামের কোয়াক ডাক্তাররা রক্ত সংগ্রহ করে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন।' শ্যামাপদ এই দাবি করলেও তাঁর সংস্থার কাগজে লেখা রিপোর্টের দায় কে নেবে বলে প্রশ্ন উঠেছে।

কালিয়াগঞ্জ হাসপাতাল চত্বরে ব্যাঙের ছাতার মতো প্যাথ ল্যাব গজিয়ে উঠেছে। এগুলির বেশিরভাগের বৈধতা ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের এক আধিকারিক বলেন, 'এই ল্যাবগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটির ঠিকমতো পরিকাঠামো নেই। উপযুক্ত টেকনিসিয়ান থাকেন না। কিছুদিন আগে এমনই এক ল্যাবের বিরুদ্ধে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে অভিযোগ করা হয়েছিল। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

সাত বছর পর বাংলাদেশে খোঁজ তরুণের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ জুন : সাত বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন। অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে খোঁজ পাওয়া গেল ওই তরুণের। বাংলাদেশে আটকে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন ওই তরুণের নাম গোলাম মোস্তফা। প্রশাসনের তরফে তাঁকে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'কীভাবে ওই তরুণ বাংলাদেশে গেলেন, এখন তিনি কোথায় আছেন, সে সমস্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।' প্রশাসনের তরফে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই তরুণকে ফেরানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে বলে খবর।

হরিশ্চন্দ্রপুরের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাবরা বাগমারা গ্রামের বাসিন্দা গোলাম মোস্তফা। বৃদ্ধ বাবা-মা অনেক খোঁজাখুঁজি চেষ্টা করেও তরুণের সন্ধান পাননি। কয়েকদিন আগে গোলাম মোস্তফার একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে নীচে একটি লেখাও ভাইরাল হয়। সেখানে দেখা যায় গোলাম বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কোনও একটি জায়গায় আটক রয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে, তিনি বাংলাদেশের পুনর্বাসনকেন্দ্রে কিংবা সংশোধনাগারে রয়েছেন।

ছেলের ছবি হাতে বৃদ্ধ বাবা-মা বাড়িতে বসে রয়েছেন।

চিন্তিত পরিবার

- সোশ্যাল মিডিয়ায় চিহ্নিত নিখোঁজ তরুণ
- ভিলেজ পুলিশের তৎপরতায় নজরে আসে
- বাংলাদেশের কোনও জায়গায় তিনি আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে
- ওই তরুণকে ফেরাতে হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ

ভিলেজ পুলিশ সুবীর দাসের তৎপরতায় নিখোঁজ তরুণের ছবি হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দাদের নজরে আসে। এদিন সকালে খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জাবরা গ্রামে গোলাম মোস্তফার বাড়িতে যান। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। গোলামের বৃদ্ধ বাবা শেখ আনারুল বলেন, 'এত বছর পর ছেলের খোঁজ পাব ভাবতে পারিনি। হঠাৎ করেই আমার ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছিল। তবে বাংলাদেশ থেকে কীভাবে বাড়িতে ফেরাব, তা নিয়ে এখন চিন্তায় আছি।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল হাইয়ুম বলেন, 'স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। অবিলম্বে তাকে যাতে ঘরে ফেরাবার ব্যবস্থা করা যায় সেই বিষয়ে কথা চলছে।'

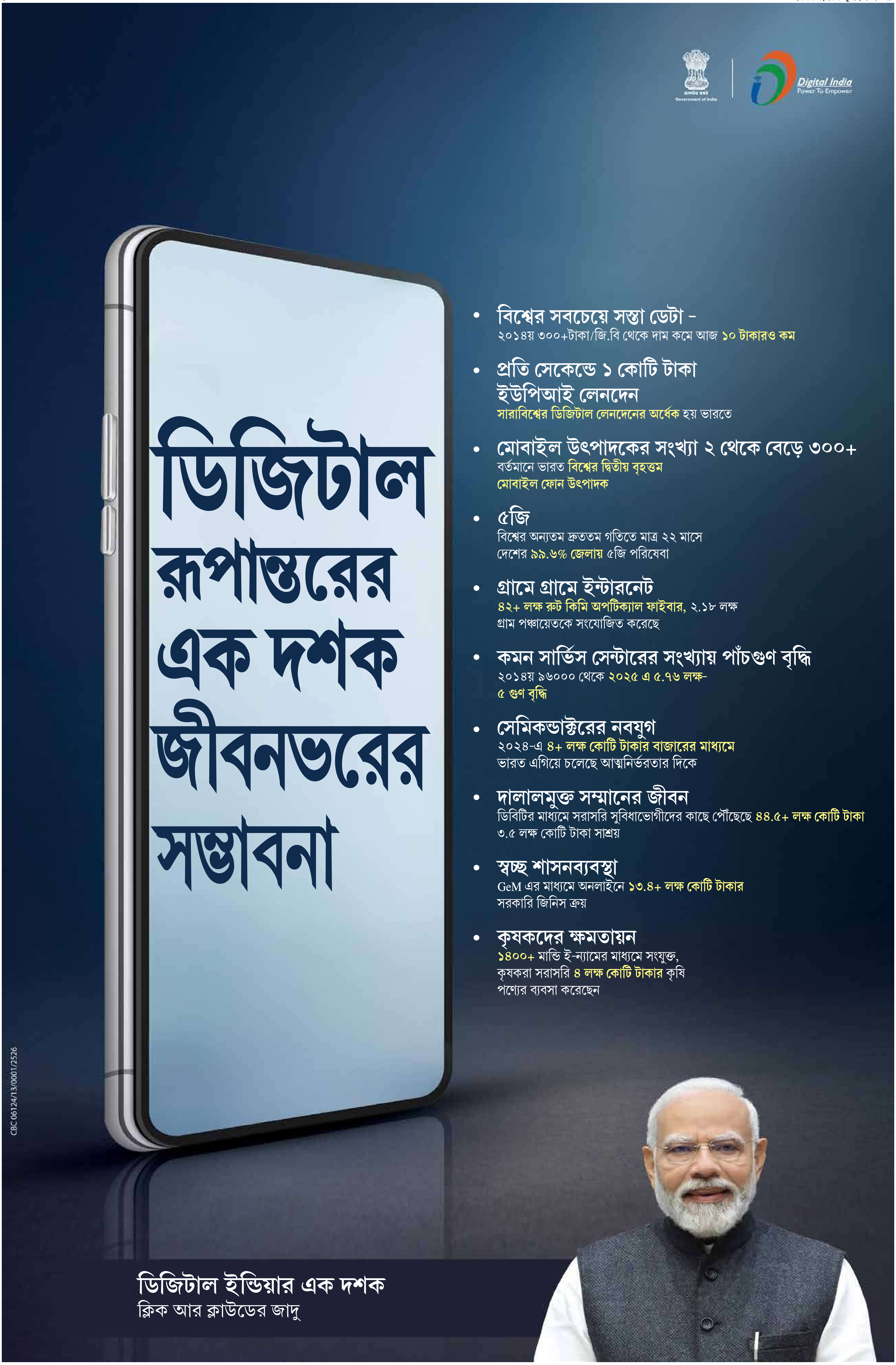
Government of India
Digital India
Power To Empower
ডিজিটাল রূপান্তরের এক দশক জীবনভরের সম্ভাবনা
বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ডেটা -
২০১৪য় ৩০০+টাকা/জি.বি থেকে দাম কমে আজ ১০ টাকারও কম
প্রতি সেকেন্ডে ১ কোটি টাকা ইউপিআই লেনদেন
সারাবিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেক হয় ভারতে
মোবাইল উৎপাদকের সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ৩০০+
বর্তমানে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক
৫জি
বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম গতিতে মাত্র ২২ মাসে দেশের ৯৯.৬% জেলায় ৫জি পরিষেবা
গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট
৪২+ লক্ষ রুট কিমি অপটিক্যাল ফাইবার, ২.১৮ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযোজিত করেছে
কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি
২০১৪য় ৯৬০০০ থেকে ২০২৫ এ ৫.৭৬ লক্ষ- ৫ গুণ বৃদ্ধি
সেমিকন্ডাক্টরের নবযুগ
২০২৪-এ ৪+ লক্ষ কোটি টাকার বাজারের মাধ্যমে ভারত এগিয়ে চলেছে আত্মনির্ভরতার দিকে
দালালমুক্ত সম্মানের জীবন
ডিবিটির মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে ৪৪.৫+ লক্ষ কোটি টাকা
৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয়
স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা
GeM এর মাধ্যমে অনলাইনে ১৩.৪+ লক্ষ কোটি টাকার সরকারি জিনিস ক্রয়
কৃষকদের ক্ষমতায়ন
১৪০০+ মান্ডি ই-ন্যামের মাধ্যমে সংযুক্ত, কৃষকরা সরাসরি ৪ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পণ্যের ব্যবসা করেছেন
ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এক দশক
ক্লিক আর ক্লাউডের জাদু
CBC 06124/13/0001/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ আষাঢ় ১৪৩২

রাজনীতির পরিহাস

যেন জরুরি অবস্থার বাৎসরিক পালন। তা-ও আবার গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়ের ৫০ বছর পূর্তি। কংগ্রেসকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। আস্ত বই-ই লিখে ফেলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন কি বাত-এও চর্চায় জরুরি অবস্থা। দেশজুড়ে বিজেপির সেমিনার ইত্যাদিতে বোঝানো হচ্ছে, গণতন্ত্রকে উজ্জ্বল পথে নিয়ে যাওয়ার দিশারি নরেন্দ্র মোদি। যদিও দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর নানা কর্মসূচিতে করতালির তালে তালে 'মোদি মোদি' ধ্বনি মনে করিয়ে দেয় জরুরি অবস্থাকালীন 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া' স্লোগানটিকে।

ভারত কেন পৃথিবীর ইতিহাসেও দেশ ও নেতাকে এক করে দেখানোর সেই স্লোগানের মতো স্বৈরতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা আর কিছু হয় না। সেই ঘটনার অর্ধশতবর্ষ পূর্তিতে বিজেপি একদিকে সেই শাসনের মুণ্ডপাত করছে, অন্যদিকে নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষার কান্ডারি হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। ঘটা করে পালিত হল সংবিধান হত্যা দিবস।

ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে, ইন্দিরার পরের দ্বিতীয় প্রজন্ম এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের লাগাম এখন যাঁর হাতে, সেই রাহুল গান্ধি সংবিধান হাতে ঘুরে বেড়ান। সংসদের ভেতরে তো বটেই। নির্বাচনি প্রচারেও। ব্যতিক্রম নন কংগ্রেসের গর্ভে বিকশিত হয়ে পরে পৃথক দল তৃণমূলের জন্মদাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজত্বে নাগরিক অধিকার পদদলিত হওয়ার ঘটনা কম নয়। কিন্তু তিনিও সংবিধানের ভজনায় ব্যস্ত থাকেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও রোজ জরুরি অবস্থার নানা সংস্করণ প্রায়ই উপলব্ধি হয়। যে ব্যবস্থার শিকার হয়েছেন স্ট্যান স্বামী থেকে শুরু করে উমর খালিদ, প্রবীর পুরকায়স্থ প্রমুখ। এ দেশে রাষ্ট্রদোহ দমনের নামে এখনও যে 'ইউএপিএ' আইন টিকে আছে, তা তো ইন্দিরা প্রবর্তিত 'মিসা' কিংবা পরবর্তীকালে 'টাডা'রই নতুন সংস্করণ। যাঁরা গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর, তাঁরা কিন্তু ভুলেও কখনও 'ইউএপিএ' প্রত্যাহারের পক্ষে সওয়াল করেন না।

যতই সংবিধানের কথা বলা হোক না, বিভিন্ন শাসনে তাকে ব্যবহার করেই নানা স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার শাসনে দেশজুড়ে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে তা কার্যত বিদ্রোহের আকারে প্রতিফলিত হয় ব্যালট বক্সে। মানুষ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল সংঘ পরিবার। ইন্দিরাকে পর্যুদস্ত করে যে জনতা দল ক্ষমতায় এসেছিল, তার বড় শরিক ছিল জনসংঘ। যে দলটি এখনকার বিজেপির পূর্বসূরি। জনতা দল ভেঙে জনসংঘীরা বিজেপির পত্তন করেছিলেন।

একদা কংগ্রেসি, পরে সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ছাতার তলায় সেই যে জনসংঘীদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটাই এখনও চলছে ভারতবর্ষে। গান্ধিবাদী জয়প্রকাশ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে হিন্দুত্ববাদী জনসংঘকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সংঘ পরিবার জয়প্রকাশের মতো জননেতার ক্যারিশমাকে ব্যবহার করে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় রাজনীতির চালচিত্রে। জরুরি অবস্থায় আরএসএসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন ইন্দিরা। জয়প্রকাশের হাত ধরে সেই আরএসএস এল পাদপ্রদীপের আলোয়।

এতে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘ পরিবার নিজেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অন্যতম সৈনিক হিসাবে নিজেদের দেখানো শুরু করতে পেরেছিল। ফলে কংগ্রেস বিরোধী অন্যতম শক্তি হয়ে দেখা দিল জনসংঘ ও পরে বিজেপির বকলমে সংঘ পরিবার। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের সংশ্রব সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ভোল বদলাতে পারেনি। উলটে পায়ের তলার মাটি শক্ত হওয়ার পর বিজেপি হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাকে আরও আঁকড়ে ধরেছে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নাম করে শুরু হওয়া সেই অভিযানের এখনকার চেহারা স্পষ্ট। জনমতের তোয়াক্কা না করে নানা পদক্ষেপ ও বিরোধী মতের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এখন নিয়ম হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তেমন ভেদ নেই। যে দল যেখানে ক্ষমতায়, সেখানেই নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন হয়ে থাকে। ফলে সংবিধান হত্যা দিবস পালন গণতন্ত্রের মৃত্যুতেই একধরনের সিলমোহর দিচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক ব্রাত্যই

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয় তিলকা মাঝিকে। তাঁকে ইতিহাস মনে রাখেনি।

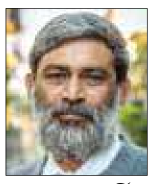

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

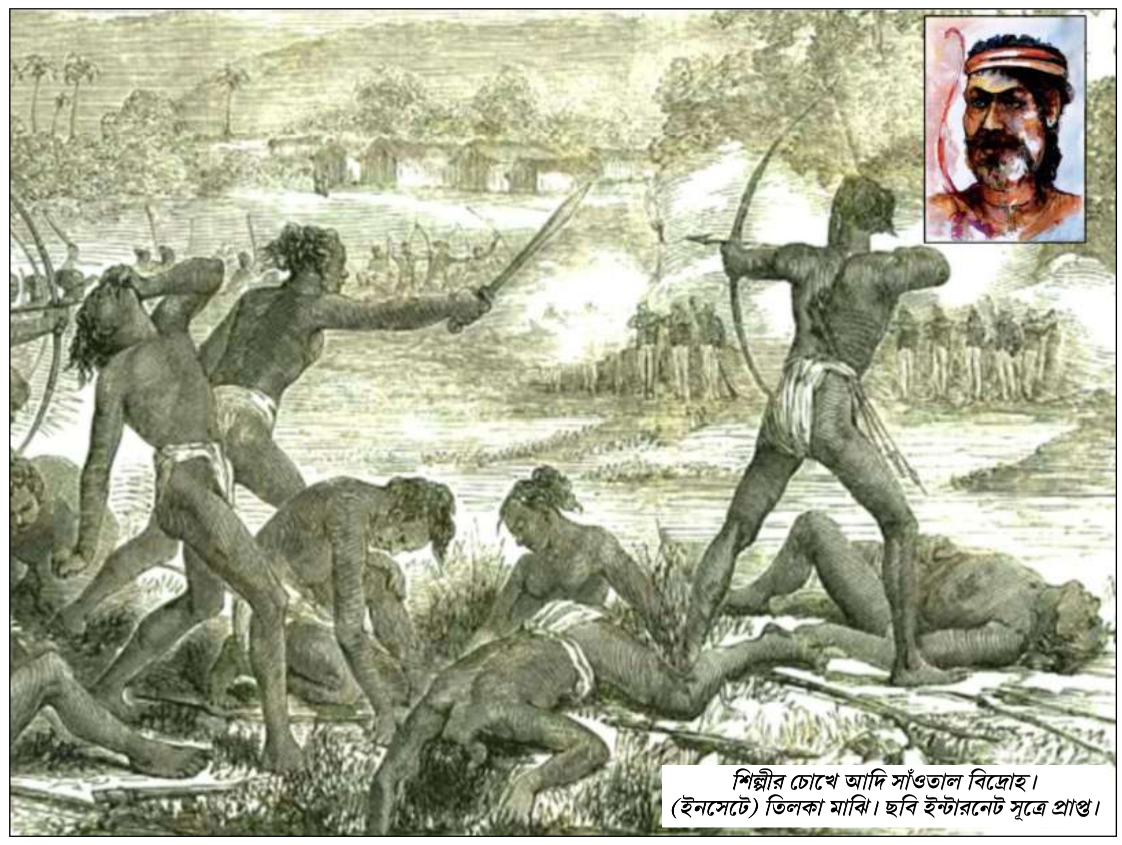

শিল্পীর চোখে আদি সাঁওতাল বিদ্রোহ। (ইনসেটে) তিলকা মাঝি। ছবি ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত।

বহুযুগ পরপর পৃথিবীতে কিছু যুগপুরুষ মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা তাঁদের বর্ণময় সংগ্রামী জীবনচর্যার জন্য রক্তমাংসের মানুষ হয়েও পরবর্তীকালে অতিমানব বা প্রায় 'মিথ' হয়ে উঠেছেন-লৌকিক হয়েও তাঁরা অলৌকিক স্বপ্নমানব হয়ে ইতিহাসে বিরাজ করছেন। আমরা উত্তরপুরুষরা তাঁদের রূপকথার চরিত্র ভাবি। দেবেশ রায়ের ভাষায় এঁরা 'পরণকথার মানুষ'। দলিত ভারতের ক্ষেত্রে আধুনিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধো-কানহো (১৮১৫/২০-১৮৫৬), উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসা মুন্ডা (১৮৭৫-১৯০০) এমনকি ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি বিদ্রোহের নায়ক, জঙ্গল সাঁওতালকে (১৯২৫-১৯৮৮) তার উদাহরণ ভাবা যেতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ব্রিটিশবিরোধী জনজাতীয় কৃষক বিদ্রোহগুলোর ইতিহাসে এর চাইতেও আগুয়ান এক কম চর্চিত কিংবদন্তী চরিত্র আছে। তিনি আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের মহানায়ক, তৎকালীন বিহারের ভাগলপুর-সুলতানগঞ্জের তিলকপুর বনাঞ্চলের সাঁওতাল গোষ্ঠীপতি, বাবা তিলকা মাঝি (১৭৫০-১৭৮৫)। আজ থেকে ২৭৫ বছর আগে বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বলা হয়, আগুনের মতো রক্তচক্ষু ছিল বলেই তাঁকে তিলকা নামে ডাকা হত! তিনি জাবরা পাহাড়িয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। তিলকা মাঝির নেতৃত্বেই সিধো-কানহোর আধুনিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ৭১ বছর আগে, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুর-সুলতানগঞ্জে ভারতের প্রথম সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান বা আদি সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল।

সিধো-কানহো বা বিরসা মুন্ডা যদি মহাকাব্যময় ভারতীয় জনজাতি বিদ্রোহের রাম-লক্ষ্মণ বা অর্জুন হন, তাহলে বিপ্লবী তিলকা মাঝিকে আমাদের ভারতীয় জনজাতি বিদ্রোহের বাল্মীকি বলতেই হবে। বাল্মীকি-- কারণ তাঁর পদাঙ্ক ধরেই অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতে ১৫০ বছর ধরে সংগঠিত হয়েছিল কম করে ২৫টি জনজাতীয় বিদ্রোহ। যদিও এসব বিদ্রোহের সবক'টির পর্যাপ্ত লিখিত ইতিহাস নেই। ১৮৫৫-'৫৬-র সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ বা 'উলগুলান' (১৮৯৯-১৯০০) এগুলোর অন্যতম। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সংগঠিত আদি সাঁওতাল বিদ্রোহই ছিল পরবর্তীকালে সংগঠিত ভারতের সকল ব্রিটিশবিরোধী গণসংগ্রামের সুতিকাগার। তিলকা মাঝিই প্রথম ভারতীয় যিনি সশস্ত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তির-ধনুকের গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নয়, গোটা পৃথিবীর তখনকার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিলকা মাঝির এই হাড়হিম করা ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ ইতিহাসবিদদের কাছে আজও একটি বিস্ময় উদ্রেককারী ঘটনা। আরও মনে রাখতে হবে আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি আগে ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি যখন বিদ্রোহ করছেন, তখন মঙ্গল পান্ডে, ক্ষুদিরাম তো দূরের কথা, জার্মানির হিটলার, চিনের মাও সে তুং, ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-- এঁরা কেউই পৃথিবীতে আসেননি। তখনও এমনকি ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবেরও সূচনা হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধুনিক সভ্যতার আলো ফোটার আগেই অরণ্য-শ্বাপদময় বিহারে, সামাজিক বিপ্লব নয়, রীতিমতো রাজনৈতিক বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলেন ৩৪ বছরের সাঁওতাল তরুণ তিলকা মাঝি! সিধো, কানহো বা বিরসা মুন্ডার তখন জন্মই হয়নি। অরণ্যবেষ্টিত পল্লিতে পল্লিতে শালপাতার 'সারজম গিরা' পাঠিয়ে তিলকা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহজ-সরল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের সংগঠিত করতেন। বলাবাহুল্য মধ্যযুগীয় ভারতে তখন মোগল আমলের শেষ পর্ব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সদ্য সদ্য মোগলদের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি পেয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন সবে বাংলার বড়লাট হয়েছে। তার লক্ষ্য তখন যেনতেনপ্রকারেণ কোম্পানির তহবিল বাড়াও, ভারতীয়দের শোষণ করো!

ভারতীয় মহাফেজখানাগুলোতে রবার্ট ক্লাইভ, কর্নওয়ালিস বা ওয়ারেন হেস্টিংসের আলোকচিত্র থাকলেও ব্রিটিশবিরোধী প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী, প্রথম অ্যান্টি-ব্রিটিশ গেরিলা যোদ্ধা, দেশের প্রথম ফাঁসি শহিদ, তিলকা মাঝির ফোটো নেই। আমাদের কাছে যা আছে, তিলকা মাঝি থেকে শুরু করে সিধো-কানহো বা বিরসা মুন্ডা- প্রায় সবগুলোই আঁকা ছবি। তিলকা প্রসঙ্গে যৎসামান্য যা কিছু কথা আছে সেগুলোর অধিকাংশই আবেগতাড়িত আদিবাসী বুদ্ধিজীবী বা কিছু বিহারভিত্তিক মিডিয়ার লোকজনদের লেখা!

মনে রাখতে হবে, ৩০ জুন যে 'হুল দিবস' বা, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস' পালিত হয় সেই অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বিহারের ভাগনাডিহির মাঠে। জায়গাটি আজকের ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড়ে। ১৮৫৫-র ৩০ জুন ১০ হাজার সাঁওতাল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সিধো-কানহো-চাঁদ-ভৈরব ও তাঁদের দুই বোন এক ঐতিহাসিক ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ, 'হুল মাহা' বা 'সাঁওতাল হুল' (সাঁওতালি ভাষায় বিদ্রোহকে হুল বলে) সংগঠিত করেছিল। এই বিদ্রোহই ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত এবং ২০২৫-এ এসে এই অভ্যুত্থান ১৭১ বছরে পড়ল। শুধু এই অভ্যুত্থানই নয় তিলকা মাঝির আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের (এই বিদ্রোহকে কেউ কেউ পাহাড়িয়া বিদ্রোহও বলেছে) প্রেরণায় ভারতে কোল বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহ, ভিল বিদ্রোহ, ভুমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা-র মতো বহু জনজাতি বিদ্রোহ হয়েছে।

তিলকা মাঝির নেতৃত্বে আদি সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া আদিবাসীরা ভাগলপুরের ব্রিটিশ ট্রেজারি লুট করে অনাহারক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে সেখানকার ধনভাণ্ডার বিতরণ করেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তৎকালীন বিহারের রামগড়ের পঞ্জাব রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে ব্রিটিশ সেনাদের সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আর এই বিদ্রোহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের এক প্রকাশ্য দিবালোকে তিলকা মাঝি নিজে তাঁর বিষ মাখানো তির দিয়ে ভাগলপুর ও সন্নিহিত এলাকার ব্রিটিশ কালেক্টর ও জজসাহেব, বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের স্নেহভাজন, ৩০ বছরের আগুয়ান স্কটিশ তরুণ, লেফটেন্যান্ট অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে হত্যা করেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্য দিয়ে যাবার পথে উঁচু পাহাড়ের গোপন ডেরা থেকে তিলকা তাঁকে তির মেরেছিলেন। পরে জাহাজে করে লন্ডন যাত্রাপথে আক্রান্ত ক্লিভল্যান্ডের মৃত্যু হয়। লজ্জায় ও অপমানে ব্রিটিশরা কলকাতার সাউথ পার্কস্ট্রিটে ক্লিভল্যান্ডের সমাধিফলকে এই করুণ অপমৃত্যুর সঠিক কারণ লেখেননি। বহু চেষ্টার পরে ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে বাঁচানো না গেলেও তিলকা মাঝিকে ব্রিটিশ সেনারা তাঁর জঙ্গলের গোপন ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করে। বলা হয়, চারটি ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ভাগলপুরের রাস্তা দিয়ে কয়েক মাইল ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেলে তিলকার দেহ ক্ষতবিক্ষত হলেও তিনি বেঁচে ছিলেন। এমতাবস্থায় ১৭৮৫-র ১৩ জানুয়ারি ভাগলপুরের কালেক্টরের বাংলোর সামনের একটি বটগাছে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। এই ফাঁসিস্থলে এখন তিলকার মূর্তি আছে। তিলকা মাঝির ফাঁসিই ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ঘোষিত ফাঁসি। এর সঙ্গেই ৩৫ বছরের বীর তিলকা মাঝির জীবনের যবনিকা নামে। তিলকা মাঝির স্মৃতিতে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়, তিলকা মাঝি ভাগলপুর ইউনিভার্সিটি। ভাগলপুর-সুলতানপুরে তিলকার সম্মানে এখন অনেক স্মৃতিচিহ্ন! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লিখিত ইতিহাসে তিলকা মাঝি আজও কম উচ্চারিত, প্রায় ব্রাত্যই!

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৮২

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৮

ওস্তাদ রাশিদ খানের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের গণতন্ত্র ও সামাজিক পরিকাঠামোর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনও শত্রু নয়। শত্রু সীমান্তের ওপারে থাকতে পারে। দেশের ভিতরে থাকা উচিত নয়। সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিরা প্রায়ই সমালোচনার শিকার হন।

- জগদীপ ধনকর

ভাইরাল/১

শিম্পাজিটিকে রক্ষা করেছিলেন এক ব্যক্তি। বহুদিন বাদে তাদের দেখা হল। কিছু ফল নিয়ে এসেছিলেন বন্ধুর জন্য। আনন্দে শিম্পাজি তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বন্ধুর আনা ফলগুলি নিয়ে আবার বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ভাইরাল/২

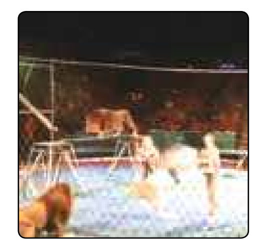

সার্কাস দেখতে ভিড় জমেছে। লোহার ব্যারিকেডের ভিতরে রিংমাস্টাররা কয়েকটি সিংহ নিয়ে খেলা শুরু করেন। একটি সিংহ হঠাৎ রেগে গিয়ে রিংমাস্টারকে আক্রমণ করে। পাশের রিংমাস্টাররা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি।

জনমন জনমত

ট্রেন্ডের নাম হলুদ-জল

নেট দুনিয়ার জগতে পা রাখলেই সর্বত্র চোখে পড়ছে হলুদ-জলের বিভিন্ন ভিডিও। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট অন করে সেটা উলটে রেখে অন্ধকার ঘরে একটা কাচের গ্লাস, বোতল বা যে কোনও পাত্রে জল ভরে তাতে এক চামচ হলুদ গুঁড়ো ফেললেই ম্যাজিক। উজ্জ্বল আভার বিচ্ছুরণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই এতে বেশ আনন্দিত। আর সেটাকে কেন্দ্র করে কত না রিলস, ভিডিও বানানো হচ্ছে। এই হলুদ-জলের ধামাকায় কেউই কিন্তু পিছিয়ে নেই।

কোনওকিছুর ট্রেন্ড তখনই হয় যখন তার প্রাচুর্যতা থাকে বেশি। যা ক্ষতিকারক নয় এবং যা সহজেই করা সম্ভব হয়। কিন্তু কী এই হলুদ-জল? কী এর রহস্য? আসলে এখনকার ব্যস্ততম জীবনে আমরা প্রায় সবাই কমবেশি একটু আনন্দ খুঁজি। কিছুদিন আগে ট্রেন্ড ছিল, একটা বোতলের মুখ ছিদ্র করে তাতে জল ভর্তি করে চারদিকে জল ছিটিয়ে ছবি তোলা বা রিলস বানানো। এরপর এল ঘিবলি আর্ট। লকডাউনে ছিল ডালগোনা কফি। এখন হলুদ-জলের পাশাপাশি বেশ চলছে বকুলতলায় মেলার গান।

এই হলুদ-জলের ভিডিও প্রায় সবাইকে বেশ আকৃষ্ট করেছে, বিশেষত শিশুদের। তবে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু অত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পেছনে না ছুটে ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে নিজে ভালো থাকলে এবং অন্যকে ভালো রাখলে ক্ষতি কী?

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সমগ্র শিক্ষা মিশনকে সাধুবাদ

সম্প্রতি মানেকা গান্ধি ম্যাডামের পরামর্শ মোতাবেক এ রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশন বিভিন্ন স্কুল চত্বরের আশপাশের পথকুকুরদের নিয়মিত মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাবার দিতে সব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে পথকুকুরদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দিয়েছে।

মিড-ডে মিলের সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ এবং পথকুকুরদের মধ্যে সংঘাত কমবে। তাছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণীদের প্রতি কিশোরদের মনে যেমন সহানুভূতি বাড়বে, তেমনই মানুষের প্রতি ভালোবাসাও বাড়বে, যা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য বাড়বে। কারণ সংবিধানের ৫১এ (জি) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সব নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশনের এই নতুন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্কুলে পশুদের মিড-ডে মিল ও কিছু প্রশ্ন

পঞ্চায়েত, পুরসভা উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে পথে বিড়াল, ছাগল, গোরুকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিক। এটা কি খুব বেশি চাওয়া?

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

শ্রীমতি মানেকা গান্ধির ইচ্ছায় সম্প্রতি আমাদের রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে সরকারি বিদ্যালয়গুলির মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাদ্য খাওয়াতে হবে পথকুকুরদের এবং বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব একজনকে দিতে হবে। এটা যে খুবই ভালো উদ্যোগ তাতে কোনও সন্দেহ নেই৷ পথের কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল সকলের প্রতি আমাদের মনুষ্যজাতির কিছু দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে। আমরা অবশ্যই আমাদের সন্তানদের ছোট থেকেই শিক্ষা দিয়ে এদের ভালোবাসতে এদের ওপর অত্যাচার না করতে এবং পারলে এদের সঙ্গে খাবার ভাগ করতে শেখাই৷ এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে, পাড়াগতভাবে এবং বহু মানুষ এনজিও স্থাপন করে এই ধরনের কাজগুলো করেন। এখন প্রশ্ন হল সরকারি নির্দেশিকা জারির অর্থ 'বাধ্যতামূলকভাবে' প্রতিটি স্কুলের মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাবার পথকুকুরদের খাওয়াতে হবে। উদ্বৃত্ত অন্ন খাওয়ানোর নির্দেশিকা নিয়ে বলার কিছু নেই।

কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে সীমানা প্রাচীর বলতে কিছু নেই। একই সঙ্গে মিড-ডে মিল খাওয়ার মতো ঘর নেই বাচ্চাদের। বাচ্চারা রোদে জলে ধুলোবালির ওপর বসে, দাঁড়িয়ে মিড-ডে মিল নামক বস্তুটি খায়। সামান্য বরাদ্দে খাবারদাবারের গুণমান নিয়ে নাইবা বললাম। আবার এই সামান্য খাবারটি ও পশ্চিমবাংলার বহু বাচ্চার কাছে মহার্ঘ। সে যাই হোক এবার সীমানা প্রাচীর না থাকায় রান্না করা থেকে খাবার সময় পর্যন্ত তাদের বিরক্ত করবার জন্য কুকুর, ছাগল, গোরু অবাধে প্রবেশ করতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুলগুলির কর্মীরা লাঠি হাতে এদের তাড়ানোর দায়িত্ব নেন। না, শারীরিকভাবে কোনও আঘাত করা উদ্দেশ্য মোটেই নয়। বরং শিশুগুলি শান্তিতে যাতে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

মানেকা গান্ধি একটু এগিয়ে ভেবেছেন। তিনি পশুপ্রেমী সবাই জানে। আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই তার পশুপ্রেমের গভীরতা অনেক বেশি। এবং ক্ষমতাও। সেজন্য তিনি আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই আইন। বদলে আমাদেরও কিছু আর্জি আছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের আওতায় আনা হোক। পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলি এই উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাক। পথে বিড়াল, ছাগল, গোরু সকলকে খাওয়ানোর দায়িত্ব এই পুরসভা বা পঞ্চায়েতগুলি নিক। স্কুলগুলো সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ছোটরা নিরাপদে স্কুল করুক। পথকুকুর, বিড়ালদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার নিক। স্থানীয় প্রশাসনকে এসব দায়িত্ব দেওয়া হোক।

খুব বেশি চাইলাম? এখন তো স্কুলগুলিতে পড়াশোনা বাদে আর সবকিছুকেই খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কারণে সরকারি স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে। অনেক স্কুল উঠেই গিয়েছে। কর্মচারী নিয়োগের বালাই নেই। নিয়োগ দুর্নীতির ঠেলায় তার নাভিশ্বাস উঠেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সরকারি স্কুলের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নতির দিকে বরং সরকার মন দিক। স্কুলের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের পশুপ্রেম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেটা নিয়ে এত চিন্তিত হবার কিছু হয়নি। সবাই সবার কাজটা মন দিয়ে করলে বরং সমাজের সামগ্রিকভাবে মঙ্গল হবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮০

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। তেজ, পরাক্রম, জাঁকজমক ৩। আয়ুর্বেদগ্রন্থ-রচয়িতা প্রাচীন ঋষিবিশেষ ৫। পাপীদের ত্রাণকর্তা ৬। তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতুপাত্রের দাগ বা মালিন্য, অখ্যাতি, কেলেঙ্কারি ৭। পদাতিক সৈনিক, লাঠিয়াল, পেয়াদা ৯। অসংবদ্ধ ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা, আবোলতাবল বলা ১২। ধার, প্রান্ত, কূল, তীর ১৩। তরবারি, অসি, খড়্গ।

উপর-নীচ : ১। দাঁড়কাক ২। বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ ৩। উগ্র বা কঠোর তপস্যায় অভ্যস্ত ৪। সূর্য, গ্রীষ্মকাল ৫। কাদা, পাঁক ৭। সিকিভাগ, পোয়া অংশ, বর্তমানে অপ্রচলিত ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ, সামান্য অংশ ৮। চাতকপাখি, গৌরবর্ণ তিতির পাখি, মুনিবিশেষ ৯। ধনুকধারী, ধনুর্ধর ১০। বন্ধু, বয়স্ব, সঙ্গী, ফাজিল লোক ১১। নলযুক্ত প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ৪১৭৯

পাশাপাশি : ১। পালকি ৪। পগার ৫। শিবা ৭। সপাটে ৮। তহকিক ৯। হাবাগোবা ১১। বরাক ১৩। ফিট ১৪। বঙ্কুর ১৫। ফিচেন।

উপর-নীচ : ১। পানস ২। কিপটে ৩। মরকত ৬। বার্ণিক ৯। হানাফি ১০। বাঘবন্দি ১১। বরফি ১২। কচাল।

বিন্দুবিসর্গ

আচ্ছন্ন সৌগত

অবস্থার অবনতি হয়েছে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়ের। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ভর্তি রয়েছেন। গভীর আচ্ছন্নবোধ করছেন তিনি।

ধর্ষণে সমন

ধর্ষণ, জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগে অভিযুক্ত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কার্তিক মহারাজকে থানায় হাজিরার নোটিশ দিল মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পুলিশ।

মেট্রো বিভ্রাট

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই সকাল থেকে দফায় দফায় মেট্রো বিভ্রাটে নাজেহাল হলেন হাজার হাজার যাত্রী। বৃষ্টির জেরে চাঁদনি চক ও সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝে লাইনে জল জমে। ফলে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল।

শপথগ্রহণ

রাজ্যের তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নিলেন সঞ্চিতা কুমার সান্যাল ও মৃগাঙ্ক মাহাতো। মৃগাঙ্ক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ও সঞ্চিতা রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের স্ত্রী।

রাজনৈতিক তর্জা ২ ফুলের

ফাঁসি দাবি পদ্মের প্রতিনিধিদলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করল কসবা কাণ্ডে রাজ্যে আসা বিজেপির তথ্যানুসন্ধানকারী দল। সম্প্রতি কসবার ঘটনার তদন্তে ৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল গড়ে দিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সোমবার সেই তদন্তে তথ্য সংগ্রহে এসে যেভাবে প্রতি পদে পদে তাঁদের বাধা পেতে হয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে, তার বিরুদ্ধে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপির কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা। তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'পহলগাম, হাথরাসের জন্য যদি আপনি দল পাঠাতে পারেন, তাহলে এরাজ্যের ঘটনায় বিজেপির কেন্দ্রীয় দল এলে এত বাধা কেন?'

কসবার ঘটনায় পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে আসা জাতীয় মহিলা কমিশনকে বাধার মুখে পড়তে হয়। নাড্ডার গড়া কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সফর নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই কারণে এদিন প্রতিনিধিদলকে নিয়ে লালবাজারে যান সুকান্ত। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিদলটি কসবা 'ল' কলেজে যায়। প্রতিনিধিদলের সেখানে আসার খবর পেয়ে এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রথম ঢুকতে বাধা দেওয়া হলেও পরে স্থানীয় পুলিশ কর্তারা লালবাজারের সঙ্গে কথা বলার পর সুকান্ত সহ প্রতিনিধিদলকে 'ল' কলেজের ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেয়।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মীনাক্ষী বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে এই সরকারের বিরুদ্ধেই তথ্য লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। আমরা কোনও তথ্য লোপাট করতে এখানে আসিনি। তা সত্ত্বেও প্রতি পদে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।' লেখির দাবি, 'পুলিশ কমিশনার বলেছেন কসবার ঘটনায় তাঁরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছেন। দোষীর আইনানুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। কিন্তু আমরা দোষীর ফাঁসি চাই।'

তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এরাজ্যে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় দল। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যে ওই ধরনের প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় না। অভিযোগের জবাবে ত্রিপুরার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেন, 'এখানে সরকার অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়। অপরাধীকে আশ্রয় দেয়।'

সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম।-রাজীব মণ্ডল

> আমরা সব ধর্ষণেই ফাঁসি চাই। কিন্তু আমাদের চাওয়ার ওপর বিচার নির্ভর করে না। আরজি করে তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করেছিল পুলিশ।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ কলেজ

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কলেজের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে সমস্ত বিএ.এলএলবি ও এলএল.এম ক্লাস বন্ধ থাকবে। কলেজ চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না কোনও পড়ুয়া। সোমবারই মনোজিৎ মিশ্র ও তাঁর দুই শাগরেদকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেছে ডিপিআই।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, কলেজে মেল করে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে জিবি বৈঠক ডেকে এই সুপারিশ কার্যকর করতে হবে। এদিনই ধৃত বাকি দু'জন ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন, ওই দিন মনোজিতের নির্দেশেই তাঁরা এই কাজ করেছিলেন। ঘটনার দিন বিকেলের পর থেকে কারা কারা কলেজে ছিলেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। ঘটনার জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টে এক আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়েছে। হাইকোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবীরা। তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত।

কলেজ কর্তৃপক্ষের নোটিশে দিয়ে জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকবে কলেজ। ফলে চিন্তায় পড়েছেন পড়ুয়ারা। পাশাপাশি নিরাপত্তার দাবিতে এদিন কলেজে আসে একদল পড়ুয়া। তাঁরা ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনও জবাব আসেনি। নির্যাতিতার দুবার মেডিকেল লিগ্যাল টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উঠে এসেছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ঘাড়ে আঁচড়ের দাগ, যৌনাঙ্গে আঘাতের প্রমাণ, রক্তপাতের প্রমাণ মিলেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে, ওই দিন রাতে ঘটনার কথা যাতে বাইরে ছড়িয়ে না যায় সেই কারণে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল ফোন। ঘটনার দিন বিকেলে ৪টের পর কারা কারা কলেজে ছিলেন, আর কেউ সাক্ষী কি না তা জানতে ১৭ থেকে ২০ জনের তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ঘটনার পর থেকে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার থানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে কি না তা নজর রাখছিল মনোজিৎ ও তাঁর দুই শাগরেদ।

মনোজিৎকে বরখাস্তের সুপারিশ

দাপুটে নেতা পক্ষে থাকায় বেলাগাম

মনোজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে দ্বিধা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে গণধর্ষণে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গোর মাথায় হাত ছিল দক্ষিণ কলকাতার এক দাপুটে তৃণমূল নেতার। ওই তৃণমূল নেতার পুজোতেও দাপট দেখিয়েছিলেন মনোজিৎ। এর আগেও তিনবার মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতার এক ফোনেই পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতাকে নিয়ে দলের অভ্যন্তরেই চরম ক্ষোভ রয়েছে। এর আগে কসবা এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ করে গুলি করার ঘটনায় অভিযুক্তকে মদত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই নেতার বিরুদ্ধে। ওই কাউন্সিলার এই নিয়ে প্রকাশ্যেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা টাকা 'তোলা' তুলতেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। সেই টাকার ভাগ পৌঁছোত দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতার কাছে। আর তাই ওই নেতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন মনোজিৎ। ওই নেতার পুজোয় রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াতেন তিনি। রাত একটু গড়ালেই চলত ফুর্তির আসর। শুধু মদ নয়, আরও অনেক মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকত। ওই নেতার সঙ্গে মনোজিতের ছবি ভাইরালও হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। মদন মিত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা প্রকাশ্যে আলটপকা মন্তব্য করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই নেতার সঙ্গে এলাকার প্রোমোটার, তোলাবাজ ছাত্রনেতা, অনৈতিক ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের খবর আইন কলেজের গণধর্ষণের পরই কানে এসেছে দলের শীর্ষনেতাদের কাছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত এই নেতাকে 'সেন্সর' করতে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

বিজেপি সমর্থকের সঙ্গে 'রিক্লেইম দ্য নাইট' সমর্থকের বাকযুদ্ধ। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রতিবাদেও হুলস্থূল

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা কাণ্ডের পর থেকেই বিরোধী ও সাধারণ নাগরিকদের মিছিলে কলকাতার রাজপথ উত্তপ্ত হচ্ছে। সোমবারও পথে নামে একাধিক সংগঠন। সোমবার কসবা থানা থেকে ল কলেজ পর্যন্ত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করেন ১০ থেকে ১২টি কলেজের ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরা। তাঁদের দাবি, যাঁরা ভবিষ্যতে মানুষের হয়ে লড়বেন তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়। কলেজের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির যুব সংগঠনের কর্মী-সমর্থক ও রাতদখলকারী নাগরিক মঞ্চ। এই নিয়ে দুপক্ষের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলেঘাটার মুচি বাজার থেকে মশাল মিছিল করে উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তরফে কলেজস্ট্রিটে বিদ্যাসাগর মূর্তির বিপরীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করা হয়।

অভিষেকের ফোন কল্যাণ, মহুয়াকে

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে দলের ভর্ৎসনার শিকার হয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই কল্যাণকে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সোমবারই বিরক্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সাংসদকেই ফোন করে সতর্ক করে দিয়েছেন। আগামীদিনে তাঁরা প্রকাশ্যে এই জাতীয় বিতণ্ডায় জড়ালে দল যে কঠোর পদক্ষেপ করবে, সেই হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। দলের শৃঙ্খলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওই দুই সাংসদকে অভিষেক বলেছেন, 'দলের শৃঙ্খলা সবার ওপরে। কারও ব্যক্তিগত মন্তব্যের জন্য দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হলে দল তা বরদাস্ত করবে না।' যদিও এই নিয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'ইটস এ

ক্লোজড চ্যাপ্টার।' সাংসদ মহুয়া মৈত্র ফোন তোলেননি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, কসবা কাণ্ডে অত্যন্ত অস্বস্তিতে শাসকদল। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো চোখে দেখছেন না। বরং এই ইস্যুতে দলের কে কে যুক্ত রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার এক নেতার হাত অভিযুক্ত মনোজিতের মাথায় রয়েছে বলে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিয়েছে পুলিশ। তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কসবা কাণ্ডকে মোকাবিলা করতে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে পালটা হাতিয়ার করা হবে। কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সকাল থেকেই কেন কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে না, তা নিয়ে পালটা প্রচারও শুরু করেছে তৃণমূল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা দক্ষিণ কলকাতা নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

আদিবাসী বিদ্রোহের ডাক শুভেন্দুর মুখে

'নেতা হয়ে আসিনি, আমি কুটুম্ব'

কলকাতা, ৩০ জুন : হুল দিবসে জঙ্গলমহলে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন উসকে দিয়ে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার আদায় করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজনে নতুন করে বিদ্রোহ করতে হবে।' জল, জঙ্গলের অধিকারের প্রশ্নে আদিবাসীদের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। কিন্তু উত্তরোত্তর সেই ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের হাতে নিগৃহীত হতে হচ্ছে আদিবাসীদের। এদিন প্রশাসনের সেই দমনপীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সরব হওয়ার ডাক দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু।

সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, যে অধিকার সংবিধান দিয়েছিল এই সরকার তা কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, সব ক্ষেত্রেই অস্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে শিক্ষা থেকে চাকরিতে আদিবাসীরা সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাহাড় থেকে জঙ্গল থেকে নদী বেওয়ারিশ চুরি হচ্ছে। পুলিশ ও বালি মাফিয়াদের দাপটে জল, জঙ্গল, জমিনের অধিকার হারাতে বসেছে আদিবাসীরা। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আদিবাসীদের গ্রেপ্তারের মুখে পড়তে হয়েছে লালগড়ে। অথচ রাজনৈতিক কারণে আদিবাসীদের উন্নয়নের বিরোধিতা করে চলেছে এই সরকার। আদিবাসীদের জন্য কেন্দ্রের টাকায় এই রাজ্যে ৯টি একলব্য স্কুল চালুর প্রস্তাব জমি না দিয়ে ফেলে রেখেছে এই সরকার। প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডে অবিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও সেখানেও এই স্কুল হয়েছে। অথচ এরাজ্যে তার বিরোধিতা করা হচ্ছে। ওড়িশার প্রান্তিক আদিবাসী মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করেছেন নরেন্দ্র মোদি। ছত্তিশগড় ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আদিবাসীদের মর্যাদা দেয়, আর এই রাজ্য সরকার কুর্মির সঙ্গে আদিবাসী, আদিবাসীর সঙ্গে কুর্মিদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করে।

জঙ্গলমহলের মানুষের আস্থা অর্জন করতে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি বিজেপির নেতা হিসেবে এখানে আসিনি। এসেছি আপনাদের কুটুম্ব হয়ে।' তৃণমূলে থাকাকালীন পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি জঙ্গলমহলেরও দায়িত্ব ছিল শুভেন্দুর। সেই সুবাদে জঙ্গলমহলের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। এদিন সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

হুল দিবসের অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার। ছবি-চিত্ত মাহাতো।

যোগ্যদের ডেপুটেশন

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্য জুড়ে ডিআই অফিস অভিযান করলেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ছাড়া শিলিগুড়ি, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরের প্রতিটি জেলাতে জেলা পরিদর্শকের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন সেখানের শিক্ষকরা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি হয়েছে। 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সার্টিফায়েড তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি চাকরিতে বহাল বেতন প্রাপক শিক্ষকদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে জেলা পরিদর্শকদের কাছে। শিক্ষকদের ছুটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানেরও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষক রাকেশ আলম জানিয়েছেন, 'ওবিসি জট না কাটিয়ে পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ স্থগিত রাখতে হবে। আমাদের জেলায় প্রচুর শিক্ষকদের অভিযোগ, ধার্য ছুটি দিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিআই অফিসের নির্দেশেই নাকি এমন পদক্ষেপ। জেলা পরিদর্শককে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেছেন। আবার পরীক্ষায় বসতে গেলে আমরা পাঁচঘণ্টা ধরে স্কুলে যাতায়াত করতে পারব না। প্রস্তুতি নিতে ছুটির প্রয়োজন। তাই এই বিষয়ক আর কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেই অনুরোধ আমরা ডিআইকে জানিয়েছি।' জলপাইগুড়ির কুকুরজান হাইস্কুলের শিক্ষিকা সেলিনা আখতারের বক্তব্য, 'আমরা 'যোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ নিয়ে ডিআইকে জানিয়েছি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বিকাশ ভবনের দায়িত্ব। ডিআই আমাদের প্রতিটি অনুরোধ শিক্ষাদপ্তরকে জানাবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।'

মুখ্যসচিবের মেয়াদ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবারই তাঁর কর্মজীবনের শেষদিন ছিল। আগেই তাঁর ৬ মাসের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। অবশেষে এদিন বিকালেই তাঁর মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড গ্রিভান্সেস অ্যান্ড পেনশনস মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি ভূপিন্দর পাল সিং এই নিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠিয়েছেন। প্রশাসনিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে মনোজ পন্থকে আরও ৬ মাস এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন
পরীক্ষা / নিয়োগ পরীক্ষা (আরটি) - ২০২৬-এর সময়সূচি

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	পরীক্ষা শুরুর তারিখ	পরীক্ষার সময়কাল
১.	ইউপিএসসি- আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১০.০১.২০২৬ (শনিবার	২ দিন
২.	ইউপিএসসি- পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
৩.	কম্বাইন্ড জিও সাইনটিস্ট (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	০৩.০৯.২০২৫	২৩.০৯.২০২৫	০৮.০২.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	১৭.০৯.২০২৫	০৭.১০.২০২৫	০৮.০২.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৫.	সিবিআই (ডিএসপি) এলডিসিই	২৪.১২.২০২৫	১৩.০১.২০২৬	২৮.০২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
৬.	সিআইএসএফ - এসি (এএক্সই) এলডিসিই-২০২৬	০৩.১২.২০২৫	২৩.১২.২০২৫	০৮.০৩.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৭.	এন.ডি.এ এবং এন.এ - পরীক্ষা (১), ২০২৬	১০.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫	১২.০৪.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৮.	সি.ডি.এস - পরীক্ষা (১) ২০২৬				
৯.	সিভিল সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	১৪.০১.২০২৬	০৩.০২.২০২৬	২৪.০৫.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১০.	ভারতীয় বন পরিষেবা (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬ সিএস(পি) ২০২৬ পরীক্ষার দ্বারা				
১১.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৬.০৬.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১২.	আই.ই.এস / আই.এস.এস পরীক্ষা, ২০২৬	১১.০২.২০২৬	০৩.০৩.২০২৬	১৯.০৬.২০২৬ (শুক্রবার)	৩ দিন
১৩.	কম্বাইন্ড জিও সাইনটিস্ট (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২০.০৬.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২১.০৬.২০২৩ (রবিবার)	১ দিন
১৫.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৪.০৭.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৬.	কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী (এসি) পরীক্ষা ২০২৬	১৮.০২.২০২৬	১০.০৩.২০২৬	১৯.০৭.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১৭.	সম্মিলিত চিকিৎসা পরিষেবা ২০২৬	১১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	০২.০৮.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১৮.	ইউপিএসসি পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৮.০৮.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৯.	সিভিল সার্ভিস (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২১.০৮.২০২৬ (শুক্রবার)	৫ দিন
২০.	এন.ডি.এ এবং এন.এ পরীক্ষা (২) ২০২৬	২০.০৫.২০২৬	০৯.০৬.২০২৬	১৩.০৯.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
২১.	সিডিএস পরীক্ষা (২), ২০২৬				
২২.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			২৬.০৯.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৩.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১০.১০.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৪.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			৩১.১০.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৫.	ভারতীয় বন পরিষেবা (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২২.১১.২০২৬ (রবিবার)	৭ দিন
২৬.	এস.ও / স্টেনো (জিডি-বি / জিবি - আই) এলডিসিই	১৬.০৯.২০২৬	০৬.১০.২০২৬	১২.১২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৭.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১৯.১২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন

দ্রষ্টব্য :- বিজ্ঞপ্তির তারিখ, পরীক্ষাগুলির / আরটিগুলির সংঘটিত হওয়ার তারিখ এবং সময়কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

CBC-55101/14/0002/2526

ত্রাণ চেয়ে।। প্যালেস্তাইনের একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে ছোটদের ভিড়। -এএফপি

আজ থেকে বাড়ছে রেলভাড়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতীয় রেল যাত্রী-পরিষেবায় ১ জুলাই, মঙ্গলবার থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কার্যকর করতে চলেছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে ভাড়াবৃদ্ধি, টিকিট বুকিং নিয়মে সংশোধন, চার্ট তৈরির সময় পরিবর্তন এবং আধার-নির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করা হয়েছে।

রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২০ সালের পর এই প্রথম ভাড়াবৃদ্ধি করা হচ্ছে। নন-এসি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা এবং এসি ট্রেনে প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। তবে উপনগরীয় ট্রেন, ৫০০ কিলোমিটারের কম দূরত্বের দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট এবং মাসিক পাসের ক্ষেত্রে কোনও ভাড়াবৃদ্ধি হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে রেল।

তাছাড়া এসি কোচে অপেক্ষমাণ টিকিটের সংখ্যা বেড়ে মোট আসনের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে। এতদিন এই সীমা ছিল ২৫ শতাংশ। যাত্রীদের অসুবিধা ও কোচ ফাঁকা পড়ে থাকার অভিযোগ আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুকিং, ওয়েটিং লিস্ট সহ গুচ্ছ পরিবর্তন

স্লিপার ও সেকেন্ড ক্লাস কোচের ক্ষেত্রে অপেক্ষমাণ টিকিটের সীমা নির্ধারিত হয়েছে মোট আসনের ৩০ শতাংশ। যাত্রীদের চাপ সামলে সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রীর ভ্রমণ নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

বদল হয়েছে ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও। আগে যেখানে ট্রেন ছাড়ার মাত্র ৪ ঘণ্টা আগে প্রথম সংরক্ষণ তালিকা (চার্ট) প্রকাশ হত, সেখানে এখন তা ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত হবে। কিছু ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে এই নিয়ম চালু ছিল, এবার তা সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১ জুলাই থেকে যে কোনও তৎকাল টিকিট (অনলাইন বা কাউন্টার থেকে) কাটতে গেলে আধার সংযুক্ত ইউজার আইডি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ জুলাই থেকে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য আধার-লিঙ্কড মোবাইলে পাঠানো ওটিপি ছাড়া বুকিং সম্পূর্ণ করা যাবে না।

একসঙ্গে বেশি বুকিং কমাতে এবং সাধারণ যাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে প্রতিদিন তৎকাল বুকিং শুরু হওয়ার প্রথম ৩০ মিনিটে কোনও এজেন্ট টিকিট কাটতে পারবেন না বলে ঘোষণা করেছে রেল।

এক ছাতায় চিন-পাক-বাংলাদেশ!

ভারতকে বাদ দিয়ে নয়া জোটের চর্চা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতকেই একঘরে করার চেষ্টা করছে চিন। সম্প্রতি চিনের কুনমিংয়ে চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকের পর সেই উদ্যোগে গতি এসেছে। বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন কোনও জোট গঠনের চেষ্টার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের তরফে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। সেদেশের একটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, 'আঞ্চলিক সংহতি' এবং 'যোগাযোগ'-এর স্বার্থে একটি নতুন জোট গঠন 'সময়ের প্রয়োজন' বলে মনে করছে পাকিস্তান ও চিন। সেই জোটে বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে শামিল করা হবে। নতুন জোট যে সার্কের বিকল্প হয়ে উঠবে, সেই কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

পাক ও চিনা নেতৃত্বের আশা নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সরকার অচিরে সার্কের বিকল্প জোটে যাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতকেও চিন, পাকিস্তান প্রভাবিত জোটে শামিল হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। তবে দুই দেশের ধারণা, সেই ডাকে দিল্লির সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। বাংলাদেশে পালাবদলের পর ভারতীয় উপমহাদেশে সার্কের পাশ কাটিয়ে চিন, পাকিস্তানের নতুন জোট গঠনের উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

জোর চেষ্টা

- দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন জোট গঠনের চেষ্টায় চিন-পাকিস্তান। শামিল হচ্ছে বাংলাদেশও
- চিনের কুনমিংয়ে তিন দেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর
- সার্কের পরিবর্তে নতুন জোটের ভাবনা
- বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বিষয়টি অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের তরফে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে

২০১৪-তে কাঠমান্ডু সম্মেলনের পর থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় রয়েছে সার্ক। এই নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল আঞ্চলিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ধারাবাহিক বাধা দান। ২০১৪-তে সার্ক মোটর যান চুক্তিতে ভেটো দিয়েছিল পাকিস্তান। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধে গাড়ি যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। জট কাটাতে পরের বছর বিবিআইএন মোটর যানবাহন চুক্তিতে সই করে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল। এখন চিনকে পাশে নিয়ে সেই পাকিস্তানের নতুন জোট গঠনে সক্রিয়তা যে তাদের চিরাচরিত ভারত-বিরোধী বিদেশনীতির অঙ্গ, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। চিন-পাক জোটে শামিল হওয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের বিদেশ সংক্রান্ত উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'আমরা কোনও জোট গঠন করছি না। এটি সরকারি পর্যায়ের একটি বৈঠক ছিল, রাজনৈতিক স্তরের নয়।'

অমরনাথ যাত্রায় কড়া নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ৩০ জুন : অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার অমরনাথ গুহায় তুষার-ধবল শিব দর্শন করে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী এইসময় অমরনাথে আসেন। ব্যতিক্রম হচ্ছে না এবারও। কয়েক মাস আগেই ঘটে গিয়েছে পহলগাম কাণ্ড। স্বভাবতই অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষ্যে এবার আরও বেশি সতর্ক জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং প্রশাসন। ৩৮ দিনের যাত্রা শেষ হবে ৯ অগাস্ট।

তীর্থযাত্রীরা রওনা হওয়ার আগে যাত্রাপথে তল্লাশি অভিযান জোরদার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। আধাসেনার সঙ্গে সমন্বয় করে জম্মু শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে একাধিক চেক পয়েন্ট। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তল্লাশি, নজরদারি ২৪ ঘণ্টা চলছে। সেইসঙ্গে চলছে ব্যক্তি যাচাই। এটা যৌথভাবে করছে পুলিশ, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ ও আইটিবিপি। লক্ষ্য একটাই। তা হল তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা।

নির্দিষ্ট দু'টি রুটের মধ্যে একটি ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পহলগামের রাস্তা, অন্যটি গান্ডেরবালের বালতাল রুট। দৈর্ঘ্যে ১৪ কিলোমিটার হলেও বালতালের রুট প্রচণ্ড খাড়া। দু'টি জেলার কৌশলগত জায়গাগুলিতে নিরাপত্তার বহর দেখার মতো। জাতীয় সড়ক, যাত্রাপথের প্রান্তিক এলাকা, ভগবতীনগর বেসক্যাম্প সহ সংবেদনশীল সমস্ত জায়গায় চেক পয়েন্ট চালু থাকছে ২৪ ঘণ্টা। এগুলি মনিটরিং করছেন পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্তারা। জম্মুর এসএসপি যোগিন্দর সিং ও এসপিজির গ্রুপ কমান্ডাররা জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে সালুরা পর্যন্ত যাত্রাপথের নিরাপত্তা পর্যালোচনা খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

রাজস্থানের মরুভূমিতে মৃত্যু পাক দম্পতির

জয়সলমের, ৩০ জুন : পাকিস্তানি এক কিশোর দম্পতি ভারতে এসেছিল নতুন ও নিরাপদ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। তাদের কাছে বৈধ প্রবেশপত্র (ভিসা) ছিল না। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

রাজস্থানের জনমানবশূন্য শুকনো মরুভূমিতে পথ হারিয়ে শোচনীয় মৃত্যু হল রবি কুমার (১৭) ও তার স্ত্রী শান্তি বাই (১৫)-এর। রাজস্থানের থর মরুভূমির ভিভিয়ান এলাকায় তৃষ্ণায় ছাতি ফেটেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। শনিবার উদ্ধার হয় দম্পতির নিথর দেহ। রবিবার এই তথ্য জানান জয়সলমেরের পুলিশ সুপার সুধীর চৌধুরী।

ঘটনাস্থলের একটি ছবি হৃদয়বিদারক বাস্তব তুলে ধরেছে। মৃত্যুর আগে দম্পতির অসহায়তা ও পিপাসার নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে রবির মুখের ওপর রাখা খালি জ্যারিক্যান। অনুমান, ওই জ্যারিক্যানেই পাকিস্তান থেকে জল বয়ে এনেছিল রবিরা। কিন্তু মরুভূমিতে ঢুকে পড়ার পর আর খাবার জল পায়নি তারা।

চার মাস আগে সিন্ধ প্রদেশের ঘোটকি জেলার মিরপুর মাথেলো শহরে রবি ও শান্তির বিয়ে হয়। ভারতেই ভালোভাবে বসবাসের স্বপ্নে তারা ভিসার আবেদন করলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। শেষমেশ পরিবারের নিষেধ অমান্য করে রবি সীমান্ত পেরোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমান্ত পেরিয়ে মরুভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে

তীব্র জলকষ্টে মারা যায় দু'জনেই।

পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহের কাছ থেকে পাকিস্তানি পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই নথি নিরাপত্তার খাতিরে গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে নেমেছে একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা।

হিন্দু পাকিস্তানি উদ্বাস্তু সমিতি ও সীমান্তবাসী সংগঠনের জেলা সমন্বয়ক দিলীপ সিং সোধা জানিয়েছেন, ভারত সরকার মৃতদেহ ফেরত পাঠালে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত জয়সলমেরের আত্মীয়রা। আর না পাঠালে এখানেই হিন্দু রীতি মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণ, অভিযুক্তের জামিন নাকচ

শ্রীনগর, ৩০ জুন : চলতি বছরের এপ্রিলে পহলগামের বৈসরণে পর্যটকরা জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। তার ঠিক ১১ দিন আগে ভূস্বর্গে পরিজনদের সঙ্গে বেড়াতে এসে ধর্ষিতা হন ৭০ বছরের এক মহিলা। অভিযুক্ত জুবের আহমেদের জামিনের আবেদন অনন্তনাগের আদালত খারিজ করে দিয়েছে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, এই ঘটনা সমাজের অসুস্থ মানসিকতা ও নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধা মহারাষ্ট্র থেকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন। ১১ এপ্রিল তিনি হোটেলে একা ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে জুবের আহমেদ তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। তারপর কম্বল দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে পুলিশ পাকড়াও করে।

শুক্রবার অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্য দায়রা বিচারক তাহির খুরশিদ রায়না। তিনি বলেছেন, 'আহমেদকে জামিন দেওয়ার যুক্তিগুলিকে আমি যথেষ্ট মনে করছি না।' আদালত এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের 'জামিনই নিয়ম, কারাদণ্ড ব্যতিক্রম' নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালতের যুক্তি, এই ধরনের কাজে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হলে তা খারাপ নজির তৈরি করবে। বিচারক জানিয়েছেন, পাহাড়, মাঠ, নদী, ঝরনা জম্মু ও কাশ্মীরকে কাঙ্ক্ষিত পর্যটনক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতে পারবে না। বয়স্ক মহিলা আনন্দ পাওয়ার জন্য এসে ন্যক্কারজনক আচরণের শিকার হয়েছেন। তা মর্মান্তিক।

উত্তরসূরির ইঙ্গিত দেবেন দলাই লামা

ধরমশালা, ৩০ জুন : তিব্বতীয় ধর্মগুরু চতুর্দশ দলাই লামা আগামী ৬ জুলাই নব্বই বছরে পড়ছেন। এই উপলক্ষ্যে হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় তিনদিনের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। ওইসময় নিজের উত্তরসূরি বাছতে পারেন তিনি। দলাই লামার অনুগামীরা জানিয়েছেন, এমন ইঙ্গিতই মিলেছে। খবরটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসেছে চিন। বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে বেজিং সরকার।

'বাংকার বাস্টার' বোমা বানাবে ভারতও

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ইরানে 'বাংকার বাস্টার' বোমা হামলা চালিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল আমেরিকা। অত্যাধুনিক এই বোমা এবার তৈরি করতে চলেছে ভারত।

দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও জানিয়েছে, বাংকার বাস্টারের জন্য দেশের অত্যাধুনিক ব্যালেস্টিক মিসাইল অগ্নি-৫ এর একটি নতুন সংস্করণ তৈরির কাজ চলছে। আমেরিকা বি-২ বিমান ব্যবহার করলেও ভারত এই মারণ বোমা নিক্ষেপের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে। অগ্নি-৫ এর পাল্লা ৫০০০ কিলোমিটার। নয়া সংস্করণে ৭৫০০ কেজি ওজনের বাংকার বাস্টার বোমা থাকবে। যা মাটির নীচে ৮০ থেকে ১০০ মিটার গভীরে থাকা যে কোনও ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারবে। এই সংস্করণের পাল্লা হবে ২৫০০ কিলোমিটার। গতি হবে ৮ ম্যাক থেকে ২০ ম্যাক। মূলত শত্রু দেশের কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার, মাটির তলায় থাকা মিসাইল পরিকাঠামো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংসে ব্যবহার করা হতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র। এই মারণাস্ত্র তৈরি হলে পাকিস্তানের পুরো এলাকাই অগ্নি-৫ বাংকার বাস্টারের আওতায় চলে আসবে।

কারখানায় বিস্ফোরণ মৃত ১৩ শ্রমিক

কারখানায় আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। সোমবার।

হায়দরাবাদ, ৩০ জুন : ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার পাটানচেরু এলাকা। সোমবার সকালে বিস্ফোরণটি ঘটেছে পাটানচেরুর পাসামাইলাম শিল্পাঞ্চলের একটি রাসায়নিক কারখানায়। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার বিরাট চুল্লিটি ধসে পড়েছে। কমপক্ষে ১৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০ জন। তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যখন বিস্ফোরণ ঘটে সেইসময় কারখানায় পুরোদমে কাজ চলছিল। বেশ কয়েকজন শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিল। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে একাধিক শ্রমিক প্রায় ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। আগুন খুব দ্রুত গোটা কারখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আরও ৭ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, 'তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডির এক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।' মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ধর্ষিতাকে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ

ঢাকা, ৩০ জুন : নতুন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তালিকাটা ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লার মুরাদনগরে এক হিন্দু মহিলাকে ঘরে ঢুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ফজর আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতাকে বিবস্ত্র করে মারধর এবং সেই ভিডিও তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার ঘটনায় আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। তবে একটি মহল যে গোটা বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফজর আলি সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন খোদ নির্যাতিতা।

একজন ধর্ষক শাস্তি পেলে কেন এলাকায় শান্তি বজায় থাকবে না স্বাভাবিকভাবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা, ধর্ষণের ঘটনার পর ওই মহিলা সহ স্থানীয় হিন্দুদের ওপর চাপ তৈরি করেছে প্রশাসন ও মৌলবাদীদের একাংশ। নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় ধর্ষিতা মামলা তুলে নিতে চাইছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি অভিযুক্ত ফজল আলির শাস্তি চাই না। আমি শুধু শান্তি চাই। যারা আমার ভিডিও করে ছেড়েছে তারাও মুক্তি পাক।' নির্যাতিতা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণের ঘটনার পর থেকে স্বামী আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছেন না। স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোর বদলে তিনি তাঁকে ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে বলেছেন। সব দিক বিবেচনা করে শান্তিতে থাকতেই ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে চাইছেন বলে ধর্ষিতা জানিয়েছেন।

মণিপুরে গুলি হত কুকি নেতা সহ ৪

ইম্ফল ও গুয়াহাটি, ৩০ জুন : রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে পর পর গুলিতে মৃত্যু হল এক কুকি নেতা সহ চারজনের। ঘটনাটি ঘটে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। সোমবার বিকালে এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ৭২ বছর বয়সি পথচারী মহিলা। তাঁর নাম ফালহিং। তিনি কোইটে গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ভয়াবহ এই হামলায় কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (কেএনও)-এর অন্তর্ভুক্ত কুকি ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ)-র ডেপুটি চিফ থেংখোথাং হাউকিপ ওরফে থাহপি (৪৮) নিহত হয়েছেন। একই সঙ্গে মারা গিয়েছেন আরও দুই কেএনএ সদস্য। তাঁরা হলেন সেইখোগিন (৩৪) ও লেংগৌহাও (৩৫)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ চূড়াচাঁদপুরের মংজাং গ্রামে একটি সাদা এসইউভি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় এই হামলা চালায় প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি গোষ্ঠী ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইউকেএনএ)। নিহত লেংগৌহাও ছিলেন কেএনও-প্রধান পিএস হাউকিপের জামাই।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলার পরে তারা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিকে হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়া একটি বিবৃতিতে ইউকেএনএ দাবি করেছে, তাদের এক নেতা সহ ৩০ জন সদস্যকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই তারা এই হামলা চালিয়েছে।

বন্দুকবাজের হামলা, মৃত ৩

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন : আবার বন্দুকবাজের হামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এবার ইডাহোতে। রবিবার ইডাহোর কুটিনাই কাউন্টির একটি পার্কে হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ায় তা নেভাতে এসে গুলির মুখে পড়লেন দমকলকর্মীরা। এক বন্ধুকধারী দমকলকর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতে দুই দমকলকর্মী মারা যান। আহত হয়েছেন একজন। সন্দেহভাজন বন্ধুকধারী পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছে। তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে বন্দুকটিও।

ফ্ল্যাটে স্বেচ্ছাবন্দি তিন বছর

নভি মুম্বই, ৩০ জুন : রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার নভি মুম্বইয়ের জুঁইনগর এলাকায়। সেখানকার বাসিন্দা ৫৫ বছরের অনুপকুমার নায়ার গত তিন বছর ধরে ফ্ল্যাটের ছোট্ট একটি ঘরে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে ফেলেছিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র অনলাইনে খাবার আনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। পরিবারে একের পর এক মৃত্যু, বন্ধুবিহীন জীবন এবং অবিশ্বাস তাঁকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

সম্প্রতি স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছ থেকে খবর পেয়ে অনুপবাবুকে উদ্ধার করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সিল'-এর কর্মীরা। সেক্টর ২৪-এর ঘারকুল সিএইচএস-এ অনুপবাবুর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা দেখতে পায়, গোটা ফ্ল্যাট ময়লা-আবর্জনায় ভরা। অনুপবাবুর দিন কাটত একচিলতে ঘরের ছোট্ট

উদ্ধারে প্রাণ বাঁচল প্রৌঢ়ের

একটি চেয়ারে। অন্য আসবাব বলতে তাঁর কিছু ছিল না।

সংস্থার প্যাস্টর (ধর্মযাজক) কেএম ফিলিপ জানান, অনুপবাবুর মা পুনম্মা নায়ার ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনায় টেলিকম শাখার কর্মী এবং বাবা ভিপি কুট্টি কৃষ্ণন নায়ার কাজ করতেন টাটা হাসপাতালে। গত ছয় বছরে মা-বাবা দু'জনেই প্রয়াত হয়েছেন। বিশ বছর আগে আত্মহত্যা করেন তাঁর দাদাও। তারপর থেকেই অনুপবাবু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেন।

উদ্ধারের পর পনভেলের সিল আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুপবাবুকে। সেখানেই সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'এখন আর আমার কোনও বন্ধু নেই। মা, বাবা, দাদা—সবাই মারা গিয়েছেন। স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় নতুন কোনও কাজও খুঁজে পাচ্ছি না।' মাসিনা হাসপাতালের মনোচিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা মহাজন বলেন, 'স্বজন বিয়োগের শোক থেকে একাকিত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই শোক গভীর অবসাদে পরিণত হয়। তখন তাঁরা নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, জীবনের মূল্যহীনতা ইত্যাদি উপলব্ধিতে ডুবে গিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন নিজেকে। এটা অসুখ।'

সিল সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আব্রাহাম মাথাই-এর কথায়, 'অবসাদের রোগীর চিকিৎসা না হলে, সেটা মারাত্মক ব্যাপার। অনুপবাবুর মতো কেউ কেউ বেঁচে যান। কিন্তু নির্জন ফ্ল্যাটে একা একা প্রাণ হারান অনেকেই। তাঁদের খোঁজ মেলে অনেক পরে, মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ বেরোলে। এটা কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজেরও অসুখ।'

দুর্ঘটনায় মৃত ৪০

ডোডোমা, ৩০ জুন : তানজানিয়ায় দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত অন্তত ৪০। আহত ৩০। একটি বাস বিয়েবাড়ির যাত্রীদের নিয়ে রওনা দিয়েছিল। সাবাসাবা এলাকার কাছে উলটোদিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে আগুন লেগে যায়। সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসান।

আরও পণ চাই, চাপে 'আত্মঘাতী' নববধূ

চেন্নাই, ৩০ জুন : আরও চাই। আরও। ৮০০ গ্রাম সোনা, ৭০ লাখির ভলভো পেয়েও খুশি হয়নি শ্বশুরবাড়ি। মেটেনি তাদের চাহিদা। আরও পণের দাবিতে নাছোড় শ্বশুরবাড়ির লাগাতার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের জেরে বিয়ের দু'মাসের মধ্যে আত্মঘাতী হলেন তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরের ২৭ বছরের রিধন্যা। মন্দিরে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কীটনাশক খান। মারা গিয়েছেন। পুলিশ রিধন্যার স্বামী কভিন কুমার, শ্বশুর ঈশ্বরমূর্তি, শাশুড়ি চিত্রাদেবীকে গ্রেপ্তার করেছে। রুজু হয়েছে মামলা।

চলতি এপ্রিলে রিধন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় কভিন কুমারের। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া থেকে শুরু আরও যৌতুকের চাপ। প্রথমে সহ্য করেছেন মুখ বুজে। কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক, মানসিক চাপ নিতে না পেরে চরম পথ নেন। মণ্ডিপালায়ামে মন্দিরে যাওয়ার নাম করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হন। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কীটনাশক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন। দীর্ঘক্ষণ গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাধারণ মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা পুলিশে খবর দেয়। গাড়িতে রিধন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখে পুলিশ।

সূত্রের খবর, মৃত্যুর আগে বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন রিধন্যা। তিনি লিখেছেন, 'বাবা আমি আর পারছি না। কাকে বলব আমার কষ্টের কথা। সবাই মানিয়ে নিতে বলবে। কারোর কাছে বোঝা হতে চাই না। আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়া অবধি তুমি আর মা আমার কাছে পৃথিবী। দুঃখিত বাবা, আমি চলে যাচ্ছি।'

বাবা আন্নাদুরাই জানিয়েছেন, তিনি বিচার চান। তদন্ত চলছে।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতে দুর্ভোগ

নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের আকাল

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : মিলছে না ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপার। তাই বাইরের জেলা থেকে স্ট্যাম্প পেপার কিনে প্রশাসনিক কাজ চলছে। এমন পরিস্থিতি চলছে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে। চাহিদামতো স্ট্যাম্প পেপার না মেলায় আদালতে কাজ করাতে এসে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতে প্রতিদিন গড়ে ৩০০টি অ্যাফিডেভিট হয়। আদালত চত্বরের সরকারি ভেন্ডারদের কাছে ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপার নেই। ফলে বাইরের থেকে স্টাম্প পেপার এনে কাজ করতে হচ্ছে আইনজীবীদের। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, জেলা আদালত চত্বরে স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজারি চলছে। ১০, ২০ ও ৫০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার দ্বিগুণ দামে বিক্রি করা হচ্ছে। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত সরকারের প্রশ্ন, 'আমাদের আদালত চত্বরের ভেন্ডারদের কাছে যে স্ট্যাম্প পেপারগুলি আসে সেগুলি কোথায় যাচ্ছে?' এর সঙ্গে বড় কোনও চক্র জড়িত রয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ। এবিষয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাওন চৌধুরী জানান, এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। সব মূল্যের স্ট্যাম্প পেপার অনেক সময় পাওয়া যায় না। তাই বাড়তি দাম দিয়ে স্ট্যাম্প পেপার কিনতে হয়।

রায়গঞ্জ জেলা আদালত।

বর্তমান পরিস্থিতি

- রায়গঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে ১০, ২০, ৫০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার অমিল
- বাড়তি টাকা দিয়ে স্ট্যাম্প পেপার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ
- আদালত চত্বরে স্ট্যাম্প পেপারের কালোবাজারি চলছে বলে অভিযোগ আইনজীবীদের একাংশের
- এর সঙ্গে বড় কোনও চক্র জড়িত বলে সন্দেহ, দ্রুত ঘটনার কিনারা করার দাবি

আদালতের স্ট্যাম্প ভেন্ডার বিধানচন্দ্র পাল বলেন, 'আমরা জেলা আদালত থেকে ১০, ২০, ৫০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পাই না। যা পাই তাই বিক্রি করি। কেন ১০ বা ২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পাওয়া যাচ্ছে না এর উত্তর জেলা প্রশাসন দিতে পারবে।'

১০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় বাধ্য হয়ে মানুষ ১০০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার কিনছে। আবার অনেক সময় স্ট্যাম্প পেপারের অভাবে কাজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে আদালতকর্মীদের। প্রায় এক মাস ধরে এই সমস্যা চলছে বলে অভিযোগ করেন আদালতের কর্মীরা। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের স্ট্যাম্প পেপার ভেন্ডার তন্দ্রা বিশ্বাস সরকার বলেন, 'আমরা ১০ এবং ২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার চেয়েও পাচ্ছি না। এই দামের স্ট্যাম্প পেপারের চাহিদা সব থেকে বেশি থাকে। উপায় না পেয়ে একপ্রকার বাধ্য হয়ে অন্যান্য দামের স্ট্যাম্প পেপার বিক্রি করছি।'

সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য অ্যাফিডেভিট করাতে এসে নাজেহাল হতে হচ্ছে কলেজ পড়ুয়াদের। এই প্রসঙ্গে, এক কলেজ পড়ুয়া ডোনা পাল বলেন, 'বাইরের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করেছি। এক্ষেত্রে অ্যাফিডেভিট করা বাধ্যতামূলক। আদালত চত্বরে এসে দেখি ১০ বা ২০ টাকার একটিও স্ট্যাম্প পেপার নেই। তাই বাধ্য হয়ে ১০০ টাকার স্ট্যাম্প পেপার কিনে কাজ করাতে হল।'

বাবলা খুনে আজ সাক্ষ্যগ্রহণ

মালদা, ৩০ জুন : তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার থেকে পরপর চারদিন সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগামীকাল সাক্ষ্য দেবেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক। জেলা মালদা জেলা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দুপুর তিনটে থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হবে।

চলতি বছর ২ জানুয়ারি মালদা শহরের নৃশংসভাবে খুন হয়ে যান জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল ওরফে বাবলা সরকার। ঘটনায় অভিযুক্তের তালিকায় ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি সহ ১০ জনের নাম সামনে আসে। ঘটনার দিনেই উদ্ধার হয়েছিল একটি বাইক। প্রথম সাক্ষ্যের দিন ওই বাইক উদ্ধার নিয়ে জেলা পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তা সাক্ষ্য দেবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও সাক্ষ্য দেবেন বাবলা সরকারের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের সময় উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট।

মালদার মিশন ঘাটে যাত্রীর প্রতীক্ষায় মাঝি। সোমবার অরিন্দম বাগের তোলা ছবি।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মারকলিপি পড়ুয়াদের

অভিযোগ উড়িয়ে অধ্যাপকের পাশে

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : ছাত্র সংগঠন এবিভিপি'র অভিযোগকে নস্যাৎ করে অভিযুক্ত অধ্যাপকের পাশেই দাঁড়ালেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক তথা তৃণমূল প্রভাবিত অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার রাজ্য সম্পাদক সিদ্দিক আলম বেগের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তোলে। এবিভিপি'র অভিযোগ ছিল, দর্শনের ওই অধ্যাপক তিন মাসের বেশি সময় ধরে প্রতিষ্ঠানে আসেন না। সেই ইস্যুতেই এদিন এবিভিপি'র বিরুদ্ধে পালটা মিথ্যাচারের অভিযোগ এনে রেজিস্ট্রারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন দর্শন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা।

সোমবার ৮৬ জন ছাত্রছাত্রী তাঁদের স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে দিতে যান। রেজিস্ট্রার না থাকায় ডেপুটি রেজিস্ট্রার ওই স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের স্নাতকের ষষ্ঠ সিমেস্টারের ছাত্রী বিনিতা পাল বলেন, 'সিদ্দিক স্যর উপস্থিত ছিলেন না বলে যে তিন মাস সময়ের কথা বলা হয়েছে, সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ও গ্রীষ্মাবকাশ চলছিল। তার মধ্যেও স্যর এসেছিলেন। শুধুমাত্র কয়েকদিনের জন্য স্যর অন্য দেশে গিয়েছিলেন পড়াশোনা সংক্রান্ত কাজে। এর বাইরে স্যর ডিপার্টমেন্টে এসেছেন এবং ক্লাসও নিয়েছেন।' মজিবুর রহমান নামে স্নাতকোত্তরের এক ছাত্রের কথায়, 'স্যর প্রত্যেক সময় ক্লাস নিয়েছেন। পরীক্ষার সময় তো ক্লাস বন্ধ থাকে। তাই তখন ক্লাস নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

স্মারকলিপিতে পড়ুয়ারা রেজিস্ট্রারকে জানিয়েছেন, অধ্যাপক সিদ্দিক আলম বেগ চলতি বছরের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত ছিলেন ও কোনও ক্লাস নেননি বলে এবিভিপি যে অভিযোগ তুলেছে তা ঠিক নয়। পড়ুয়াদের দাবি অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা হল, মার্চের অধিকাংশ সময় ধরে পরীক্ষা চলেছে। এপ্রিলের ৭ তারিখের মধ্যে স্নাতকের পরীক্ষা শেষ হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক ছুটি পালিত হয় এবং ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানে কোনও ক্লাসই হয়নি। মে মাসে প্রথম সপ্তাহে ক্লাস হওয়ার পর গরমের ছুটি পড়ে যায়। ১৯ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত সিদ্দিক বাংলাদেশের কলেজে লেকচার দিতে অ্যাকাডেমিক ছুটিতে ছিলেন বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগ নস্যাৎ

- এবিভিপি'র অভিযোগ ছিল ওই অধ্যাপক তিন মাস ধরে প্রতিষ্ঠানে আসেন না
- সোমবার দর্শন বিভাগের ৮৬ জন পড়ুয়া ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ এনে স্মারকলিপি দেন
- তাঁদের দাবি অধ্যাপক রুটিন মেনে সমস্ত ক্লাস নিয়েছেন
- এর পেছনে রহস্য দেখছে এবিভিপি। দাবি, ভয় দেখিয়ে পড়ুয়াদের স্মারকলিপি দিতে বাধ্য করা হল

অধ্যাপক সিদ্দিক আলম বেগ বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসায় ভালো লাগল। আমি শুরু থেকেই বলছি, আমি নিজের কর্তব্যের প্রতি অবিচল। আজকে ছাত্রছাত্রীরাও সেকথাই বললেন। আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কারও মদতে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছিল।'

যদিও এর পিছনে বড় রহস্য দেখছে ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। সংগঠনের রাজ্য সহ সম্পাদক (উত্তরবঙ্গ) দীপ দত্ত বলেন, 'সমস্ত কিছুই ওই অধ্যাপকের তৈরি করে দেওয়া। অধ্যাপক ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় নম্বর কমিয়ে দেওয়া, ফেল করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে স্মারকলিপি জমা দিতে বাধ্য করেছেন। যেভাবে তারিখ উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন তাতে এটা স্পষ্ট যে অধ্যাপক নিজেই নিজের পক্ষে স্মারকলিপি জমা করিয়েছেন। সেই সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাকি অধ্যাপকরা এলেও তিনি এলেন না কেন?'

স্মারকলিপি পাওয়ার পর রেজিস্ট্রার ডঃ দুর্লভ সরকার জানিয়েছেন, 'সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।'

পেয়ারাটি আমি খেলাম পেড়ে...

বালুরঘাট শহরে সোমবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

শিয়ালের ডাকে আতঙ্ক শহরে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : 'আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা? ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা!' প্রথম প্রথম হঠাৎ চোখে পড়লে এভাবেই কুকুর ভেবে এড়িয়ে যেতেন অনেকে। কিন্তু পরে সবাই বুঝলেন, রায়গঞ্জ শহরের বুকে সত্যিই শিয়ালের হুক্কাহুয়া! সন্ধ্যা নামলেই শিয়ালের উপদ্রব হচ্ছে শহরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে। চারপাশে বাড়িঘর। পাড়ার মধ্যিখানে একটি পরিত্যক্ত ঝোপজঙ্গলে ঘেরা জায়গা। সেখানেই আস্তানা গেড়েছে শিয়ালপণ্ডিতের দল। সন্ধ্যায় বা রাতে তো বটেই, কখনও দিনের বেলাতেও রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে শিয়াল, ঢুকে পড়ছে এ বাড়ি সে বাড়ি। একরকম আতঙ্কে চলাফেরা করতে হচ্ছে বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ।

শহরের দেবীনগর গয়লাল রামহরি উচ্চবিদ্যাপীঠ সংলগ্ন একফালি পরিত্যক্ত জঙ্গলঘেরা জায়গাতেই শিয়ালের আস্তানা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গভীররাতে মাঝেমধ্যেই শিয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। শিয়ালের দাপাদাপিতে ছোট বাচ্চাদের পাশাপাশি বড়রাও আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। সন্ধ্যার পরে একটু অসতর্ক হলেই বাড়ির পোষ্যদের ওপর হামলা চালাচ্ছে শিয়াল। তাছাড়া পাড়ার রাস্তাঘাটে চলতে গিয়েও অনেক সময় সামনে চলে আসছে ধূর্ত প্রাণীটি।

স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক সুবীর ধর বলেন, 'শহরে বাস করেও শিয়ালের আতঙ্কে থাকতে হয়! ভাবতেই পারছি না। রাতে ওদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায়।' অপর এক বাসিন্দা সুজিত বিশ্বাসের কথায়, 'সন্ধ্যা হলে যেভাবে ওই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তাঘাটে শিয়াল ছোটাছুটি করে তাতে বাড়ির ছোটদের নিয়ে আতঙ্কে থাকতে হয়।' ওই এলাকায় মোমো বিক্রি করেন সঞ্জিত পাল। তিনি জানালেন, শিয়ালের ভয়েই নাকি সন্ধ্যার পর তাঁর দোকানে ছোটদের ভিড় কমে গিয়েছে।

শহরে কেন এই শিয়ালের উৎপাত? পশুপ্রেমী সংস্থার সদস্যদের মতে, শহরে জলাভূমি বুজিয়ে ও জঙ্গল কেটে গড়ে উঠছে বড় বড় বিল্ডিং। বিপাকে পড়তে হয়েছে শিয়াল, সাপ আর বেজির মতো প্রাণীদের। ক্রমশ কমছে শিয়ালের খাবার ও বাসস্থান। তাই পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে খাবারের খোঁজে শিয়াল ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে।

সমস্যার কথা স্বীকার করেন পুরসভার স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ সাহা। বলেন, 'লোকালয়ে কীভাবে এত শিয়াল এল, বুঝতে পারছি না। বন দপ্তরকে জানিয়েছি, শিয়ালগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য।' রায়গঞ্জের বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা অবশ্য বলছেন, 'শিয়াল ধরার কোনও নিয়ম নেই। ওদের ওই এলাকায় প্রাকৃতিক আবাসস্থল রয়েছে। তাই এলাকার মানুষকে সচেতন থাকতে হবে। কোনও কিছুর সাহায্যে আওয়াজ করলে ওরা চলে যাবে।'

আত্রেয়ী খাঁড়ি সাফাই শুরু

বালুরঘাট, ৩০ জুন : বহু বছর ধরে বালুরঘাটের আত্রেয়ী খাঁড়ি কচুরিপানায় ঢেকেছিল। এতে একদিকে যেমন মশার উপদ্রব বাড়ছিল তেমনি খাঁড়ির সৌন্দর্য ক্রমশ নষ্ট হচ্ছিল। বারবার এই নিয়ে শহরবাসী পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে এতদিন কোনও কাজ হচ্ছিল না। অবশেষে পুরসভার আবেদনে সাড়া দিয়ে খাঁড়ির হাল ফেরাতে উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর।

বিশেষ বোটের সঙ্গে ব্লেড লাগিয়ে সাফাই কাজ শুরু হয়েছে। সেচ দপ্তরের বালুরঘাট ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অঙ্কুর মিশ্র বলেন, 'শহরের আত্রেয়ী খাঁড়ি পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। ডেঙ্গি সহ বিভিন্ন পতঙ্গবাহিত রোগের বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে পুরো খাঁড়ি পরিষ্কার করা হবে।'

বালুরঘাটের আত্রেয়ী বা ডাঙ্গা খাঁড়ি শহরকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। শহরের মধ্যে অধিকাংশ জায়গাজুড়েই ওই খাঁড়ি কচুরিপানায় ঢেকে ছিল। আন্দোলন সেতু থেকে শুরু করে মোটরকালী ব্রিজ বা পাইল ব্রিজ যে কোনও জায়গা থেকে ওই খাঁড়ি দেখে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন গীতাঞ্জলি ফুটব্রিজ এলাকার দু'পাশে খাঁড়িতে নেমে কচুরিপানা পরিষ্কার করা হয়। বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্রর কথায়, 'সেচ দপ্তরে খাঁড়ি পরিষ্কার করে তার আগের রূপ ফেরানোর আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই কাজ শুরু হয়েছে।'

অবহেলায় শরৎচন্দ্রের মূর্তি

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ৩০ জুন : পুরাতন মালদা শহরের গৌড় কলেজ রোডের ঠিক পাশেই রয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি। কিন্তু মূর্তিটি আজ অযত্ন, অবহেলার চরম নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গৌড় মহাবিদ্যালয়ের সামনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মূর্তি।

গৌড় কলেজের মুখে ও শরৎচন্দ্র মিনি মার্কেটের পাশে ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষে পুরসভার তহবিল থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচে এই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের এই দিকপালকে শ্রদ্ধা জানানো এবং তাঁর অবদানকে স্মরণীয় রাখা ছিল এর উদ্দেশ্য। তবে, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির অভাবে এটির আজ বেহাল দশা। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্থাপনের পর থেকেই মূর্তিটি অবহেলায় পড়ে রয়েছে। পাখির বিষ্ঠা ও ধুলোবালির পুরু আস্তরণ জমেছে মূর্তিটির গায়ে। মূর্তিটির চারপাশে টেলিফোনের তার জড়িয়ে যাওয়ার ফলে নষ্ট হচ্ছে সৌন্দর্য। আশপাশে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। অনেকে আবার সুযোগ বুঝে সেটিকে ঘিরে ছোট ছোট গুমটিঘর এবং ঠ্যালাগাড়ি বসিয়েছেন। যার ফলে, জায়গাটি আরও অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, 'আসলে রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে আমাদের দিক থেকে কোনও সমস্যা নেই। আমরা নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চালিয়ে যাই। তবে কিছু অসাধু ব্যক্তি নিয়ম উপেক্ষা করে, সব জেনেশুনে মূর্তির আশপাশে নোংরা করছে। পাশাপাশি যারা অবৈধভাবে জায়গা দখল করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নেব।'

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম নন্দী বলেন, 'মূর্তিটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে। এর সঠিক সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। চারদিকে আবর্জনা, টেলিফোন তার জড়ানো রয়েছে। মূর্তিটির সৌন্দর্য বর্তমানে পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছে। আমরা চাই পুরসভা দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ করুক। মূর্তিটির বর্তমান অবস্থা যেন সামাজিক অবক্ষয়ের এক করুণ প্রতিফলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মহান লেখকের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সকলের কর্তব্য।' দ্রুততার সঙ্গে মূর্তিটি পরিষ্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণে পরিকল্পনা করা হবে বলে পুরাতন মালদা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার শুভ্র দাস জানিয়েছেন।

স্মারকলিপি

মালদা, ৩০ জুন : কসবার আইন কলেজে পড়ুয়াকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে মালদা জেলার প্রতিটি কলেজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবিতে স্মারকলিপি দিল শিবসেনার মালদা কমিটি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সমস্ত কলেজ ক্যাম্পাসে পড়ুয়া, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী ছাড়া বহিরাগতদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। সংগঠনের মালদা জেলা সভাপতি উত্তমকুমার নন্দী জানিয়েছেন, সবমিলিয়ে পাঁচ দফা দাবি তুলেছে শিবসেনা নেতৃত্ব।

ডিএ দাবি

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : ডিএ নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগে সোমবার রায়গঞ্জ বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ করে কোঅর্ডিনেশন কমিটি। টিফিন বিরতির সময় বিক্ষোভ দেখান সরকারি কর্মীরা। নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আশিস কর সহ আরও অনেকে।

পড়তে হবে

৩০ জুন পত্রিকায় ৯-এর পাতায় 'দেড় বছর পেরিয়েও শেষ হয়নি কাজ' শীর্ষক খবরে 'অগাস্টের মধ্যে সমস্ত নির্মাণকাজ শেষের আশ্বাস দিয়েছেন জেনারেল ম্যানেজার' পড়তে হবে।

দুয়ারে চা-এর ধারণায় বিকল্প আয়ের আশা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ জুন : চাকরি নেই তো কী! চা তো আছে। থুড়ি, চায়ের ব্যবসা আছে। ব্যবসার কোনও কারখানা নেই, দোকান নেই। আছে শুধু একজোড়া সাইকেল। বালুরঘাটের দুই তরুণ সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিয়ে ঘুরে বেড়ান শহরজুড়ে। সাইকেলে লাগানো বাস্কেটে থাকে চা।

সবসময় 'চা চাই' হাঁকতেও হয় না। উলটে মোবাইলে বরাত আসে। অমুক জায়গায় চা নিয়ে এসো। অমনি সাইকেল চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হন তাঁরা। একসঙ্গে নয়। দুজনের আলাদা ব্যবসা। আলাদাই ছোটেন। একজন বালুরঘাটের চকভৃগুর কৌশিক দাস, অন্যজন নামাবঙ্গির সমীর সাহা।

কোভিডকালে সংসারের অসচ্ছলতায় আয়ের পথ খুঁজতে সেই যে চা ফেরি শুরু করেছিলেন কৌশিক ও সমীর, সাইকেলের গতি আর বন্ধ হয়নি। কিছু স্পেশালিটিও আছে তাঁদের তৈরি চায়ের। কৌশিক বলেন, 'স্বাস্থ্যকর উপাদান দিয়ে বানানো আমাদের চা শুধু স্বাদে নয়, ওষুধ হিসেবেও কাজ করে। গলার সমস্যায় গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গ তো একধরনের ওষুধই।'

বালুরঘাট কলেজ, থানা মোড় কিংবা হাইস্কুল মাঠ প্রতিদিন কয়েক ডজন কাস্টমারের কাছ থেকে ডাক আসে কৌশিকের কাছে। সমীর জানালেন, সকাল সাতটায় চা তৈরি করে বাড়ি থেকে বের হন। সারাদিনে প্রায় ১২ লিটার চা বিক্রি হয়। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা। আদালত চত্বর, তহবাজার ইত্যাদি বিভিন্ন আড্ডার জায়গায় তাঁর দেখা মেলে।

বাঙালির আড্ডার সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে না থাকলে জুতসই হয় না। ঠিক সুবাদে দুয়ারে চা নিয়ে পৌঁছে যান কৌশিক ও সমীর। আড্ডা ছেড়ে কাউকে আর চায়ের দোকানে যেতে হয় না। এক ফোনে চায়ের ফ্লাস্ক নিয়ে হাজির হন দুই ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। বন্ধুদের আড্ডা, নাটকের মহড়া, রাজনৈতিক দলের সভা- সব জায়গায় তাঁদের অবারিত যাতায়াত।

দুয়ারে চা। এক ফোনেই হাজির। ছবি : মাজিদুর সরদার

ধোঁয়া ওঠা লাল চা, তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার লেবু, গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গের নির্যাস। মাত্র ৫ টাকায় এমন নিখাদ ভালোবাসা বড় একটা মেলে না যে। ক্রেতার রুচি এবং পছন্দমাফিক কখনও ফরমায়েসি চা-ও বানিয়ে দেন। কেউ হয়তো গোলমরিচ, আদার সঙ্গে সামান্য বিট নুন দিয়ে লাল চা খেতে ভালোবাসেন, লেবুর সঙ্গে আদার ঝালঝাল রসায়নটা হয়তো কারও বেশি পছন্দ। হাসিমুখে সব আবদার সামলান এই দুজন।

বালুরঘাটের নাট্যকর্মী কাঞ্চন সাহার মতে, 'ক্লান্ত বিকেলে এক কাপ সুগন্ধী লাল চা ঘুচিয়ে দিচ্ছে সব ক্লান্তি।' চায়ের চাহিদা পূরণ করে লাভের মুখ দেখছেন বলেই না কৌশিক ও সমীর অন্যদেরও পথ দেখাচ্ছেন। গরম এককাপ লাল চা-এ জন্ম দিচ্ছে নতুন আশা।

ফিফা'র স্কুল ফুটবল উদযাপন

বালুরঘাট, ৩০ জুন : বালুরঘাটের পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গত ২৯ জুন ফিফা ফুটবল ফর স্কুল প্রোগ্রামে যোগদান করে। এটি শিক্ষামন্ত্রক ও ফিফার একটি যৌথ উদ্যোগ। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যজুড়ে মোট ১১৩টি ফুটবল বিতরণ করা হয়।

ওইদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজকর্মী স্বরূপ চৌধুরী। তিনি পড়ুয়াদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য শিক্ষার সঙ্গে খেলাধুলোর গুরুত্বের উপরও জোর দেন। ওইদিন পিএম শ্রী কেভি দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট ও পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়।

স্বরূপ চৌধুরী ছাড়াও প্রখ্যাত ফুটবলার মলয় ভৌমিক ও গোবিন্দ মাহাতোও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। পিএম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যক্ষ সন্দীপ দত্ত ও পিএম শ্রী কেভি দক্ষিণ দিনাজপুরের ভেন্যু প্রিন্সিপাল এস. শ্রীনিবাস রাজা সহ অনুষ্ঠানে অসংখ্য পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই নতুন প্রজন্মের প্রতিভাদের ফুটবলে অংশগ্রহণ করাতে শিক্ষামন্ত্রক ও ফিফার এই যৌথ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

রায়গঞ্জের নৌকাঘাট থেকে কুলিক নদী পারাপার। সোমবার। ছবি : দিবাকর সাহা

মোবাইল চুরিতে ধৃত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩০ জুন : চুরি যাওয়া ১৬টি মোবাইল সহ সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর বিহার সীমানা সংলগ্ন কুমেদপুর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম আরিফুল ইসলাম। গত সপ্তাহে ওই এলাকার একটি মোবাইলের দোকান থেকে ১৬টি নতুন মোবাইল চুরি গিয়েছিল। চুরির ঘটনায় আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কুপিয়ে খুন

বহরমপুর, ৩০ জুন : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা। এই ঝামেলা থেকে বৌদিকে কুপিয়ে খুন করেন ভাশুর। ঘটনাটি রবিবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার সুতি এলাকার। মৃতার নাম পিংকি দাস (৩৬)। গ্রাম ছেড়ে পালানোর সময় সোমবার ঘটনায় অভিযুক্ত নিবিড় দাসকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

দীর্ঘদিন ধরেই সম্পত্তি ভাগ নিয়ে ওই পরিবারে ঝামেলা চলছিল। সেই ঝামেলার জেরেই নিবিড় রবিবার পিংকির ওপর হামলা করেন। পিংকিকে উদ্ধার করে প্রথমে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ডিএসও'র দাবি

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : একাধিক দাবিতে সোমবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মুরারিমোহন মণ্ডলের কাছে ডিএসও দাবিপত্র জমা দেয়। এদিন দুপুরে সংগঠনের ছয়জন প্রতিনিধি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, 'চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের সসম্মানে বিদ্যালয়ে যোগদান, অযোগ্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, শিক্ষা দপ্তরের সমস্ত শূন্যপদে নিয়োগ, একাদশ-দ্বাদশে সিমেস্টার এবং চার বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল করা, ছাত্রছাত্রীদের এক-তৃতীয়াংশ ভাড়ায় বাসে যাতায়াতের ব্যবস্থার দাবি সহ নানা বিষয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।'

নিরাপদ নন

প্রথম পাতার পর

তাঁর নামে শ্লীলতাহানির তখন মামলা দায়ের হল। এরপর ২০১৮ সালে আবার তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ২০২৩ সাল থেকে তাঁর দাপট আবার বাড়তে শুরু করে। যে অভিযোগপত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতি থাকাকালীন মনোজিতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ছিল।

গড়িয়াহাট থানায় ২০১৭ সালেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় কলেজ চত্বরে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার জন্য। কলেজ চত্বরে মদ ও গুন্ডাবাহিনী নিয়ে এসে দাদাগিরি করতেন বলে সকলে ভীত থাকতেন। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দেখিয়ে হুমকি দিয়ে বলতেন, পুলিশ বা অন্য কেউ তাঁর কিছু করতে পারবে না। এর আগেও কলেজে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী বলেন, 'কলেজের পিকনিকে গিয়েও অভব্য আচরণ করত জুনিয়ারদের সঙ্গে। সামনে বোন, দিদি বলে পিছনে কুপ্রস্তাব দিত। কেউ প্রতিবাদ করলে বলত, দেখবি ওই মেয়েটি আমার দলের হয়ে যাবে। আমাকে কালচারাল প্রোগ্রামের সেক্রেটারি করে দেবে বলেছিল। ও একটা পিশাচ।' ২০১৮ সালে মার্চ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে দুই ছাত্রী যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিল। তাঁরা গোপন জবানবন্দিও দিয়েছিলেন।

ওই সময় রাজনৈতিক দাদাদের আশ্রয়ে তিনি গ্রেপ্তারি এড়িয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তবে টিএমসিপির তৎকালীন রাজ্য সভাপতি তাঁকে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কলেজের বিভিন্ন কাজ ও সরবরাহের টেন্ডার প্রক্রিয়াতেও তাঁর আধিপত্য ছিল। টাকা নিয়ে প্রথম বর্ষে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতেন। রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরি করে দেওয়া হবে বলে অনেককে আশ্বাস দেওয়া হত। পুলিশকে মারধরের পরেও গ্রেপ্তার হননি তিনি।

সরকারি তথ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্য

কমছে পড়ুয়া, বাড়ছে উদ্বেগ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩০ জুন : একটি প্রাথমিক স্কুলে নথিভুক্ত পড়ুয়ার সংখ্যা ১৩৯। কিন্তু গড়ে ৬০ থেকে ৭০ জনের বেশি পড়ুয়াকে স্কুলে পাওয়া যায় না। শুধু বালুরঘাট শহরতলির এই স্কুল নয়, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রত্যেকটি স্কুলের ছবি একই। সরকারি খাতায় নাম থাকলেও, এমন প্রচুর ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা স্কুলের পথে পা বাড়ায় না। কেউ পরিযায়ী শ্রমিক বাবার সঙ্গে ভিনরাজ্যে থাকে, কেউ আবার স্থানীয় স্তরে কাজ জোগাড় করে নিয়েছে পরিবারের কোনও সদস্যের সঙ্গে অথচ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে এইরাজ্যে সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলছুট হয়নি কোনও পড়ুয়া। ফলে ওই রিপোর্ট এবং বাস্তবের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। এমন পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকৃত তথ্য গোপনের অভিযোগ তুলছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্র সরকারের প্ল্যাটফর্মগুলিতে বা নির্দিষ্ট পোর্টালে বিভিন্ন রাজ্য সঠিক তথ্য আপলোড করলেও, তা করে না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের সরকার তথ্য গোপন করে। একসময় অমর্ত্য সেনের একটি সংস্থা সঠিক তথ্য তুলে ধরেছিল। ড্রপআউট আছে বলেই আগের মতো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ফর্ম তোলার লাইন পড়ে না। এখন ছাত্রই ভর্তি হচ্ছে না।'

কাগজে-কলমে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্য হলেও, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই দক্ষিণ দিনাজপুরে। যেমন চিঙ্গিসপুরের বাসিন্দা শ্যামলাল মাহাতোর ছেলে ও মেয়ে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করত। গত মার্চ মাসে ওই পরিবারটি ভিনরাজ্যে কাজ করতে চলে গিয়েছে। ফলে ওই শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ। কিন্তু ওই দুই শিশু যেহেতু একসময় স্কুলে এসেছিল, তাই সেই তথ্যকে হাতিয়ার করে রিপোর্ট কার্ড তৈরি হয়েছে, বলছেন অনেক শিক্ষক। তাঁদের বক্তব্য, কোনও ছাত্রকে স্কুলছুট নয়, বরং বলা হচ্ছে মরশুমি স্কুলছুট। এবিপিটিএ জেলা সম্পাদক শংকর ঘোষ বলছেন, 'স্কুলছুট শূন্য দেখানো, আদতে তথ্য গোপনের চেষ্টা করা। কোভিড পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক কারণে অনেক শিশুকেই স্কুলে পাঠাতে পারছেন না অভিভাবকরা। পাশাপাশি, বর্তমান যে পাঠক্রম তা বিজ্ঞানসম্মত নয় বলেই অনেক অভিভাবক সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। নানা কারণে স্কুলছুটের নজির রয়েছে। কিন্তু শূন্য দেখানোর তাৎপর্য, কোনওকিছুকে লুকিয়ে রাখা।'

এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইছে সমগ্র শিক্ষা মিশন। যে কারণে শিক্ষক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাহায্যে কোন শিশু দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে আসছে না, তার তথ্য সংগ্রহে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কাজের জন্য কোনও পরিবার শিশু সহ বাইরে চলে যেতে পারে, সতর্কতামূলক প্রক্রিয়ায় সেই তথ্য সংগ্রহ করা হবে। জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েনের বক্তব্য, 'কোনও ছাত্রই যাতে স্কুলছুট হতে না পারে, তা সুনিশ্চিত করা হবে এই প্রক্রিয়ায়। পাশাপাশি, শিক্ষার মান যাচাইয়ে স্কুলগুলি পরিদর্শন করবে একটি প্রতিনিধিদল।'

স্কুলছুট শূন্য

- স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার কমছে, সরকারি নথিতে স্কুলছুট শূন্য
- রাজ্যের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর
- পাঠ্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় বেসরকারি স্কুলে বাড়ছে ভিড়, মত শিক্ষকদের
- পরিস্থিতি যাচাইয়ে স্কুলগুলিতে পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহে গুরুত্ব সমগ্র শিক্ষা মিশনের

দুর্ঘটনা এড়াতে ব্যারিকেড

সামসী, ৩০ জুন : সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকার রাস্তাটিতে লোহা ও টিনের ব্যারিকেড দেওয়া হল। এর ফলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কিছুটা কমবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী। সোমবার ব্যারিকেড দেওয়াকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই এলাকায় পুলিশের টহলদারি ছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের চাঁচল ডিভিশনের দুই জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার স্বর্ণদীপ আচার্য ও গৌরবময় গড়াই, মালদা জেলা ট্রাফিক ইনস্পেকটর ধনঞ্জয় সরকার, রতুয়া থানা ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক, সামসী পুলিশ ফাঁড়ির দুই এএসআই রফিকুল ইসলাম ও সামসুদ্দিন আনসারি।

কয়েকদিন আগে সামসী বাইপাস ধর্মকাঁটা এলাকায় ঘনঘন দুর্ঘটনার জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'বাইপাসে মরণফাঁদ, রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ বাদরুদ্দোজাহ বলেন, 'এই রাস্তায় হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটে। তাই বহুবার ব্যারিকেড বসানোর দাবি জানিয়েছিলাম। অবশেষে ব্যারিকেড দেওয়া হল।'

অভিযোগ

বৈষ্ণবনগর, ৩০ জুন : কালিয়াচক-৩ ব্লকের সহজপল্লিতে পোলট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। খানিক দূরে রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফার্মটি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ফার্মটি ফের চালু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে জাল ছাড়পত্র জোগাড় করেছেন পোলট্রি ফার্মের মালিক। সোমবার ফের এলাকাবাসী বিডিও-র কাছে এবিষয়ে অভিযোগ জানাতে যান। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিডিও তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। যদিও কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিডিও সুকান্ত শিকদার জানান, 'ওই ফার্মের কাছে বৈধ ছাড়পত্র রয়েছে।'

ফেরার ৪ কর্তা

প্রথম পাতার পর

ঘটনার পর থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সংস্থার এক কর্মী অচিন্ত্য মণ্ডল। ৯ হাজার টাকা মাসিক বেতনে কাজ করতেন তিনি। কাজ হারিয়ে দুই পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে অসহায় অবস্থা তাঁর। অচিন্ত্যর বক্তব্য, 'পরিচালকরা এভাবে পালিয়ে গিয়ে ঠিক কাজ করেননি। আমিও চাইছি যাতে আমানতকারীরা নিজেদের জমানো টাকা ফেরত পান। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। রবিবার সামসী পুলিশ ফাঁড়িতে সংস্থার ফেরার পরিচালকদের বিরুদ্ধে এক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।' সোমবার অভিযোগ দায়ের হয়েছে চাঁচল থানাতেও। রবিবার সন্ধ্যায় সংস্থার মালতীপুর শাখার এক কর্মীকে আটকে তুমুল বিক্ষোভ চলে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওই কর্মীকে আমানতকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে চাঁচল থানায় নিয়ে যায়।

সংস্থার সামসী হেড অফিসে মোট আট লক্ষ টাকা জমা রয়েছে মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দুয়ার বাসিন্দা নবজীবন রায় চৌধুরীর। তাঁর বক্তব্য, 'মাঠে অল্প চাষের জমি ছিল। সেটা বিক্রি করে ওই টাকা জমা রেখেছিলাম। মাসিক চার শতাংশ সুদ পেতাম। ওতেই কোনও রকম সংসার চলত। এখন সুদ তো দূরের কথা, মূল টাকাটাই ডুবে গেল। কী করব ভেবে পাচ্ছি না।'

চাঁচল থানার পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সংস্থার চার পরিচালকের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ জমা পড়েছে। সংস্থার এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জমি বিবাদে

প্রথম পাতার পর

আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।'

অপর গোষ্ঠীর আক্রান্ত এক ব্যক্তির স্ত্রী নাসিমা বিবি বলেন, 'মসজিদের জমিকে কেন্দ্র করে পূর্বপরিকল্পিতভাবে আমার স্বামীকে আক্রমণ করা হয়েছে। বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ভোররাতে বোমা ফাটানো হয়েছে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।'

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, নন্দরপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় ইতিমধ্যে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। কড়া পুলিশি নজরদারি রয়েছে।

বাম আমলে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমা বিস্ফোরণ সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসের জন্য নন্দনপুর এলাকা বারবার শিরোনামে উঠে এসেছিল। তবে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর নন্দনপুরের উত্তেজনার সেই চেনা ছবির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। উত্তেজনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে এসেছিল। আবার এই এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ সহ বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। শুধু তাই নয়, এলাকায় ছোট-বড় যে কোনও গোলমালে বোমাবাজির ঘটনা ঘটছে। কে বা কারা আমদানি করছে বোমা, কীভাবে সাহস পাচ্ছে দুষ্কৃতীরা, এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'এলাকায় বোমা কোথা থেকে আসছে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তল্লাশি চলছে। পাশাপাশি কড়া নজরদারি চলছে।'

ক্যামেরায় ভালুক-হরিণ

কার্সিয়াংয়ে বাড়ছে বন্যপ্রাণ, খুশি বনদপ্তর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ডাউহিলে বিচরণ ভালুকের, চিত্রেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্ল্যাক প্যান্থার, বার্কিং হরিণ কম নেই পাহাড়ের বাঁকগুলিতে। বন্যপ্রাণীদের এমন উপস্থিতি কবে দেখা গিয়েছে, তেমনভাবে মনে করতে পারছেন না কেউই। তবে ট্র্যাপ ক্যামেরায় জায়গা বিশেষে বন্যপ্রাণীদের ছবি ধরা পড়ায়, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত বনকর্মীরা। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ এবং নজরদারিতে জোর দেওয়ার সুফল মিলছে, মনে করছেন বনকর্তারা।

সংরক্ষিত এলাকায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, চোরাশিকারিদের গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখার পাশাপাশি প্রায় ছয় মাস আগে কয়েকটি এলাকায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছিল বন দপ্তরের কার্সিয়াং বিভাগ। ওই ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে, ডাউহিলে ভালুক, আপার চিত্রেতে হলুদ গলার মার্টেন, চিত্রে ও দেওরালিতে ব্ল্যাক প্যান্থার। ডাউহিলজুড়ে দেখা মিলছে লেপার্ড ও কালো ময়ূরের। তিনমাইল, ধোবি কোয়ার্টার এলাকায় অনেক সংখ্যায় দেখা গিয়েছে বার্কিং হরিণের। কয়েক বছর আগেও এই জায়গাগুলোতে এমন বন্যপ্রাণীর

কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ঘুরছে ভালুক। -সংবাদচিত্র

দেখা পাওয়া ছিল দুষ্কর। কিন্তু এখন সহজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্যপ্রাণীরা। পালটে যাওয়া এমন পরিবেশ নিয়ে বনকর্মীদের বক্তব্য, আগে সহজেই বনের ভেতরে সাধারণ মানুষ ঢুকে যেতে পারত। যার ফলে বন্যপ্রাণীরা ভয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। কিন্তু এক বছর আগে ইকো ট্যুরিজমের ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। যার ফলে পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ, শুধুমাত্র ইকো ট্যুরিজম জায়গাগুলোতেই প্রবেশ করতে পারছেন। সে কারণে বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে বার্কিং হরিণের সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে, বনবস্তি এলাকাগুলোতে প্রায়শই দেখা মিলছে। এমনকি রাস্তাঘাটেও দেখা মিলছে হরিণের। বন দপ্তরের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৫০-এর বেশি বার্কিং ডিয়ার, ৫০টির বেশি লেপার্ড ও প্রায় ১২টি ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা পাওয়া গিয়েছে। যা এক বছর আগের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি। এমন পরিবেশ পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। আপার ডুমারাম এলাকার বাসিন্দা প্রণীতা গুরুং বলেন, 'আগে বার্কিং ডিয়ার জঙ্গল ছাড়া দেখা মিলত না। কিন্তু কয়েক মাস ধরে বাড়ির সামনে মাঝেমধ্যেই চলে আসছে।'

কার্সিয়াং বন বিভাগ সূত্রে খবর, মোট আটটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। চলতি মাসে এই ট্র্যাপ ক্যামেরা খোলা হয়। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'কীভাবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করা যায়, সেজন্য এক বছর ধরে কাজ করা হয়েছে। বনের ভেতরে অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, দিনরাত সেদিকে বনকর্মীরা নজর রেখেছিলেন। সেজন্যই এমন জায়গাগুলিতে বন্যপ্রাণ লক্ষ করা যাচ্ছে। যা খুবই পজিটিভ সাইন।' কীভাবে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো যায় এবং বন্যপ্রাণীদের আবাসস্থল রক্ষা করা যায়, আপাতত সেদিকে নজর রয়েছে কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জের সম্বার্ত সাধুর।

> বনের ভেতরে অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, দিনরাত সেদিকে বনকর্মীরা নজর রেখেছিলেন। সেজন্যই এমন জায়গাগুলিতে বন্যপ্রাণ লক্ষ করা যাচ্ছে। যা খুবই পজিটিভ সাইন।
>
> **দেবেশ পান্ডে**
> ডিএফও, কার্সিয়াং

শিক্ষকের অবসরে চোখ ভিজল ছাত্রছাত্রীদের

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৩০ জুন : ক্লাসে করতেন কবিতাচর্চা। শোনাতেন গল্প। সেই শিক্ষক তাঁর শিক্ষকতা জীবনের ইতি টানলেন। ২৩ বছরের সফল শিক্ষকতা জীবন শেষ করলেন জোত আরাপুর পিএন হাইস্কুলের বাংলা ভাষার শিক্ষক হামিদুর রহমান। ২০০২ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিনি এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থেকে শুধু সহকর্মীদের নয়, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদেরও একদম কাছের একজন মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

অবসরগ্রহণের দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে এদিন তিনি নিজ উদ্যোগে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। সেখানে অংশ নেয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী। সপ্তম শ্রেণির শান্তনু শর্মা বলে, 'হামিদুর স্যারের জন্য মন খারাপ হচ্ছে। উনি আমাদের মজার মজার গল্প শোনাতেন। এদিন মিড-ডে মিলের খাবারের সঙ্গে আলাদা করে ভালো ভালো রান্না ছিল। সবই ওঁর আয়োজন।' ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে, এদিনের আয়োজনে পনির, ডাল, সবজি, পটল ভাজা, লাড্ডু ছিল।

'এই স্কুল, এই ছাত্ররাই আমার প্রাণ' বললেন হামিদুল। কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ যেন ভিজে গেল। বললেন, 'এদিন ওদের একটু খুশি করতে পেরে আমার ভালোই

লাগছে।' হামিদুর স্যর শুধু একজন শিক্ষক নন, তিনি স্কুলের প্রাণ ছিলেন বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পার্থ কর্মকার। তিনি বললেন, 'বাংলা ভাষায় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ছাত্রদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন।'

এদিন স্কুলের বিশ্রামকক্ষে ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্কুলের শিক্ষকরা হামিদুরের কাজের কথা তুলে ধরেন। প্রাক্তন শিক্ষক রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন করণিক অনির্বাণ ঝা। স্মৃতিচারণা করেন শিক্ষক সুবীর দাস, আজিজুল হক, অনীতা বর্মন প্রমুখ। জানা গিয়েছে, আগামীকাল হামিদুরের জন্মদিন, সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার স্কুলের প্রায় হাজার ছাত্রছাত্রীকে তিনি চকোলেট খাওয়ানোর জন্য টাকা দিয়েছেন। স্কুলের শিক্ষক কিরীটী রায় বলেন, 'হামিদুর দুঃস্থ অসহায় ছাত্রদের স্কুল শু কেনার জন্যও কিছু অনুদান দিয়েছেন।'

এমনভাবে সবাইকে মধ্যাহ্নভোজ করিয়ে বিদায় নেবে ভাবতেই পারেনি অনেক ছাত্রছাত্রী। পঞ্চম শ্রেণির রুদ্র মণ্ডলের কথায়, 'রহমান স্যারের জন্যই এদিনের আয়োজন। উনি আর স্কুল আসবেন না বলে খুবই খারাপ লাগছে।'

> হামিদুর স্যারের জন্য মন খারাপ হচ্ছে। উনি আমাদের মজার মজার গল্প শোনাতেন। এদিন মিড-ডে মিলের খাবারের সঙ্গে আলাদা করে ভালো ভালো রান্না ছিল। সবই ওঁর আয়োজন।
>
> **শান্তনু শর্মা** সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

মীনাক্ষীর মন্তব্যে দল দ্বিধাবিভক্ত

কলকাতা, ৩০ জুন : কালীগঞ্জে মৃত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর ভরা সমাবেশ থেকে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। বামপন্থী রাজনীতিতে নেতৃত্বের আদর্শ, মার্জিত পরিভাষা নিয়ে চর্চা বিস্তর। তা সত্ত্বেও মীনাক্ষীর মুখ থেকে এই ধরনের ভাষা প্রয়োগের পরই দলের বিরুদ্ধে কটাক্ষের ঝড় ধেয়ে এসেছে। তাঁর বক্তব্য নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে সিপিএম। দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, কম সময়ের মধ্যে রাজ্য কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীতে দ্রুত উত্থানে কি তাঁর হিতাহিত জ্ঞান ভুলিয়ে দিয়েছে।

দলের একাংশ মনে করছেন, প্রকাশ্য সভায় এভাবে কুকথা বলা উচিত হয়নি মীনাক্ষীর। কারণ দলগতভাবে তাঁর অবস্থান এখন শীর্ষ স্তরে। এক সময় ২০০৯ সালে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, তৃণমূল যে ভাষা বোঝে সেই ভাষাতেই জবাব দিতে হবে। কিন্তু প্রকাশ্য সমাবেশে এই ধরনের বক্তব্য কখনই সমর্থন করতেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ওই বছরই আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও যৌনকর্মীদের জুড়ে অশ্রাব্য ভাষা বলেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন অবিলম্বে তাঁকে সেন্সর করার নোটিশ জারি করেছিলেন।

অস্ত্র সহ ধৃত

ডোমকল, ৩০ জুন : বিহার থেকে অস্ত্র আমদানির চক্র ফাঁস করল মুর্শিদাবাদের পুলিশ। সেইসঙ্গে পাচারের পান্ডাকে বমাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত অস্ত্র কারবারির নাম আরব আলি। ডোমকল থানার আইসি পার্থসারথি মজুমদার অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করেছেন। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১টি থ্রি নট থ্রি বন্দুক, ২টি ১২ বোরের বন্দুক, ১টি ৭ এমএম পিস্তল ছাড়া ম্যাগাজিন সহ বিভিন্ন বোরের ২৮ রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতের বাড়িতেই সেসব বস্তায় রাখা ছিল।

'আ মরি বাংলা ভাষা'

প্রথম পাতার পর

তাঁরা দিল্লিতে কাজ করছিলেন ইটভাটায়। তাঁদের সচিত্র বৈধ পরিচয়পত্র থাকলেও পুলিশ কোনও কথা শোনেনি। ওই সাতজন কোচবিহারের দিনহাটার সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা। ওই খবরে ক্ষোভ আর উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই সাতজনের পরিবার তাঁদের উদ্ধারের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। দিনহাটা থানার সামনে নিজেদের পরিচয়পত্র নিয়ে দাঁড়িয়েও ছিলেন তাঁরা।

শুধু এই একটা ঘটনা নয়, অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্র পুলিশ বাংলার কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল। পরে বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর বাড়ি ফিরতে পারেন তাঁরা। একইরকম খবর আসছে গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা থেকে। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় বাংলাদেশি সন্দেহে ৬ জন বাঙালিকে আটক করা হয়েছিল। তাঁরা কেউ বেলডাঙ্গার, কেউ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রাজ্য প্রশাসনের চেষ্টায় রেহাই পেয়েছেন তাঁরা। বেশকিছু বাঙালিকে আটকে রাখা হয়েছিল রাজস্থানের ভিওয়ান্ডিতেও। যাঁরা উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বাসিন্দা।

গত ২৯ মে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে পুলিশ আটক করে হুগলির ২৬ জনকে। তাঁদের বিরুদ্ধে একটাই প্রমাণ ছিল পুলিশের হাতে, তাঁরা কথা বলছিল বাংলায়। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। পরে নাগরিকত্ব প্রমাণ করে ছাড়া পান তাঁরা। বছর পনেরো তাঁরা কাজ করছেন ছত্তিশগড়ে। তাঁদের প্রশ্ন একটাই, বাংলা বলা কি অপরাধ? নিজের দেশে কি আমরা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারব না?

এই ঘটনার কিছুদিন আগে দুর্ভোগের পড়তে হয়েছিল কোচবিহারের দিনহাটা এলাকার ১২ জনকে। রাজস্থানের শিকার জেলার পান থানার পুলিশ তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশি বলে টানা ন'দিন আটকে রেখেছিল। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা কথা বলছিলেন বাংলায়। বহু আবেদন-নিবেদনের পর বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে রেহাই পান তাঁরা। তাঁরা বহুদিন ধরে সেখানে ইটভাটার শ্রমিক।

তবে ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন ছিল না নদিয়ার ২৮ বছরের তরুণ শফিকুল শেখের। রাজস্থানেরই লালকোঠারি থানার পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে আটকে রেখেছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার। অসমের গোলাঘাটের নুমালিগঞ্জে মুর্শিদাবাদের ১২ জন দিনমজুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ তাঁদের সব পরিচয়পত্র, মোবাইল কেড়ে নিয়েছিল। তারপর এ রাজ্যের প্রশাসনের চেষ্টায় ছাড়া পান তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশের মথুরায় গাছের নীচে বসে বাংলায় কথা বলছিলেন ইসলামপুর আর ভগবানগোলার পাঁচ শ্রমিক। তাঁদের কাছে আধার, ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় গোবিন্দপুর থানায়। এ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্যোগে ছাড়া পান তাঁরা। উত্তরপ্রদেশেরই বালিয়ার রসরাজ এলাকায় প্লাস্টিকের জিনিসপত্র বিক্রেতা একাধিক বাঙালি মুসলিমকে বেদম মারধর করা হয়। তাঁরা মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বাসিন্দা। তাঁদের ঘিরে ধরে আধার কার্ড চাওয়া হয়। তারপর সেসব ছিঁড়ে ফেলা হয়। জোর করে তাঁদের জয় শ্রীরাম বলানো হয় বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

পহলগামের ঘটনা আর মুর্শিদাবাদের গোলমালের পর হামলার মাত্রা আরও বেড়েছে। ভয়ে অনেকে পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন না। পড়শি অসমে নতুন চেহারায় 'বঙ্গাল খেদা' ফিরে এসেছে এনআরসি'র হাত ধরে। ডি-ভোটার সন্দেহে ওপারে পাঠানোর চেষ্টা হয় এপারের ১৪ জনকে। তাঁরা দু'দেশের মাঝে নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে পড়েছিলেন। খোলা আকাশের নীচে টানা চারদিন ঝড়-জলের মধ্যে বসে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক মহিলা আর এক সদ্যোজাত।

বিএসএফ আর ওপারের বিজিবির অনেক ঠেলাঠেলির পর ফিরিয়ে আনা হয় তাঁদের। দশ বছর আগে ছিটমহল চুক্তি হলেও দুর্দশা, দুর্ভোগ মেটেনি সেখানকার আদি বাসিন্দাদের। ভিনরাজ্যে তাঁদের বিপদ বরং আরও বাড়ছে। এসব কি গর্ব করার, আশা করার মতো কিছু? দেশের এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে পারবেন না? এ রাজ্যেও তো কত মানুষ কাজ করতে আসেন। কত মানুষ এখানেই থেকে যান বংশপরম্পরায়। সবাই তো ভারতীয়, এক দেশের নাগরিক।

বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও শুধু বাংলা বলার জন্য অত্যাচারের শিকার হতে হবে কেন বাঙালিদের? কত আবেগ নিয়ে কবি লিখেছিলেন, 'ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে, ওই ভাষাতেই বলবো 'হরি', সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।' যিনি এই পংক্তিগুলি লিখেছিলেন, সেই অতুলপ্রসাদ সেন জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন লখনউতে। তিনিও ছিলেন প্রবাসী বাঙালি। তবে তখন তো অমৃতকাল শুরু হয়নি।

নদীতে নামতে মানা পুলিশের

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩০ জুন : প্রতি বছর বর্ষায় বিভিন্ন নদী ঘাটগুলিতে স্নান করতে গিয়ে অসতর্কতার জন্য গভীর জলে তলিয়ে শিশু থেকে বয়স্ক মানুষের মৃত্যু হয়। তাই এবছর পুলিশের উদ্যোগে জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হল। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার তরফে রায়গঞ্জ, ইটাহার, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও করণদিঘি ব্লকে যে সমস্ত নদীঘাট আছে সেখানে জল স্তর মেপে বাঁশের ব্যারিকেড ও সতর্কবার্তা টাঙিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। সোমবার রায়গঞ্জ শহর এলাকার বিভিন্ন নদী ঘাটগুলিতে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়।

বর্ষার সময় নদীর জলের গভীরতা সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। ফলে অসচেতনতা ও অসতর্কতার জন্য অনেকে স্নান করতে গিয়ে গভীর জলে চলে যান। সেখান থেকে ফিরে আসতে আর পারেন না। এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য আগেভাগেই বিশেষ সতর্কতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করল রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ। যে সমস্ত নদীর ঘাটে বর্ষার সময় জলের গভীরতা বেশি থাকে সেইসব জায়গা চিহ্নিত করে বাঁশের ব্যারিকেড লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সতর্কতামূলক ফ্লেক্সও। স্নান করতে এসে কেউ যাতে বাঁশের ব্যারিকেডের ওপারে না যায় তার জন্য সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সোমবার এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানান রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি বর্ষার সময় নদী ও জলাশয়গুলিতে শিশু থেকে বয়স্কদের ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। জলের গভীরতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সচেতনতা থাকছে না। তাই এবছর আমরা বর্ষার আগেই যে সমস্ত জায়গায় মানুষ তলিয়ে যেতে পারে সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করে বাঁশের ব্যারিকেড ও ফ্লেক্স লাগিয়ে দিয়েছি।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, ফ্লেক্সে লেখা থাকছে, 'জলের গভীরতা বেশি। কেউ স্নান করবেন না।'

পুলিশের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। বন্দর শ্যামাপল্লির বাসিন্দা নিমাই কুণ্ডু বলেন, 'পুলিশের ভালো উদ্যোগ। কারণ, প্রতি বছর বর্ষায় শোনা যায় নদীতে স্নান করতে এসে জলে ডুবে মারা গিয়েছেন কেউ না কেউ। আশা করি মানুষ এবার সচেতন হবে।' আবদুলঘাটা এলাকার বাসিন্দা নিমচাঁদ বৈদ্য বলেন, 'দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেইজন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। এবার নিশ্চয় জলে তলিয়ে মৃত্যুর ঘটনা আটকানো যাবে।'

সাবধানতায় জোর

- দুর্ঘটনা এড়াতে নদীর পাড়ে প্রচার চালাচ্ছে পুলিশ
- গভীরতা মেপে নদীর ঘাটে বাঁশের ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে

জোড়া গোল করে প্যারিস সাঁ জাঁ-র জোয়াও নেভেস।

মায়ামির বিদায়ের দিনেও মধ্যমণি মেসি

হেরেও নায়কের মর্যাদা নিয়ে ফিরছেন লিওনেল মেসি।

আটলান্টা, ৩০ জুন : দিনটা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চাইবেন লিওনেল মেসি।

কিন্তু ভুলতে পারবেন কি? বিশেষত বিশ্বমঞ্চে যদি এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ হয়ে থাকে!

রবিবার ক্লাব বিশ্বকাপে শেষ যোলোর ম্যাচে প্যারিস সাঁ জাঁ-র সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু মেসিসুলভ ঝলক দেখা গেলেও পিএসজি-র দাপটে তা ঢাকা পড়ে যায়। তবুও ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন মহাতারকাই যেন মধ্যমণি। শেষ বাঁশি বাজার পর প্রাক্তন সতীর্থ জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা, মার্কুইনহোস, আচরাফ হাকিমিরা মাঠেই মেসির সঙ্গে হাত মেলান। পরে সাজঘরে আলাদা করে দেখাও করেন। যেখানে নিজের জার্সি, বুট ও শর্টস ওসমানে ডেম্বেলেকে উপহার দেন লিও। পরে সমাজমাধ্যমে সেই ছবি পোস্টও করেছেন ফরাসি তারকা। পিএসজি-র আরেক তারকা দেজিরে দুয়েকে এদিন এলএম টেনের নাম লেখা জুতো পরতে দেখা গিয়েছে। সব মিলিয়ে রবি-রাতে ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়াম মেসিময়।

তাঁর পায়ের জাদু দেখতেই তো গ্যালারিতে ৬৫ হাজার মানুষের সমাগম। ম্যাচ শেষে সেকথাই মনে করিয়ে দেন মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো। বলেছেন, 'পিএসজি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ৩৮-এর মেসির খেলা দেখতেই মানুষ এখনও টিকিট কাটছে।' পিএসজি-র ডিফেন্ডার লুকাস বেরালডো বলেছেন, 'আমরা যারা শৈশবে টেলিভিশনে মেসির খেলা দেখে বড় হয়েছি, তাদের কাছে আজকের দিনটা স্বপ্নপূরণের মতো।'

২০২৫-এর শেষেই মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সতীর্থরা চাইলেও লিও নিজে আগামী বছর ফিফা বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সেই ছবিটাও এখনও স্পষ্ট নয়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম বলছে, 'মেসি নিজেও এখনও নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করেননি।' কাজেই প্রশ্নটা থেকেই যায়, বিশ্বমঞ্চে কি শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি? যদিও আরেকটা সূত্র বলছে, নতুন চুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাবের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে। যদিও এলএম টেন নিজে কিছুই স্পষ্ট করেননি। ম্যাচের পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়নদের কাছে হেরে ক্লাব বিশ্বকাপে আমাদের যাত্রা শেষ হল। জানি না, এটা প্রত্যাশিত ছিল কি না। তবে ক্লাব বিশ্বকাপে আমরা ছাপ রাখতে পেরেছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।' মাসচেরানোও বলেছেন, 'আমার দল যা করেছে তাতে সত্যিই গর্বিত। এবার এগিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে মনোযোগ দিতে চাই।'

দুয়ের পায়ে এলএম টেন লেখা জুতো

> পিএসজি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ৩৮-এর মেসির খেলা দেখতেই মানুষ এখনও টিকিট কাটছে।
>
> **জেভিয়ার মাসচেরানো**

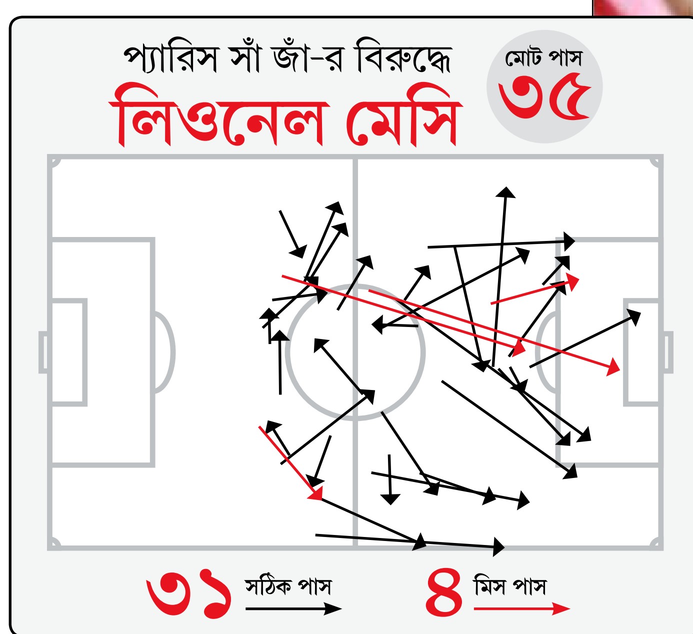

কেনের জোড়া গোল, কোয়ার্টারে বায়ার্ন

ফ্লোরিডা, ৩০ জুন : ফ্ল্যামেঙ্গোর দৌড় থামিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ আটে বায়ার্ন মিউনিখ। ৪-২ গোলে জিতল জার্মান জায়েন্টরা। ৬ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জোড়া গোল হ্যারি কেনের।

গ্রুপপর্বে ৩ ম্যাচের মধ্যে দুটো জয়, একটা ড্র। সেই ফ্ল্যামেঙ্গো যে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্নকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। হলও তাই। ম্যাচের প্রথম গোল যদিও আত্মঘাতী। ৬ মিনিটে জোশুয়া কিমিচের শট বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ঠিক ৩ মিনিটের ব্যবধানে ২-০ করেন কেন। দুই গোল হজম করলেও দমে যায়নি ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৩৩ মিনিটে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে প্রথম গোলটি শোধ করেন গারসন। পালটা ৪১ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে আরও একটি গোল করেন লিওন গোরেৎজকা। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ফের ব্যবধান কমান ফ্ল্যামেঙ্গো অধিনায়ক জর্জিনহো। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। ৭৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত করেন কেন।

ম্যাচ শেষে বায়ার্নের জয়ের নায়ক কেন বলেছেন, 'একটা ভালো দলের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ জিতলাম। ওরা আমাদের জন্য কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল, বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধের কথা বলতেই হয়। আমাদের চতুর্থ গোলটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।' কোয়ার্টার ফাইনালে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বায়ার্নের সামনে। প্রতিপক্ষ ইউরোপ সেরা প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই নিয়ে কেনের মন্তব্য, 'পিএসজি-র বিরুদ্ধেও লড়াইটা কঠিন। দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে ওরা। যদিও এই মরশুমে আমরা ওদের বিরুদ্ধে জিতেছি। তবে এবার কাজটা আরও কঠিন। তবে আমাদের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে।'

ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে হুংকার হ্যারি কেনের।

ছবির মতো সুন্দর। স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে সুইৎজারল্যান্ডে সময় কাটাচ্ছেন রোহিত শর্মা।

শর্মিলা-সইফকে আমন্ত্রণের দাবি ইঞ্জিনিয়ারের

লন্ডন, ৩০ জুন : সুনীল গাভাসকারের পর এবার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে পতৌদি ট্রফির নাম বদলের পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ উগরে দিলেন। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে, শচীন তেন্ডুলকার, জেমস অ্যান্ডারসনের নামে ট্রফির নামকরণ নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে যেভাবে পতৌদির নাম সরানো হয়েছে, তারপর শচীনের উদ্যোগে ফের পতৌদি-পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা দৃষ্টিকটু।

ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, যা হয়েছে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে ইসিবি-র উচিত পদক বিতরণের অনুষ্ঠানে পতৌদির পরিবারকে আমন্ত্রণ জানানো। পতৌদির প্রাক্তন সতীর্থ বলেছেন, 'শচীন ও অ্যান্ডারসনের সাফল্য অস্বীকার করা মুশকিল। আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে এই গল্পে দুটি দিক রয়েছে। সিরিজের নাম বদলে ওরা (ইসিবি) এখন পতৌদির নামে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্যা হল, যেভাবে সবকিছু হয়েছে আশা করি, পদক প্রদান অনুষ্ঠানে শর্মিলা ঠাকুর ও সইফ আলি খানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। গতবার কিন্তু ইসিবি ওদের আমন্ত্রণ জানায়নি।'

দীর্ঘদিন মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে খেলেছেন। গাভাসকারের মতো তাই বিষয়টি মানতে পারছেন না ইঞ্জিনিয়ার। বলেন, 'টাইগার পতৌদি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। দুর্দান্ত সতীর্থ। আমরা একসঙ্গে প্রচুর টেস্ট খেলেছি। অসাধারণ পরিবার। ২০০৭-এ যখন ওর নামে ট্রফির নামকরণ হয়, খুব খুশি হয়েছিলাম। স্বভাবতই এখন খারাপ লাগছে।'

গত শতাব্দীর ছয়, সাতের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটে বহু স্মরণীয় সাফল্যের কারিগর ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'পতৌদির নামে পদক দেওয়া হবে, শুরুতেই যদি সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে এত বিতর্ক হত না। শচীন, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্যোগের পর ইসিবি শেষমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করি, আগামীদিনে সিরিজের বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক দেওয়ার প্রথা বজায় থাকবে।'

পতৌদি বিতর্কে ইসিবি-কে তোপ

> পতৌদির নামে পদক দেওয়া হবে, শুরুতেই যদি সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে এত বিতর্ক হত না। শচীন, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্যোগের পর ইসিবি শেষমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করি, আগামীদিনে সিরিজের বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক দেওয়ার প্রথা বজায় থাকবে।
>
> **ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার**

দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তিতে ২০০৭-এ ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজের নামকরণ করা হয় পতৌদির নামে। সিনিয়ার পতৌদি ইংল্যান্ড ও ভারত, দুই দেশের হয়ে খেলেছেন। মনসুর আলি খান পতৌদি দীর্ঘদিন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নিপুণভাবে। দুজনকে সম্মান জানিয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ পতৌদির নামে করা হয়। এখন যা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকারের নামে।

অঘটন না হলে সঞ্জয় মানোলোর জায়গায়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : মানোলো মার্কুয়েজের উত্তরসূরি কি সঞ্জয় সেন?

বুধবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। সেদিনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা হবে নাকি আরও দিন কয়েক সময় লাগবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল সদস্যদের যে চিঠি দিয়েছেন, তা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। আর সেই চিঠি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা। তাঁদের প্রশ্ন, জাতীয় দলের কোচের পদত্যাগের খবর কেন চেপে রাখা হয়েছে? যা খবর তাতে মানোলো ইতিমধ্যেই তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেডারেশনের কাছে। তবে তাঁর সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে এখনও সমস্যা আছে বলেই তাঁকে ছাঁটাই বা পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়নি। এই চেপে রাখার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কারণ, সুব্রতর চিঠি। তিনি নতুন কোচ নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চান, জানিয়েই এই চিঠি দিয়েছেন। মানোলো পদত্যাগ না করলে নতুন কোচ নিয়ে আলোচনা কীভাবে করা যায়, প্রশ্ন তুলেছেন বহু সদস্যই। এই চিঠি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সদস্যদের অনেকেরই প্রশ্ন, ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ চিঠি কীভাবে বাইরে চলে আসে? ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং তাঁর কাছের কয়েকজন ছাড়া এইমুহূর্তে ফেডারেশনের কাজকর্মে মাথা ঘামাচ্ছেন না আর কোনও সদস্যই। বরং সকলেই তাকিয়ে নতুন সংবিধান ও স্পোর্টস বিলের দিকে।

নতুন কোচ নিয়ে আলোচনায় সঞ্জয়কেই আপাতত জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে ফেডারেশন কর্তাদের। যদি না বিরাট কোনও অঘটন ঘটে তাহলে প্রাক্তন আই লিগ ও সন্তোষ ট্রফি জয়ী সঞ্জয়ই হতে চলেছেন সাম্প্রতিককালের প্রথম ভারতীয় কোচ। খালিদ জামিল নিজে আগ্রহী নন সেভাবে। বিদেশি কোচ নিতে গেলে যা টাকা লাগবে, তা এইমুহূর্তে দেওয়ার ক্ষমতা নেই বর্তমান কমিটির। এদেশে কাজ করে যাওয়া কোচদের মধ্যে ইভান ভুকোমানোভিচ ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের আগ্রহ ছিল ভারতের কোচ হওয়ার। এই দুজনের মধ্যে আবার ভুকোমানোভিচের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করেছে মুম্বই সিটি এফসি। ফলে এইমুহূর্তে সঞ্জয়ই এগিয়ে বাকিদের থেকে। একমাত্র তিনি রাজি না হলে অন্য নাম সামনে আসবে।

ম্যাচের পর ক্ষোভ বাগান সমর্থকদের

পালতোলা নৌকা ডোবাল পুলিশ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
পুলিশ এসি-১ (আমিল নায়িম)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : খারাপ আবহাওয়া। তার থেকেও খারাপ ফুটবল।

প্রথম ম্যাচেই পুলিশ এসি-র কাছে ১-০ গোলে হার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। গতবারেও এই দলটির কাছে ৩-২ গোলে হারতে হয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। এবার পুলিশ দলে শেখ সাহিল, শুভ ঘোষের মতো প্রাক্তন বাগান তারকারা রয়েছেন। কিন্তু 'প্রাক্তনী কাঁটা' নয়, বরং মেকানিক পুত্র আমিল নায়িমের 'মেকানিজম'-এ পুলিশ ব্যারিকেডে আটকে পড়ল পালতোলা নৌকা। আসানসোলের এই ছেলেটির গোলেই জয় নিশ্চিত করে পুলিশ।

ম্যাচের প্রথম পনেরো মিনিট বাদ দিলে বাকি সময় পুলিশেরই দাপট। সালাউদ্দিন আদনান, পাসাং দোরজি তামাংদের সেভাবে চোখেই পড়ল না। ১৪ মিনিটে হ্যামস্ট্রিং চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান ডিফেন্ডার উমের মুত্তার। তারপরেই যেন খেলা থেকে হারিয়ে গেল বাগান। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আক্রমণ ছাড়া মোহনবাগানকে চোখেই পড়ল না। কেবল অধিনায়ক সন্দীপ মালিক ও মিগমা শেরপা কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করলেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি করে যান আমিল।

ম্যাচের শেষে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। টানেল দিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢোকার মুখে সমর্থকদের চোখা চোখা কটূক্তি উড়ে এল ফুটবলার, কোচিং স্টাফদের উদ্দেশ্যে। 'গো ব্যাক ডেগি'স্লোগানও শোনা গেল। ম্যাচের পরে বিপক্ষ দলের সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন বাগান সমর্থকরা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

একদিকে যখন বাগান সমর্থকদের ক্ষোভ চলছে, অন্যদিকে বড় দলের বিরুদ্ধে গোল করে উচ্ছ্বসিত আমিল। আসানসোল থেকে উঠে আসা ২১ বছরের এই ফুটবলার। বাবা গ্যারাজে মেকানিকের কাজ করেন। সেই নায়িম বলেছেন, 'আমি কোনওদিন ভাবিনি, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করব। দারুণ লাগছে। গোলটা সতীর্থ, কোচকে উৎসর্গ করতে চাই।' নেইমারের ভক্ত নায়িমের লক্ষ্য ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

এদিকে চোট পাওয়া মুত্তার আপাতত তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে বলেই জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে লিগের অপর ম্যাচে পাঠচক্রের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স। জর্জ টেলিগ্রাফ ৩-২ গোলে হারিয়েছে বেহালা এসএস-কে। কাস্টমস ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে। সুরুচি সংঘ ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত কালীঘাট এমএস-কে।

পুলিশ এসি-র রক্ষণে আটকে গেল মোহনবাগানের আক্রমণ।

'যশ দয়ালের বাড়িতে ১৫ দিন ছিলাম'

লখনউ, ৩০ জুন : যশ দয়ালের বিরুদ্ধে এবার নয়া চাঞ্চল্যকর দাবি অভিযোগকারিণীর। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান, যশের বাড়িতে নাকি টানা ১৫ দিন কাটিয়েছেন। একসঙ্গে উটিতে বেড়াতেও গিয়েছেন।

দাবি অভিযোগকারিণীর

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন গাজিয়াবাদের এই তরুণী। দাবি করেন, যশের পরিবারও তাঁকে পুত্রবধূ হিসেবে দেখত। সেভাবেই ব্যবহার করত। বলেন, 'যশ দয়ালের বাড়িতে আমি ১৫ দিন কাটিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে উটিতে বেড়াতেও গিয়েছি। ওর বাড়িতে বহুবার গিয়েছি। যশের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। ও এবং ওর পরিবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যা কাজে লাগিয়ে আমাকে ব্যবহার করেছে যশ। অর্থ দিয়ে বিষয়টি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আইনের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, যশ দয়ালকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর অধিকার চান ধোনি!

রাঁচি, ৩০ জুন : ক্যাপ্টেন কুল।

মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছে শব্দ দুইটি শুধুমাত্র 'ডাক নাম' নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। পরিচয়ও। ক্রিকেট কেরিয়ারে তিলে তিলে যে পরিচয় তৈরি করেছেন। এবার সেই 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর স্বত্বের জন্য আবেদন জানালেন মাহি। জুনের ৫ তারিখ স্পোর্টস ট্রেনিং, কোচিং সার্ভিস, ট্রেনিং সেন্টারে 'ক্যাপ্টেন কুল' ব্যবহারের অধিকার পেতে আবেদন করেন।

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি পোর্টাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ধোনির আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ১৬ জুন বিষয়টি প্রকাশও করা হয়। তবে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার পথে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। সেই ধাপগুলি পেরিয়ে গেলে নিজের কোনও ক্রিকেট-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে 'ক্যাপ্টেন কুল' শব্দযুগল ব্যবহার করার স্বত্বাধিকার পাবেন এমএস ধোনি।

মাহির আইনজীবী মানসী আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে আবেদন খারিজ করা হয়েছিল। ট্রেডমার্কস অ্যাক্টের ১১ (১) ধারায় যা আটকে যায়। তবে অনেক টালবাহানার পর শেষপর্যন্ত তাঁদের যুক্তি মেনে নিয়েছে ট্রেডমার্ক।

এবার টেস্টে পাক কোচ আজহার

লাহোর, ৩০ জুন : পাকিস্তানের টেস্ট দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হলেন আজহার মাহমুদ। গত বছরের এপ্রিল থেকে আজহার তিন ফরম্যাটেই সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবং জেসন গিলেসপি গত বছরের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করার পর টেস্ট দলের কোচের পদ ফাঁকাই ছিল। সেই জায়গায় এবার আজহারকে নিয়ে এল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গত ৫ বছরে এই নিয়ে ৭ বার টেস্ট দলের কোচ বদল করল পাক বোর্ড। ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আজহারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ডের।

জোড়া স্পিনারের ভাবনা, তিন নম্বরে হয়তো করুণ

বুমরাহ ফিট, খেলার আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বার্মিংহাম, ৩০ জুন : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই বুধবার থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

এজবাস্টন টেস্টের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে বেশ কয়েকটি বদল হতে চলেছে বলে খবর। শার্দূল ঠাকুরের পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি ঢুকছেন দলে। বাংলার আকাশ দীপেরও খেলার সম্ভাবনা প্রবল। শুধু তাই নয়, বড় অঘটন না হলে জোড়া স্পিনারে প্রথম একাদশ নামাতে চলেছে শুভমান গিলের ভারত। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কে খেলবেন, কুলদীপ যাদব নাকি ওয়াশিংটন সুন্দর—তা নিয়েই আপাতত জোরদার চর্চা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে রিস্ট স্পিনার কুলদীপকে চাইছেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কুলদীপের অপেক্ষা বাড়তে পারে। কারণ, কোচ গৌতম গম্ভীর দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্য ওয়াশিংটনকে প্রথম একাদশে চাইছেন বলে খবর।

কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহ? তিনি কি এজবাস্টন টেস্টে খেলবেন? বুমরাহকে নিয়ে আপাতত জল্পনার শেষ নেই। আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। তিনি জানিয়েছেন, বুমরাহ ফিট। কিন্তু তিনি খেলবেন কিনা, সিদ্ধান্ত হবে বুধবার টসের আগে। রায়ানের কথায়, 'বুমরাহ ফিট। ও তৈরি। কিন্তু সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টের লক্ষ্যে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে টসের আগে।' আজ বিকেলে এজবাস্টনের মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে হাজির ছিলেন বুমরাহ। মিনিট দশেকের বেশি তাঁকে বল হাতে দেখা যায়নি। বাকি সময়টা তিনি কখনও সাজঘরে, আবার কখনও অধিনায়ক শুভমান গিল ও কোচ গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করে কাটিয়েছেন। তাই দলের সহকারি কোচের কথার পরও বুমরাহ নিয়ে

> বুমরাহ ফিট। ও তৈরি। কিন্তু সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টের লক্ষ্যে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে টসের আগে।
>
> **রায়ান টেন দুশখাতে**
> ভারতের সহকারী কোচ

ধোঁয়াশা কাটছে না। বুমরাহ এজবাস্টন টেস্টে একান্তই না খেললে বাংলার আকাশকে দেখা যাবে বলে খবর। গত কয়েকদিনের পর আজও ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন তিনি।

বার্মিংহামে এখন প্রবল গরম। হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। এমন গরমের কারণে এজবাস্টনের পিচে ঘাস থাকলেও সেটা আদর্শ 'ইংলিশ সামারের' মতো আচরণ করবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বুধবার, এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খেলা গড়ানোর সঙ্গে গরমের কারণে পিচে ফাটল তৈরি হবে। যার ফলে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। তাই জাদেজার সঙ্গে প্রথম একাদশে দ্বিতীয় স্পিনার রাখার ভাবনা রয়েছে। যেখানে ওয়াশিংটন ও কুলদীপের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। হেডিংলে টেস্টে ব্যর্থতার পর জাদেজাকে নিয়েও রয়েছে সংশয়। বি সাই সুদর্শনকে নিয়েও চলছে টানাপোড়েন। অভিষেক টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করে হতাশ করেছেন সুদর্শন। তাই তাঁর বদলে এজবাস্টনে তিন নম্বরে করুণ নায়ারকে তুলে আনতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ টিম ইন্ডিয়ার নেটে করুণ তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পর এমন সম্ভাবনা আরও জোরদার হয়েছে।

এদিকে, হেডিংলে টেস্টে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পর বদলে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার স্লিপ কর্ডন। যশস্বী জয়সওয়ালকে আর স্লিপ বা গালিতে রাখা হচ্ছে না। তাঁর জায়গায় নীতীশকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর স্লিপে থাকছেন লোকেশ রাহুল, অধিনায়ক শুভমান ও করুণ। ভুল শুধরে এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়া কী করে, সেটাই এখন দেখার।

জসপ্রীত-বিতর্কে ভুল দেখছেন ডিভিলিয়ার্স

ডারবান, ৩০ জুন : পাঁচটার মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলবেন।

প্রশ্ন, কোন তিনটিতে দলের সেরা বোলারকে পাবে ভারতীয় দল? জসপ্রীত বুমরাহকে ঘিরে যে টানাপোড়েন নিয়ে এদিন বিস্ফোরক মন্তব্য এবি ডিভিলিয়ার্সের। ঘুরিয়ে নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ তুললেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের দিকে। কিংবদন্তি প্রোটিয়া তারকার মতে, বুমরাহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ, কঠিন সিরিজগুলির জন্য তুলে রাখা উচিত ছিল।

কিন্তু তা যে হয়নি, পরিষ্কার চলতি মিশন ইংল্যান্ডে পাঁচের মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলা নিয়ে জল্পনায়। এবির মতে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল আরও ভালোভাবে বুমরাহর ওয়ার্কলোড

'ইংল্যান্ডের জন্য তুলে রাখা উচিত ছিল'

ম্যানেজমেন্টের দিকে খেয়াল রাখা। হোম সিরিজ, তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলিতে বিশ্রাম দিয়ে তরতাজা রাখা দরকার ছিল ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দ্বৈরথে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবি বলেছেন, 'সমস্ত ফরম্যাটে বুমরাহ সম্ভবত বিশ্বের এক নম্বর বোলার। এইরকম অস্ত্রকে ইংল্যান্ড সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া সত্যিই চাপের ভারতীয় দলের জন্য। আমার মতে, টেস্ট ক্রিকেট সবসময় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড সফর ওপরের দিকে থাকবে। সেই কথা

> আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ, টি২০, ওডিআই সিরিজগুলিতে স্টেইনকে বিশ্রাম দিতাম। তুলে রাখতাম অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজের জন্য। নিউজিল্যান্ড সফরেও। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই হওয়া উচিত ছিল।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

মাথায় রেখে বুমরাহকে পাঁচ টেস্টের জন্য প্রস্তুত রাখা দরকার ছিল।'

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টেই বুমরাহকে খেলানো হয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী হোম সিরিজেও তিনটির মধ্যে দুটি ম্যাচে ছিলেন তারকা স্পিডস্টার। ঠিক এদিকেই আঙুল তুলেছেন এবি। উদাহরণ হিসেবে ডেল স্টেইনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জানান, অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে প্রোটিয়া স্পিডস্টারের ওয়ার্কলোডের দিকটা সামলেছেন।

এবি আরও বলেছেন, 'আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ, টি২০, ওডিআই সিরিজগুলিতে স্টেইনকে বিশ্রাম দিতাম। তুলে রাখতাম অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজের জন্য। নিউজিল্যান্ড সফরেও। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই হওয়া উচিত ছিল। জানি না, এর নেপথ্যে মিস ম্যানেজমেন্ট, নাকি পিঠের চোট। হয়তো চিকিৎসকদের কোনও নির্দেশ রয়েছে। টানা পাঁচটা টেস্ট খেলতে বারণ করেছে। সেই রকম কিছু হলে বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তবে দিনের শেষে বুমরাহর ক্রিকেটীয় ধকলের দিকটা সঠিকভাবে সামলাতে হবে দলের থিংকট্যাংককেই।'

অনুশীলনের মাঝে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শুভমান গিল।

জয়ের হুংকার বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কার।

প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় সাবালেঙ্কার

লন্ডন, ৩০ জুন : জয় দিয়েই উইম্বলডন যাত্রা শুরু করলেন মহিলাদের শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। প্রথম রাউন্ডে কার্সন ব্রানস্টাইনকে ৬-১, ৭-৫ গেমে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের এলিনা ভিতোলিনা প্রথম রাউন্ডে অ্যানা বনডারকে ৬-৩, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন। প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন জেলেনা অস্টাপেঙ্কো। তিনি ৫-৭, ৬-২, ২-৬ গেমে হেরেছেন সানায় কার্টালের কাছে।

পুরুষদের বিভাগে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভ। তিনি বেঞ্জামিন বোনজির ৭-৬ (৭/২), ৩-৬, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে পরাজিত হয়েছেন। স্টেপানেক সিতসিপাস প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার দিয়েছেন ভেলেন্টিন রোয়েরকে। এদিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজ ইতালির ফাবিও ফগনিনির বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি সেটের দুটিতে জিতেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন আয়ুষ

আইওয়া, ৩০ জুন : আয়ুষ শেঠির হাত ধরে মরশুমের প্রথম শিরোপা এল ভারতে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটকের তরুণ শাটলার।

রবিবার ফাইনালে মাত্র ৪৭ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৮, ২১-১৩ পয়েন্টে কানাডার ব্রায়ান ইয়ংকে পরাস্ত করেন আয়ুষ। পুরুষ সিঙ্গলসে শেষবার ভারতে খেতাব এসেছিল কানাডা ওপেন থেকে লক্ষ্য সেনের হাত ধরে। তাও প্রায় বছর দুয়েক আগে। ২০ বছরের আয়ুষের হাতে সেই খরা কাটল। এর আগে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সিনিয়ার পর্যায়ে তাঁর প্রথম খেতাব। ম্যাচ শেষে আয়ুষ বলেছেন, 'এই জয়টা আজীবন মনে থাকবে। লক্ষ্য এবার কানাডা ওপেন।' আয়ুষ জিতলেও মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে গিয়েছেন তানভি শর্মা। বেইওয়েন ঝ্যাংয়ের কাছে ২১-১১, ১৬-২১, ২১-১০ পয়েন্টে হেরে গিয়েছেন তিনি।

সিএবি এজিএম ২০ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : ঘোষণা হয়ে গেল বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার দিন। আজ সন্ধ্যায় সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর হবে বার্ষিক সভা। প্রয়াত কিংবদন্তি জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণ দিবসের দিনই এবার হতে চলেছে সিএবি-র এজিএম। যেখানে এবার নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্সের বৈঠকে এজিএমের দিন ঘোষণার পর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার শাসক ও বিরোধী, দুই শিবিরেই উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এসবের মধ্যেই অ্যাপেক্সের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৩০ অগাস্ট হবে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

মহমেডান ছাড়লেন ফ্রাঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ছাড়ছেন গতবারের নজরে পড়া ফুটবলাররা। ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াক এদিনই সাদা-কালো জার্সির মায়া কাটিয়ে যোগ দিলেন ওড়িশা এফসি-তে। অ্যালেক্সিজ গোমেজ আগেই দল ছেড়ে ইন্দোনেশিয়ার প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্লাব পার্সিজাপ জেপারাতে যোগ দেওয়ার পর ওই একই ক্লাবে চললেন মহমেডানের আরও এক স্ট্রাইকার কার্লোস ফ্রাঙ্কাও। এই দুজনই মহমেডানের বিরুদ্ধে বেতন না পাওয়ার কথা জানিয়ে ফিফাতে অভিযোগ করেছেন।

জামশেদপুর এফসি ছাড়লেন জর্ডন মারে। তিনি কোথায় যাচ্ছেন পরিষ্কার নয়। একটা সময় কথা বলে ইস্টবেঙ্গলও। তারপর আর কথা এগোয়নি। ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছেন হামিদ আহদাদ। মাইকেল জাবাকোর সঙ্গে এদিন চুক্তি বাড়ানোর কথা জানানো হয় নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র তরফে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Tapas Kumar Mahato আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার নং B/2022/374343, Dt-04.09.2022 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 10.02.2025-এ প্রথম শ্রেণী J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Parnika Mahato থেকে Parthavi Mahato করা হল যা অভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117249)

●

আমি Samim Akhtar Ansari, আমার জমির Deed No. I 1225,পর্চা, খতিয়ান নং-1058, জে.এল. নং-123, রাঘববাটি মৌজা, আমার নাম ভুল থাকায় গত 07-02-2024-এ E.M. চাঁচল মালদা কোর্ট-এ অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Md Abdul Faruk থেকে Samim Akhtar Ansari করা হল, যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117248)

দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের, জায়গা হল না জোফ্রার

বার্মিংহাম, ৩০ জুন : কারও মতে আত্মবিশ্বাস। কেউ বলছেন, এটাই বাজবল!

হেডিংলে টেস্টে জিতে আপাতত সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। বুধবার থেকে এজবাস্টনে শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ বেন স্টোকসরা চমকে দিয়েছেন ক্রিকেট দুনিয়াকে। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আসন্ন টেস্টে প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছেন স্টোকসরা।

প্রথম টেস্ট জয়ের পর যখন দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল ইংল্যান্ড, তখন দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন জোফ্রা আর্চার। মনে করা হয়েছিল, চার বছর পর এজবাস্টনের মাঠে আর্চারের প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। বাস্তবে দল অপরিবর্তিত রেখে চমক দিল ইংল্যান্ড। আজ ইংল্যান্ড দলের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না আর্চার। দলের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি আজ অনুশীলনে হাজির ছিলেন না। আর্চারের মতো জোরে বোলারকে দলে নেওয়ার পরও তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। অধিনায়ক স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম এখনও আর্চারের টেস্ট ম্যাচ খেলার ফিটনেস নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন বলেই খবর।

কেন আর্চারকে এজবাস্টন টেস্টের জন্য বিবেচনা করা হল না, দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিষয়টা খোলসা করেননি ক্রিস ওকস। বরং ইংরেজ পেসার অনেক বেশি করে ঋষভ পন্থ ম্যাজিক নিয়ে মুখ খুলেছেন। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই শতরান করেছিলেন ঋষভ। ভারত টেস্ট জিততে না পারলেও ঋষভের প্রভাব যে ইংল্যান্ড দলের অন্দরে টেনশন তৈরি করেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন ওকস। ইংল্যান্ডের জোরে বোলারের কথায়, 'ঋষভ যখনই ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকে, তখন খেলাটা আচমকা অন্যরকম হয়ে যায়। হেডিংলেতে ওর জোড়া শতরান আমাদের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।' হেডিংলে টেস্ট এখন অতীত। বুধবার থেকে এজবাস্টনে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে ঋষভকে নিয়ে রীতিমতো পরিকল্পনা চলছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ওকসের কথায়, 'হেডিংলের মাঠে হয়নি। আমরা চাইব, এজবাস্টনে দ্রুত ঋষভকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে। বোলিং ইউনিট হিসেবে নিজেদের মধ্যে ঋষভ ও ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি আমরা।'

শুধু ঋষভ নয়, টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের ছন্দ নিয়েও দুশ্চিন্তা রয়েছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ওকস নিজেই সেকথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটারদের সকলেই ভালো ছন্দে রয়েছে। তাই এজবাস্টন টেস্টে আমাদের আরও তৈরি হয়ে নামতে হবে।' এদিকে, হেডিংলে টেস্টের মতোই এজবাস্টনের বাইশ গজেও ভালোরকম ঘাস রয়েছে। বুধবার খেলা শুরুর আগে ঘাস কতটা কমবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনের পিচ থেকে টেস্টের প্রথম দুই-তিনদিন নিশ্চিতভাবেই জোরে বোলাররা সাহায্য পাবেন।

> ঋষভ যখনই ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকে, তখন খেলাটা আচমকা অন্যরকম হয়ে যায়। হেডিংলেতে ওর জোড়া শতরান আমাদের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।
>
> **বেন স্টোকস**

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছেন বেন স্টোকস।

স্পিন অস্ত্রে শান কুলদীপ যাদবের (বাঁয়ে)। অনুশীলনের ফাঁকে মর্নি মরকেলের সঙ্গে কুস্তিতে মেতে অর্শদীপ সিং।

অর্শদীপ-কুলদীপকে খেলানোর পরামর্শ গ্রেগের

মেলবোর্ন, ৩০ জুন : ক্যাচ মিসে ম্যাচ মিস।

হেডিংলে টেস্ট যার হাতেগরম উদাহরণ। একঝাঁক ক্যাচ ফেলে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হাতছাড়া। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে শুধু ফেরাই নয়, ভারত-বধ সেরেছে ইংল্যান্ড। গ্রেগ চ্যাপেলও মনে করেন, ক্যাচ মিসের খেসারত চুকোতে হয়েছে হেডিংলেতে। তবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের মতে, টিম ইন্ডিয়ার মূল সমস্যা বোলিংয়ে বৈচিত্র্যের অভাব।

গ্রেগের মতে, জসপ্রীত বুমরাহকে বাদ দিলে বাকি পেসাররা প্রায় একইরকম। ডানহাতি, মিডিয়াম পেস। ক্রিজের কোণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তফাত নেই বাকিদের মধ্যে। সব মিলিয়ে শুভমান গিলের হাতে সেই অর্থে বৈচিত্র্যময় বোলিং ব্রিগেড নেই। সমস্যা মেটাতে অবিলম্বে বাঁহাতি অর্শদীপ সিং, রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে প্রথম এগারোয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, পরামর্শ গুরু গ্রেগের।

কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয়র মতে, শেন ওয়ার্ন পরবর্তী জমানায় কুলদীপ সম্ভবত সেরা রিস্ট স্পিনার। যুক্তি, ইংলিশ কন্ডিশনে স্পিন বিভাগে রবীন্দ্র জাদেজা সেভাবে কার্যকর নয়। ব্যাটিং ঠিক আছে। তবে সাপোর্ট স্পিনার হিসেবে কাজ চালিয়ে দেবে। কিন্তু সিরিজের ভাগ্য বদলাতে হলে দলে আরও বেশি করে ভারসাম্য আনতে হবে। কুলদীপের মতো একজনকে দরকার ভারতের।

২ জুলাই বার্মিংহামে শুরু দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরের নাম ঘোরাফেরা করছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে সেইরকম ইঙ্গিত ভাসিয়ে দিয়েছেন। যদিও গ্রেগের যুক্তি, ব্যাটিংয়ে গভীরতা বাড়ানোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বোলিংকে কমজোরি করা যুক্তিযুক্ত নয়। গৌতম গম্ভীরদের মাথায় রাখতে হবে টেস্ট জিততে হলে ২০ উইকেট দরকার। বোলিংকে তাই অগ্রাধিকার না দিলে ভুল করবে ভারত।

ক্যাচ মিসের রোগ সারানোর টোটকাও দিয়ে রাখলেন গ্রেগ। জানান, স্লিপ ফিল্ডিং স্পেশাল দায়িত্ব। সারাক্ষণ মনঃসংযোগ রাখা জরুরি। হালকাভাবে নিলে ভুল হবে। ইতিবাচক মানসিকতা, ক্যাচ ধরার সময় শরীরের অবস্থান, ফুটওয়ার্কও গুরুত্বপূর্ণ। যশস্বী জয়সওয়াল মোটেই খারাপ ফিল্ডার নয়। আসলে প্রথম ক্যাচ মিস করার পর যে চাপটা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'বৈচিত্র্যহীন বোলিংই মূল সমস্যা'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা গোবিন্দ রায় - কে 12.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53A 32633 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা। এটি এক কোটি টাকার একটি বড় জয়। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখন আমার আর্থিক অবস্থা ঠিক আছে, আমার পরিবার আরও ভালো জীবনযাপন করবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ এখন পুরোপুরিভাবে সুরক্ষিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রাজগঞ্জ লিগ শুরু ১৩ জুলাই

রাজগঞ্জ, ৩০ জুন : রাজগঞ্জ জোনাল ফুটবল লিগ ১৩ জুলাই থেকে বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে শুরু হবে। এর আগে ১ ও ২ জুলাই টিমকে রেজিস্ট্রেশন এবং ৩, ৪, ৫, ৬ জুলাই ক্রীড়া রেজিস্ট্রেশন করতে হবে বলে জানান সচিব মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত। রবিবার বেলাকোবা কেএসসিসি ক্লাবে ৩৫ জন সদস্যের কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খগেশ্বর রায়, সচিব মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত এবং কোষাধ্যক্ষ সুকুমার রায় ও নির্মলকান্তি সরকার।

উত্তরের খেলা

প্রবীরের ৪ গোল

তুফানগঞ্জ, ৩০ জুন : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে সোমবার বলরামপুর একাদশ ৮-০ গোলে হারিয়েছে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবকে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রবীর দে। জোড়া গোল করেন হিতুন নারায়ণও। তাদের বাকি গোলস্কোরার নবীন মণ্ডল ও শাহজাদ মিয়াঁ। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ও মর্নিং স্ট্রাইকার এফসি।

রাহুলের জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-৩ গোলে হারিয়েছে যুব সংঘকে। সূর্যনগর মাঠে মর্নিংয়ের রাহুল ওরাওঁ জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি স্কোরার সন্দীপ ওরাওঁ এবং বাপ্পা ওরাওঁ। জোড়া গোল করেন যুবর কিরণ মিনজ ওরাওঁ। তাদের অন্য গোলটি রিতেশ বাসফোরের।

বড় জয় অগ্রদূতের

ম্যাচের সেরা পাপাই মহন্ত। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ৩০ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে সোমবার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ৯-২ গোলে অশোকবাড়ির সংগ্রামী সংঘকে হারিয়েছে। অগ্রদূতের পাপাই মহন্ত ৬টি গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জোড়া গোল করেন তনয় সূত্রধর। তাদের অন্য গোলটি হৃদয় হোসেনের। অশোকবাড়ির সৌরভ বর্মন জোড়া গোল করেন। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়ার ও উচলপুকুরি জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ও পাঠাগার।

সুপার ডিভিশনে স্থগিত ম্যাচ

বালুরঘাট, ৩০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলা সুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবারের খেলা স্থগিত করা হয়েছে। এদিন আদিবাসী সম্প্রয়াদায়ের হুল দিবস উদযাপনের জন্য বালুরঘাট স্টেডিয়ামে কুড়াহা ও গঙ্গারামপুর ফুটবল দলের মধ্যে খেলা স্থগিত করা হয়। সংস্থার ফুটবল সচিব কৃষ্ণ দত্ত জানিয়েছেন, আগামীতে এই খেলার সূচি দেওয়া হবে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রেড বুলস ইলেভেন দল। ছবি : জয়ন্ত সরকার

চ্যাম্পিয়ন রেড বুলস

গঙ্গারামপুর, ৩০ জুন : হুল দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কালদিঘি রামচন্দ্রপুর আদিবাসী সিধু কানু ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজীবপুরের রেড বুলস ইলেভেন। সোমবার গঙ্গারামপুরের সিধু কানু ময়দানে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে বাগিচাপুর হরিরামপুরকে। একমাত্র গোল করে ফাইনালের সেরা হয়েছেন রেড বুলসের সুজয় হেমরম। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার বাগিচাপুরের রোহিত মুর্মু। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ ৪৫০০ টাকা পুরস্কার ও রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে ৩৫০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে।